

আভাষ।

— ৪৩৫ —

‘হাটের মেড়া ছজুক খোজে।

মনের ভাব মনই জানে, এতে শিশুর আবদার আর
উন্মত্তের খেয়ালের মতন কখন যে কি ভাব হবে কেউ
পারে না। মনের কাছে গণকের বুদ্ধি পেছু হাঁটে।
ইন্ডেক্স ও বদির পোঁতেয় মনের কথা নজির নাই, তাতে ভ্রমের
বুদ্ধি শিকৈয় কোলে। উকীল বৈদ্য ও ডাক্তর গৌজামিনে
বড় পটু, পীড়াপীড়ির সময় শিকৈয় নাতুনের মতন চঠানের
দোষ দিয়ে সাধন, ভাণ কোরে টাকি নিতে স্বজেনি বায়ণও
ঐদের কাছে হুঁর মানে আদিয় করবার সময় ঐরা লাকাত
তর্জিরাম। এক দল মড়ার তদ্বির করেন আর এক দল তা
চাকেন, পয়সা ছাড়লে ঐরা না পারেন হেন কয়ই নাই
ঐরা বড় মানবের বাড়ীর বদমাইল ভিক্ষেপুতুর ম্যানেজ
একজিকিটরের মতন ছুঁচ হয়ে সৈথিয়ে ফাল হয়ে বেরণ,
ঘটি নাই, বিদ্যের জাহাজ, স্কল বুদ্ধিটা ওপর দলের কমদল
ভিন্ন ভেসে ভেসে বেড়ায়। ডাক্তররা বরং ভাল এদেশী
যুড়ি পৃথিবীতে নাই।

জ্যাংথ পাভজল হেমিল্টন্ গোড়ে মনের দোড় মরা ভাব,
তবে যা মনে করি তাই করি, কিন্তু এক মিনিট, এক সেকেন্ড
পরে কি হবে স্বপ্নেও জানি না। মনে মনে এমি ভাবটি
হতে ভাবনা এল যে সহরটা আজকাল কিছু বিমর্ষ বেন
খাঁর মতন দায়ে ঠেকেচে। নুতন কাপ্তর মধ্যে একখান
দৌলতে ইংরেজি, বাজাল অনেক ডরকা গোভিম কাগজ
বেরিয়ে ছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকে খুঁটে না খেতে খেতে

(ক)

কেউ, ডাকলেন, এখন কেউ কেবে সরবেন তাই ঠাণ্ডা-
 চেন, কেউ খাবি খাচ্ছেন। এঁদের অক্লান্ত পাবার এক হ্যাঁচ-
 কানির ওয়াস্তা, একটু দুঃখ, এঁরা ছেলেদের অনেক জলখাবার
 পয়সা ঠকিয়ে নিলেন, লাভে হতে তারা আরো জেঠা হলো।
 সহৃদয় সম্পাদকেরা স্কুলের ছেলেদের এক একবার নজরে
 রাখবেন। স্কুলের বখার ছেলেদের আঁটা ভার, মাফটার মশাই
 তা বেস জানেন, তাদের পাল্লায় কখন ঠেকেও থাকেন, ছেলে
 পড়ান অকমারি। খুদে-মজলবারে হাবু বাবু ফকুড়িধরের গাল
 টিপে ছিলেন তাতে কেউ শিশু কেউ জুতর ঠকঠকি কেউ নাকে
 কাঠী দিয়ে হাঁসায় আরম্ভ করলে, হাবু বাবু রেগে চাঁই, হেড
 মাফটারের কাছে রিপোর্ট করতে যান, ছোকরারা অগ্নি নেচে
 হাঙালি দিয়ে হো হো হরিবোল কোরে উঠল, টেবিল চাপড়ান
 আরম্ভ হল, হুড়ুদু শব্দ হলো, হেড মাফটার নেউলের মতন
 কুলতে কুলতে এসে আশ্ফালন কল্লেন, হাবু বাবু বাছাই কোরে
 বিছুদের ধরিয়ে দিলেন, হেড বাবু তাদের নীচের ক্রাশে নাবিয়ে
 দেন এমন সময় চতুরংয়ের গাওনা উঠল, ঘু ঘু ঘুর বুলি বেরল,
 শিশুর হিস্‌হিসে ঘর ফেটে গেল, ক্রাশের তামাম ছোকরা
 'খিনিকেউ তিনিতা' কোরে স্কুল থেকে বেঞ্জিয়ে যায়, হেড
 বাবুর আক্কেলগুডুম, হেড বাবু বেহেড হলেন ছোকরাদের
 বোঝালেন, হাতে ধরলেন, শেষ তাদের কাছে মাপ চেয়ে উল্টে
 হাবু বাবুকে ধমকে বিদেয় হলেন। হাবু বাবু ছাদনাতলায়
 বরের মতন ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রইলেন। 'একথাটা
 নিতান্ত মিথ্যা নয়, এ কেবল স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী দোষে
 হয়ে থাকে, স্কুলে নীতিশিক্ষা নাই, যা আছে তা পুখীগত
 বিদ্যানিবন্ধন বাতিল বোলে ধরতে হবে। এখনকার কেতা-
 দোরস্ত ছোকরাদের হৃদয় বোপদেব অবাক, অমরকোষ মেড়া
 পড়ল, তারা বিলেতের চোর ও ফিরিঙা ব্যাপারীর মতন এক
 নতুন ঢংয়ের ভাষা বানিয়েচে, তাতে নিবারণকে 'বানরনী'
 চোক রাজ্যকে 'কচোণারাজ্য' বলা হয়। চলিত টেকের
 খাতিরে কেতাদার শব্দের একখান অভিধান চাই, ক্রটির
 মধ্যে শব্দের খাত (খাতু) থুঁজে পাওয়া ভার, ইম্পেনিং
 দোরস্ত করাও বড় শক্ত। এখন বাজালির নাম দফায় দফায়

নতুন হচ্ছে, ফাইলোলজির খাতিরে ইংরেজিতে কেউ 'ইয়া চম্পা ঘোষা' সই করেন, কেউ পেটেলন্ কোর্ডা গোরে মন্ডকর বানরজি হলেন, কোন মেয়ের শ্রীমতী ও দাসী ঘুচে 'কৃষ্ণ-কামিনী সরকার' হলো, কৃষ্ণের কলকটী গেল নী! স্কুল-বয়রা পিচ্চর গোকে পথে দেখলে সেলাম করে না, এই বেয়াদপ' দেখে আলিপুরের কনিষ্ঠ ছজুর খাপ্পা হয়ে হেড মাফটারেব উপর এস্তাহার জারি কল্লেন যে, যে ছেলে কসাইটলার জুরি ও অগুরটেকরদের দেখবামাত্র নেড়েকেতায় সেলাম না ঠুকবে সে শূলে যাবে। এ কথা শুনে একটা নধরগোচ খপখপে ছেলে সে দিন ভয়ে ক্লাশের ভেতর এক অগকর্ম কোরে বসে, ভাগ্যিস রাস্তায় কলের জল হয়ে ছিল তাই তার খানসামা ছেলে বাবুর কাপড়খান কেচে দেয়, বাবু উড়ানী পরেন, কলের জল না থাকলে খানসামাকে ঐ কাপড় নিয়ে বাড়ী পর্য্যন্ত নবকভোগ করতে হতো। খানসামারা এঁট সগাড়ি ছোন না। কলেব জল হয়ে সহরের বড় উপকার হয়েছে, ধীর্তে গেলে এখন পাড়াগাঁ হতে কলকেতার নরকটলাও স্বর্গ, অন্য বিষয়ে এ যে নরকটলা সেই নরকটলা। বৃত্তির সময় অভাগা চিৎপুররোড আর তারই সমান নরকের পথ, সাঁতারে বাবুর লাঞ্ছনা আর কেরাফির সোয়ারদের (শুকর) গঞ্জনা খেয়ে আরো গভীর নরকে ঝাঁপ দেয়, তাতে ঐ সাঁতারে বাবু আর সোয়াররা খোসবোয় মাখামাখী হয়ে কলকেতার শাস্তিরি-রক্ষকদের ও হক্-কোমিস্-বানরকে ঐ নরকের মাঝে নুষ্ঠাশে এনে তাঁদের ও তাঁদের গোষ্ঠিকে সেখান-কার মাণ্ডায় খাওয়াবার যোগাড় করেন। সেখানকার মাণ্ডায় আর নট মাণ্ডায় সমান।

কলের জল কেউ কেউ প্রথমে যা লুকিয়েচুরিয়ে খেতেন সম্প্রদে পারতেন না, রিকরম্-গোচের শর্মসভা সে ভয় ঘুচিয়ে দিলেন। এখন কলের জলে শৌচ কর, ঠাকুরকে দাও ব্রাহ্মণকে খাওয়ায়। এক এক ধর্মসভার কোন কোন অধ্যক্ষ হরেক চেহা-রার ভবল দ্বিপদ। এক জন বাবু বাটপাড়ী কোরে খোসনাথ লিখে চিমনিমুইপ ও মিতুয়া-সাহেবদের খয়েরখাঁ হন। চুরি কোরে আর বাসী ছা ছা গল্প লেখা, পুরান কথায় রহস্য করা, এ দেশের প্রশংসার চাল, এতে কেউ গীরপাকস্বরের পদে

উঠলেন। সরস্বতীর সপত্নীপুত্র নিবন্ধন, উমেদার ধোরে লোকের অকারণ কুচ্ছ করা, ঐ বাবুর মতন লোকের আদিক্ষেতার চাল। পুরুষপরম্পরায় দুর্নীতি সংশুদ্ধি উদ্দেশে কেউ নক্সা, করলে কি প্রস্তাব লিখলে ঐরা ঐ লেখকদের কুকুর নেলিয়ে দিয়ে থাকেন তার দরুণসহরে ইতরমি, বাঁদরামি বেড়ে যায়। তাঁড়ামিবস্ত্র ও নকসার রস, এখনকার চেয়ে পূর্বকার বড়-মানষেরা ভাল বুঝতেন, আক্ষেপ এই যে, এখনকার লোক অধিক চতুর হয়ে, অধিক গোড়েনে নক্সাতাঁড়ামি কম বোঝেন কেউ কেউ তাতে ইতরমি করে থাকেন।

বাটগাড় বাবুর বাড়ীর আবালবৃদ্ধ গর্যাস্ত্র মাথা ধরলে ত্রুথ (মুরগীর জুস্) খান, বাড়ীর ভেতর হাড়ীপাড়ির কেশন, বাবু বড়াই কোরে থাকেন যে তাঁর আর জন্ম হবে না। এক দল খ্রীষ্টানদের ছেলের আটকোড়ে ও গোস্বামীশানে, রেবরেণ্ড বোম্বী সাহেব নিমন্ত্রণ রাখতে এসে ছিলেন, এ ব্যাপার কল্কেতার ছবির সামিল। আর এক টেক্কা হিঁদু, রসকেলিতে দ্বিতীয় কেট ঠাকুর। হিঁদুয়ানিতে গজা অনেক রাধিকা ঠাকরণও পাওয়া যায়, ভিক্ষেপুত্রের সেখানে জয় জয়কার! টেক্কা হিঁদু কখন মগলের পোষাক, কখন মোল্লার পোষাক কখন সাহেবি পোষাক, গায়ে লট্‌কান, আফ্রিকের সময় হিঁদু হন, প্রজা ও খাতকের গলায় ছুরী দেন, রাঁড়ী ভুঁড়ীর সর্জনশ করেন, শ্বণের মধ্যে তিনি দাতায় চসমখোর, আর হিঁদুয়ানিতে ভক্ত-বিটেল।

রকমারি ধর্মসভার রকমারি নীলে। তখন রামযাত্রা হতো, এখন আমরা এক নতুন যাত্রা আঁচ্চি, কেননা দিন দিন অনেকগুলি সং বেড়ে যাচ্ছে, কেবল ভয়, পাছে লক্ষ্মণের পাদসা ঐদের খণ কোরে কিনে নেন, কি ওলাউঠ চাগে। লক্ষ্মণের পাদসা জানুয়ার ও চিড়িয়ার রাজা হয়েও তাঁর সংয়ের রাজা হতে সাধ গেছে! শুনা যায় এবার হিঁদুমহলে গরু খাবার ব্যবস্থা হবে, তা হলে একটা ঘাঁড় ১৫ দিন ধরে কে কত খাও, মা ভগবতী পেটের ভেতর পুজা পাবেন, ভগবতী চর্চা, ভগবতী অম্বল, ঝোলে ভগবতী, ভগবতীর নাম তখন আমাদের ইষ্টিমস্ত হবে, তাতে স্বনামখ্যাত হিঁদুদের

খাদ্যে ভগবতী ছাটিনি হলে রাধুণী বামণীর দায়ে পার হই। হিঁদুয়ানী একখানি জাল (জালিয়াৎ) অবগুণ্ণ টেনে বসে আচেন, সেই খাতিরে মিস্ত্রিরজার ধরা পোড়েও পড়েন না, ঘরেঘরে মিস্ত্রিরজার আবার বাবা আছে। গরু খাবার ব্যবস্থা নতুন কথা নয়, পূর্বে গোমেধ্যজ্ঞ হতো, নেড়েরা প্রবল হয়ে গোসুর বাজার একচেটে করাতে সেকলে গোবে-চারা (গরুর অধম) হিঁদুরা সেই অবধি গরু খেতে ক্ষান্ত হন, আমরা সে জন্য ভালভাত খেয়ে সারা হলেম, যে কিছু বোনেদি জারিজুরী বল ছিল তা মুখু ঘিছুধের জোরে বিলেতি কুর্ভদের অধিষ্ঠানে সে গুড়ে বালী পড়ল, কসাইদের বাপার বেড়ে গেল দেখে এক জন বায়ুণ শূয়র পুষেচেন, মোষেরপো ফুঁকো দিলেন, গিটলি দিলেন, পালো দিলেন, 'এক পো দুদে তিন পো জল' তাঁর সন্তেত হলো। ঘৃতয় কাঁঠালি কলা, নারকেলতেল, পোস্তর তেল রেড়ির তেল, শেষ মাছের তেল, আর শূয়রের চর্খি মিশামর প্রথা হলো (শূয়র পোষায় লাভ আছে!) আমরা কি করি পেটের জ্বালায় তাই খাই কি শূয়র? না শূয়রের ঘি, আর কম্পাউণ্ড-ডাইলিউটেড অর্থাৎ পালো দেওয়া জলো দুধ। এমন যাত্র নাই, যে বড় দফার মাংস কিনে গায়ে জোর করি। বিলেতের ফিরৎ এক দল বেশী রকমের ইংরেজি মেজাজের ইয়ারলুস্ ছোকরা প্যারিসে গিয়ে ছুঁচো খেয়ে ছিলেন, এঁদের ঘোড়ার 'কোষ, আর বেরালের ঠে' ভাল লাগে পৃথিবীতে এঁদের তুল্য পণ্ডিত নাই, বিদ্যার দোড় দেখে কে? এঁরা এখানকার ইউনিভার্সিটির ঝাঁট, বিলেতি গরু, ঘাঁড়ের গোবর, বাঙ্গালিকে ভোল্টকেয়ার করেন, বাংলা কথা ভুলে গেছেন আত্মীয়শ্রের চিনতে পারেন না আর বানরের মতম লাফিয়ে ওলাত প 'ড় 'হাম বড়া' জাঁক করেন।

সাহেবদের কাছে গলাধাক্কা খেলে আমাদের সেই সময় ভারী ইচ্ছে হয় যে, এবার মাংস খেতে সুরু করি, মাংস না খেলে এ দেশের ভদ্রস্ব নাই, অমনি মনে পড়ে যে তা হবার যো নাই, কার সাধ্য পুষ্তিকর মাংস বাড়ীতে আনে? যদিও আমি পুতুল পূজা করি না তবু ও রকম মাংস হাঁড়ীতে ওঠবার নয়, তা হলে আমার রাধুণী তৎক্ষণাৎ ছেড়ে যাবে, চাকর, দাসী,

তার পেছন নেবে, আমি আর রাখুণী, চাকর, দাসী পাব না। যদি বলেন কসাইকালীর ভাগমাংস খাও না কেন? ও মশাই, সে মাংস-কালীতেই থাক, আর কালীর চেলাতে থাক, কারণ তা বাঁড়ের মাংস, পচা শোরের মাংস আর গোভাগাড়ের মাংস, বেশীর ভাগ তা বাসী, কোন দিন তার পচা গন্ধে নাড়ী ওঠে, কোন দিন চৰ্ব্বীতে ভরা। জোড়হাত কচ্ছি ক্ষমা করণ আর অনুরোধ করবেন না আমি পেটরোগী তা জানেন, আমার এমন মাংস হজম হয় না। আসির্বাদ করণ কালীভক্ত চৈতনচূড় মশাইরা তা জন্ম জন্ম লুসুন। ওদকার মাংস মারা মোচনমান্তর বাংজালীরা পাকেপ্রকারে চলিয়ে থাকেন।

একজন কাপুড়ে বাবু কলমা পোড়ে, যুর্গি পুষে ছিলেন। কাপুড়ে বাবুর স্থলে মাকুঠেলা বোঝায়, কেউ কেউ ধোপা মনে করতে পারেন, কেননা আজ্জকাল্ চাষাধোপারা বাবুর প্রধান, এই কম্পাউণ্ড ভেংয়ে এক জন চাষা আমাদের কালেক্টর আর একজন ধোপা রায়বাহাদুর হবে। শোমা যাচ্ছে এবার লর্ডমেন্ড কাউকে আর বাহাদুর করতে বাকী রাখবেন না, তিনি আপনার মুখ কোন নক্সাওলা আয়নার দেখে ডিরিয়ে উঠে আপনার হতমান উদ্ধার করবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেচেন যে এবার কাউকে উচু উচু (শুঁচা) খেতাবে পিট্কে দিতে ত্রুটি করবেন না, তা হলে আমাদের বহুকেলে কেটা হাড়ি, ছোট আদালতের খোচো উকীল, হাটখোলার সভ্য সা আর পোষ্ট আগিসের প্যাঁয়দা রায়বাহাদুর ও বাঁবাহাদুরে সাজবেন। রাস্তায় রাজার ছড়াছড়ি, শেয়াল রাজা, হুঁদুর রাজা ছুঁচো রাজা, কিচমিচ কচ্ছে। এর মধ্যে কাক হাতে খড়ি হয় নি, চেরাসই করেন যেন সোণার গাধা, কেউ হাটবাজার করেন, এঁর অন্দরমহল পর্যাস্ত ভাড়া, দেখতে ঠিক প্যাঁয়দা সাহেব, কেউ দালালী করেন, নাতের মাল কেনেন, চুট্কির দোকানে বখরা আছে আর ইয়ারগোচের বাবুদের কাছে রকমসই সটকালি করেন। পথে রাজার ভিড়ে চলা ভার। একজন ইঞ্জিনিয়ার্ কল্কেতার জুষ্টিসদের পরামর্শ দিয়েচেন যে, রাজার হাড় ভেঙ্গে খোয়া কোরে রাস্তা ভয়ের হতে পারে, রাজার হাড় পাথরের চেয়ে শক্ত আর তাতে খরচ নাই। হগ্-

সাহেব তাতে রাজি হয়েচেন, এ কথা সত্য হলে এবার রাজার
বাজার নিয়ে টানাটানি। রাজা হওয়া মুন্সিলের দায়।

আমি কাপুড়ে বাবুকে ছেড়ে এলেম ফের তাঁর নেগাল-
ধরি। কাপুড়ে বাবু তাঁতিও নন ধোণাও নন, এঁর ভেতরে
ছুঁচর কেউ ন বাইরে কোঁচার গন্তন, একেই বলে ফোতনবাঁবি।
বাবু বড় সাখরচে একটা পয়সার মাথাপ, সোণালি রূপনি,
(মুড়ি মুড়কি) জলযোগ করেন, সকাল বেলা এঁর পূর্বপুরুষের নাম
কল্লে পেটের ভাত চাল হয়ে যেত এই ভয়ে আমরা কচি বেলায়
ভুলেও এই মহাপুরুষের নাম করতেম না, এই ভয়ে তাঁর চলিত ভাক
নাম ফোকেচাঁদ হয়ে গড়ে। কাপুড়ে বাবু বেশীর চরণদাস, তুমি
আমি তাঁর মজলিসে খবরে আসি না সোণারবেণে শুঁড়ীর এক
সানকের ইয়ার, তাদের উচ্ছ্রিট মহাপ্রসাদ, তাঁর একখানা পালকী
গাড়ী আর একটা ঘোড়া আছে। গাড়ী আজকাল কারেন্ট চাল,
তবে দইব কেউ হাঁটী করেন, আমরা জানি একজন বড়মানুষ,
গোছেগাছে আর পাঁওদলে গাড়ী মারেন। ইনি কারকারবারে
অনেক টাকা রোজগার করেন, সজ্জতি তিন লাখ টাকার উইধরা
কোম্পানির কাগজ যা এক সময় না এক সময় কাগজ-বদলওয়ারাও
হোঁবে না, ও সেওয়ায় বাড়ীখানি বেচে পুঁজী কোরে মথুরা
পুরীতে আড্ডা গেড়েচেন। বাবুর বড় গেরস্থারী চাল হাত দিয়ে
জল গলে না। বাবু আগে আগে হাঁটুপ্রমাণ চাপকান আর
হাঁটুওঠা পাজামা, বাজার থেকে, দাঁও মাফিক নিলেম কি
নিমতল্লার দাহর ঘাট থেকে কিনে তা পোরে আগিসে যেতেন,
এক দিন জনেক উগ্রপ্রভাগ ইংরেজ, বাবুর আগিসে এসে ছিলেন
তিনি বাবুকে দেখে চুরট খরাবার জন্যে দগুরি আগলিয়াও
বলাতে বাবু গ্যাঁই শুঁই গোড়িমাসি করাতে সাহেব চোটে
লাল হয়ে বাবুকে প্রাকটিক্যালি সু প্রাকটিস্ শেখান, বাবু সে
অবধি একটু গোবাকের তদবির কোরেচেন। সাহেব মিউটিনির
সেপাইদের হাতে ঠেকে সু প্রাকটিস্ শিখে ছিলেন। মশাইরা
এই সুযোগে 'স্মৃতি মারা ছোড়-দেও' কথা মনে করবেন! পুঁজী-
স্বর বাবু বেশীর ভাগ হেঁটে তার নীচে অন্যর গাড়ীর কোচ-
বাক্সে আর কদাচ বটতলার ভাগা ছকড়ে কি সদরঘাটের
চল্তি পানসিতে যান। পূর্বে সুবিধামাফিক ময়লাফেলা

গাড়ীতে গরুর গাড়ী ও ছক্কড়ের পেছনে বোসে যেতেন, এক দিন প্রাটাক ও ভান্‌পিটে ছেলে তাঁর গায়ে খুঁতু দিয়ে, গাড়-
য়ান পেছ ভারী বলতে গাড়য়ান তাঁকে চাবকে দেয় বাবুর তাতে
মান বাড়ে আর তিনি সেই খাতিরে গাড়ীর পেছনে বসা কেমন
সুখ জেনেচেন। আর একটা কথা মনে পড়ল সেটিও মজাদারী,
গাটকাটা হবাচক্ষ উকীলের গবাচক্ষ আটিকেল ক্লার্ক আছে,
ক্লার্ক বাবু বড় সোখীন তাঁর একটু গরমি সময় না, নিয়মিত অটো-
লিকার ভেতর মুছাঁ যান, এ জন্যে তাঁর ঘরের ছাত খোলা, লিখেন
খোলা, তিনি জামাতে দরজা জানলা রাখেন আর গাড়ীর খড়্‌খড়ি
রাখেন নাই। ক্লার্ক বাবু নিলেমে এক খানা ময়লাফেলা গাড়ী
কিনে ছিলেন, তার চারদিকে চারটে ভাণ্ডা, তার ওপর একখান
ঢাকনী তুলে দেওয়া যায়, একুনে এই সরঞ্জামে এই ঠাটের নাম
গাড়ী, রাখেন। জেয়াদা বৃষ্টির সময় ঢাকনীর ওপর পাল ঢাকা
হয়, ভাণ্ডার কঁাকের মধ্যে ছেঁড়া খোলার পরদা গড়ে, সেই
সময় বাবুকে ঝাঁচাঢাকা এক রকম চিড়িয়া বোধ হয়। ঝাঁচার
উপযুক্ত বাহনটীও মিলেচে, সেটা চিনে খুঁজে নিতে বাবুকে অনেক
কষ্ট পেতে হয়ে ছিল, সেটা একটা ফরমেজে গাধার বাচ্ছা,
বাবু তাঁকে শুভ চক্ষে ঘোড়া দেখে থাকেন, তাতে কেউ তক্রার
করলে, বাবু তাঁকে 'ভুমি কানা, তোমার কোন পুরুষে ঘোড়া
চেনে না' বোলে খেদিয়ে দেন, তাতে একএক সময় বাবুর চার
দিকে এত লোক ঘিরে দাঁড়ায়, এত ফুসফুসনি, গুজগুজনি, টিট্-
কিরি হতে থাকে, এত, 'লেগে যা ফেল্লেগে যা, নাচে রে মল্লয়ার'
বুলি ওঠে, যে বাবু তাতে সাধ্যমত চ্যালজ কোরেও শেষ
সইতে না পেরে যেন 'ধুনর গন্ধে মনসা নাচের মতন ফেপে ওঠেন
বাবু যত ফেপে ওঠেন গোড়া মিন্‌ঘেরা ততই ঠাট্টামকরা
করে। বাহনটী আবার ফ্যাপেন, তিনি হেলতেছুলতে বেটুয়ার
দুল্কি চালে এক পা যান্‌চার পা পেছন, মধ্যমধ্যে কোলুর যানি
ভেবে পাক্‌ দেন আর থেকেথেকে গোঁ ধরেন, হয়ত একএক
বার মাতালের মতন বেহুঁস্‌ হয়ে কুঁপোকাৎ। বাহনটী মান
করলে সে মান ভাঙ্গা বিষম, কোচমানের চক্ষুস্থির, কোচমান
গায়ে হাত বুলিয়ে, চুমকড়ি দিয়ে, মিষ্টি কথা বোলে, মান ভাংতে
দুতীগিরি করে, বাবু তাতে যুটি দেন, পরে 'অনেক সাধ্যসাধ-

নায় বাহনটা গা ভোলেন, কোঁচমান তার মুখ ধোরে হুড়্‌হুড়্‌ কোরে টেনে নিয়ে যায়, বাবু কৌচবাক্কে উঠে রাস্থ করেন। ক্লার্ক বাবু আইন দেখে অনেক ঠাউরে বেছেবেছে গাড়ীঘোড়া পেয়ে ছিলেন, তাই তিনি 'লাইসেন্স' আইনকে জঙ্গ কোরে-চেন, বাবুর কাছে এই আইনের কোন ধারা খাটে না, এ জন্যে সাউথোড্ সাহেব তাঁকে বাঘ জ্ঞান করেন। সাহেব চুরিতে বড় বেজার চুরি কেমন তা জানেন না!

এখন ৪০ টাকার কেরানী একখান গাড়ী রেখে থাকেন, তার ৩০ টাকা গাড়ীতে যায় বাকী টাকা কল্লীশাগ আর বুকড়ি চালে 'সোপারদ' হয়। একজন, কেরানীর ভাগে গাড়ী আছে। কেরানীরপো অনেক টাকা মাইনে পান, নগদ ৫০০০০ টাকা এ ছাড়া তাঁর বখরায় একটা আড়ৎ আছে। তাঁর ছোট ভাই সেই-আগিসে ১০ টাকা মাইনে পেত, তাতে তার মাকে খেতে দিতে হতো বোলে এই কটা টাকাতো জুঁটিত না, বড় দাদা 'বাগের পরিবারকে' খেতে দেন না। এমন অনেক বড় দাদা, মেজ দাদা, আচেন যারা এই বড় দাদার দোসর্, বড় দাদার আবার বাবা আছে, তিনি ছেলেকে ভেন্না কোরে দেন আর রাঁড়ের ছেলে কি চতুর্থ পক্ষের সংসার নিয়ে বুড়খোকা হয়ে ঘরকন্না করেন, কল্‌কেতার এ একরকম নীলে। বুড়র স্ত্রী, বুড়কে জুজু বানান। ছোট ভাই মাইনে বুদ্ধির জন্যে দরখাস্ত করে, সাহেব বলেন, তার টাকার দরকার কি? সাহেবদের সংস্কার আছে যে 'আগ্নি আর ক্লোপী' এ বই পৃথিবীতে কেউ আপনার নয়। ছোট ভায়া উত্তর করে 'আমি মাকে খেতে দিই' সাহেব ব্যাঙরা শুনে তার মাইনে বাড়িয়ে দেন।

হরিবোল! আমাদের সে কাপুড়ে বাবু কোথায় লুকলেন? অনেক ক্ষণ হলো আমি একজন কাপুড়ে বাবুর মুরগি পোষার গগণ কইতে ছিলাম, কইতেই তিনি অধমার হাত ছেড়ে কোথায় গলানেন, এখন তাঁকে খুঁজে পাওয়া ভার। রোসো একবার খুঁজে দেখি, এই যে গো আস্তাবোলে লুকিয়ে, এখন কি হয়? কাপুড়ে বাবু বেরলেন। কাপুড়ে বাবুর ঘোড়াটির ব্যামো হলে, গাড়ীটি ভাঙলে, তাঁর স্বশুরবাড়ী থেকে সে সব ধার কোরে আনেন তাতে সুদ লাগেন না। কাপুড়ে বাবুর স্বশুরবাড়ী বন-

অবস্থানগুলি হাবভাবে মোহিত করিতেছে, বিচিত্র পতাকা
 তাদের শীরোভূষণ হয়ে অনিল সহযোগে চারু কম্পিত, ক্ষণ
 বিশ্রাম প্রাপ্ত, কখন বা মনের সাথে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে,
 যে রকমে ইচ্ছা সেই রকমে, হেলেছুলে, ফরফর্ ধ্বনিতে
 দোড়লামান হতেছে। জাহাজের সাজ ও পতাকার রঙ্গ দেখে
 বোধ হয় যেন কোন মনোহারিণী রমণী কুহকজাল পেতে
 বনিকদের ভাণ কোরে ডাক্চে। ঐ সরসীর কূলে একধারায়
 শ্রেণীবদ্ধ মিশ্রবর্ণের বালহংস শ্রোতের সঙ্গে সানন্দে ও
 নিঃশঙ্কে ভেসে বেড়াচ্ছে, বোধ হচ্ছে, যেন গজ্জার কোমল
 অঙ্গে হাসকুল ফুটে ভাস্ছে। বকেরা দুঃক্ষেণেনিত অতুল
 সজ্জায় ধীরেধীরে পাদক্ষেপণে আহারাহেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ
 কচ্ছে, কখন বা আকাশপথে উঠে দূরবীক্ষণ-দৃষ্টিতে আচম্বিত
 জলস্থ মীনকে ধরতেছে। তটিনী তটে রাজহংস স্বর্ণযুখে ধব-
 লাঙ্গ শোভায়, মদোন্মত্ত মুঠাম গতিতে মন হরণ করতঃ আনন্দে
 কলরব করিতেছে, কখন জলে ডুবছে অমনি যেন রঙ্গ কোরে
 হাবুডুবু খেয়ে ভেসে উঠ্চে। পক্ষীর রব, বাহিত তরীর সাঁসাঁ
 নাদ, কলের হোঁস্‌হোঁস্‌ গজ্জ্বলন, উড্ডীন চামুচিকার কিচ্-
 মিচ, ও ট্রুং প্রিং শীশ, জলের কলকল ধ্বনি, আর বায়ুর ফিস
 ফিসনি, শুনে আমার মন ভরপুর মোজে গেল। গজ্জার অপর
 পারে পাদপের বাহার, শূন্যভরে নীলাম্বুর ছটা, তন্মধ্যে সূর্য্য-
 দেবের পরিহাস ও লুকাচুরি আর তীরস্থ নব দুর্বাদলের লাভণ্যে
 আমি ভুলে গেলেম। ভাগীরথীর অপর তীরের কলযন্ত্রের
 আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য কীর্ত্তি, আমার মতন অল্পমতিকে শিখাচ্ছে
 যে, 'দেখ, এই কীর্ত্তিরানি তোমাদের নয়, এ যখন তোমা-
 দের হবে তখন তোমার দেশের ত্রি ফিরবে, তখন তোমরা
 স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদঙ্গম করবে। যত দিন তোমরা
 কলযন্ত্র ও বাণিজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বে অনভিজ্ঞ থাকবে, যত দিন
 উৎসাহ সাহস ও ঐক্যতার ফল সম্পূর্ণ ভোগ না করবে, যত
 দিন পুরুষ-পরম্পরায় নিয়ম ও সামাজিক আচারের দাস থাকবে,
 তত দিন কেবল দাসত্বশৃঙ্খল বহন কর।' এমন সময় সেই
 ঘোজের মতন নাবাল ভূমি আমার চোকে ঠেকলো, তা
 দেখে ভাবলেম, 'যে 'হায়' কি দুর্ভাগ্য! তোমার অদৃষ্টে আর কত

যজ্ঞগা আছে? আহা! তুমি যেন মাতৃহীন শিশুর মতন পোড়ে পোড়ে 'হেতুর্ক'! তোমার পাপ কবে মোচন হবে? কবে ত্রুষ্টিরা তোমার দূরবস্থার সংস্কার করবে? কখন তোমার বন্ধ-স্থল বলবীৰ্য্যে উচ্চ ও প্রসারিত হবে, আর তোমার আশ্রয়ে শতশত লোক নিত্যনিত্য সোজা গথে চরণ চালন করবে? এখন তুমি কেবল দুর্গন্ধ পাক ও জঙ্গলের আধার হয়েচ, কিন্তু তোমার অদৃষ্টে ফিরলে, তোমার আশ্রয়ে বাণিজ্যের সুবিধা হবে।' মনেমনে এমন কল্পনা কচ্চি, সেই সময় সেই তাজ্য হতভাগী স্থলে এক অদ্ভুত পদার্থ দেখতে গেলেম। জগদীশ্বর যে কখন কাকে আশার অতীত ফল দিয়ে মনের মালিন্য দূর করেন ষাঁর অকৃত্রিম আশ্রয় প্রেম ও আশীর্বাদে আমরা দৈহিক ও মানসিক পীড়া খরী কোরে স্নেহের মধুর রসে, ধর্মের ভক্তি রসে, দয়ার আর্দ্র রসে, বিচলিত মনকে সুস্থির করি তা আমরা পূর্বোক্তে স্বপ্নেও জানুতে পারি না।

আমি যে অদ্ভুত পদার্থটি দেখে ছিলাম তা একখানা খাতা, বোধ হলো কোন অসাবধানী বণিক ভ্রমক্রমে তা ফেলে গেচে, কিন্তু তা কি, জানুবার জন্যে 'আশাবাহী' ভূপ্তীছায় আমি অতি কষ্টে নীচে নামিয়া খাতাখান তুলে নিলেম, পরে ওপরে উঠে তা খুলে দেখি যে সেখান হিসাবের খাতা নয়, তার লেখা দেখে তখন বোধ হলো যে নরমাল স্কুলের কোন ছাত্র মনের খেয়ালে নানা বিষয়িনী রচনা করেছে। কাল কারু দাস নয়, উল্লেখিত নানা বিষয়ে মন সংলগ্ন থাকায় সায়াংকাল যে উপস্থিত হয়েছে, এমন কি ষোড়শ কলায় সেজে নিশিপতি নিশীথিনিকে কোলে কোরে বোসেচেন, তাতে সগভ্রী তারকাদল অভি-মানে গাঢ়াকা দিয়েচে তা আমার কিষ্টিৎ বিলম্বে স্মরণ হলো। যে মাত্র আমার হুঁস্, হয়েছে অমনি কুহকিনী যামিনীর নির্দেশে মায়া-রূপ বিশাল পাশ তৎক্ষণাৎ আমার বিদ্যাবুদ্ধি চমকে দিলে, আর আমায় ঐ পাশে জড়িয়ে হড়-হড়-কোরে টানতে কোথায় যে নিয়ে চল্লো—পরে দেখি আমি বাড়ীতে এসেছি। বাড়ীতে এসে খাতাখান উল্টেগালতে দেখি ব্যাণ্ডারখান কি। পাত উল্টান যা, ঘূমনও তা। ঘোষেদের ছেলের বড় আটা, ছেলে রাতদিন পড়ে অর্থাৎ আড়কাট না দেখে পাত ওলটায়,

বাগ মেনু করেন বাছার কি পড়ায় যত্ন, বোয়েতে মুখেতে
 লেগিই আছে। বুঝলেম' গাত উলটানর কর্ম নয় একটু
 একটু গোড়ে দেখি, ক্রমে গড়া বেড়ে যাচ্ছে, গড়তেগড়তে
 ফস কোরে বেরিয়ে পড়লো। কি ? একটা মজাদার গল্প,
 কিন্তু কে লিখেচেন, তামাম খুঁজে কিছুই ঠিক করতে পার্লেম না।
 গল্পটির নাম 'সচিত্র গুলজারনগর।' আমি ঐ পিতৃহীন অপত্যকে
 কুড়িয়ে পেয়ে সস্নেহে তাকে লালনপালন করতে লাগ্লেম,
 দুঃখের বিষয় অপত্যটি কারু সঙ্গে মেশে না, বড় স্বাধীন একটু
 অসইরণ সহিতে পারে না, তাতে ভয় হয় কখন কোন্ ডান-
 পিটের হাতে গোড়ে শিকের হুলে মরে। আমার এখন শেষ
 দসা, বেঁচে থাকতে থাকতে এটিকে মশাইদের হাতেহাতে সঁপে
 দিলেম-কুপাকোরে এর দোষ গ্রহণ করবেন না। এখন আমি
 বিদেয় হই আপনার। এটিকে নিয়ে ঘরকণা করণ।

• ভাঁড়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমাদের নায়ক হাবুডুর খেয়ে

খুঁটে খেতে শেখেন।

রাত দুইপ্রহর, চরাচর প্রায় সকলেই নিশুত, বোধ হয় কেউ বেঁচে নাই, কেবল গোছার কঠিন-প্রাণ জোনাকপোকা, উই পোকা, চোঁড়াগাধা, কালপেঁচা ঝিঁঝিঁ ঝুনঝুন, কর্কশ শ্রনি, ও গজনে, রাতটা সরগরম করবার উদ্যোগ পাচ্ছে কিন্তু তাদের চেঁচা কাটিবোরালের সাগর বাঁধার মতন রুখা হচ্ছে। দৈবাৎ কার বাড়ী একটি কচি ছেলে বেঁচারালের ঝকড়ার বোল্‌ শিখে ন্যাকা কান্না কাঁদচে, তাতে ছেলের মা 'ও আয়রে' বোল্‌ চাপড়ে ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছেন, এক বাড়ী থেকে চাকর বাবুরা বেরলেন আর একজন চাকর পালা মাকিক্‌ অমনি দরজা বন্ধ কলে, এ ছোট পদের বাবুরা চোলে গেলে রাত্তা একেবারে নিশুত, খালি একজন দোকানির নাক ডাকাতে ওপরতলার বাবুর রাখিত মেয়েমানুষের শ্রম ভাজাতে বাবু এক নাদনা হাতে কোরে মায়বার সাজে দোকানিকে কড় কাছেন, আর এক বণ্ডীতে এক বাবু ইয়ারকির হৃদ কোরে ফিরে এসে সদর দোর ঠাংগাচ্ছেন, তাতে বোধ হলো যেন ডাকাত গোড়ুলো। রক্তধুমির এ রক্তী ছেড়ে গলে আবার সকলি নিশুত, কেবল থেকথেকে হেথায়সেথায় চোরের মাসভূতভাইদের হাস্য রব শোনা যাচ্ছে; চারিদিক নিবিড় অন্ধকার, ঘুরঘুটে অন্ধকার, কেবল বড়রাস্তা ফুট্‌ ফুট্‌ কছে, গুলি ঘুঁজিতে মূলে আলো নেই, সেখানে চোরের গোয়াবারো। রাত্তায় জনমানবের লাড়ানুড়া নাই, কেবল গলিঘোঁজে দুএকজন অষ্টরস্ত্রাভবিষাতি-গোচ বারকট্‌কা বাবুকি ঠাকুরদাদার বাণের বইলি আইবুড় ছোঁড়া, ফুল-ফুল কছে, উপরের বারঙা পাখে উকিঝুকি মাচ্ছে, আর একবার যেম্‌ কনুশলসানের চোটে ঝাঁক্‌ কেতাদোরস্ত

গল্পাখেকরি দিচ্ছে । হয়ত এই বারাণ্ডা থেকে ‘প্রেম করা নয় মানুষ মারা’ রকমারি গান উঠে, ছোঁড়ারা সেই সূত্রে কেতাদার পাণের দোনা প্যালা দিচ্ছে । কোথায় একজন পেঁচি মাতাল নর্দমায় পোড়ে খাবি খাচ্ছেন, থেকেথেকে তাঁর কাছে কুকুরটা-আসটা ঘুরিয়ে এসে তাঁর মুখ চাটাতে, প্রেয়সী জ্ঞান তিনি তাকে ধোরেন, তাতে কুকুরটা দুঃশীল। স্ত্রীলোকের মতন তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা দিয়ে শেষ দস্তাঘাতে তাঁর রক্তপাত কচ্ছে । সরগ্রমের মধ্যে এই, আলোর মধ্যে জোনাকের শুহোর আলো, উক্কাপাতের চকিত আলো, গলি মোড়ে টিম্টিমে তেলের আলো । বার বছর পূর্বে নগরের চিত্র এর অপেক্ষা বিদকুটে ছিল । যেখানে এ দেশের এক প্রধান কর্মচারী আপন অকর্মণ্য নাম স্বার্থক কচ্ছে, যেখানে কীর্তিস্তম্বরূপ বিডন্ ইয়্যুটি সেই কীতিধরকে ঠাট্টা কচ্ছে, আর যা ময়লাটোলার প্রথম অজরাগের দৃষ্টান্ত দেখায়, ভেবে দেখলে কিছু কাল পূর্বে এ স্থান কি ছিল ? আমরা এ স্থানকে মাখনগুলার গলি বলতাম । এই গলিতে যেকত খুন, গলায় দড়ি, বিষ খেয়ে মরা, কত ভয়ানক চুরি, সিঁধ, দাঙ্গা মাতলামি, ঢলাঢলি, অবাধে হয়ে গেছে ধরাও পড়ে নাই তা স্মরণ কল্পে গা শীউরে ওঠে, এমন কি কেবল বক্না গিয়ারীর নামে জ্বর আসত, হাবসী মাখায়ের নামে রক্ত শুকাত আর ফলনা হাক্ হিঁদুর নামে পুঁটুকি পর্য্যন্ত চুঁইয়ে যেত । তখন এ স্থান স্কুলের ছোকরাদের মারামারির আড়ন ছিল, হাবসী মাখাই, খুনে গোকুলো, গুল্জার নগরের মাখালো মাখালো লোক । স্কুলের বওয়াটে ছোঁড়াদের হাতে তাঁদের ভানহাতের ব্যাপার নির্বাহ হতো, সন্দের পর তাঁরা রাস্তার রাজা, সেই সময় তাঁরা লোকের লাঠিগাছটা, উড়নীখানা, ঘড়ীটে, কেড়ে-নিয়ে, পিক্‌পকেটি কোরে, নেসা ও বদকেয়ালির খরচ চালাতেন । বড়মানষের ছেলেরা এঁদের ছাওয়া দেখে ভরাত, কটিকাচকা ছেলেপিলের গিলে চম্‌কাত । হিন্দু স্কুলের ছোকরাদের সঙ্গে সংস্কৃত কালেজের ছোকরাদের ষে দিন দাঙ্গা হয় তাতে হাবসী মাখাই হিন্দুইস্কুলের পক্ষে ছিলেন, সংস্কৃত কালেজের ছোকরারা দুজন তালপাতা সীং ভাড়া কোরে আনে, তোখর-মারামারি বেধে যায়, তালপত্র সীংরা দুএকটা খাবড়া খেয়ে

ভাগেন আর তাঁদের মনীবদের টিকী কাটা যায় । হুপসী মাখাই মাখনগুলার গলিতে থাকত । যে অপূৰ্ণ ফোয়েরে, আগনারা বৈকালে বসিয়া আপিসের ইসফাসানি, অলস জীবনের ঢিলঢিলেমি দূর করেন, কিম্বা হাওয়া খেয়ে বেড়িয়েচেড়িয়ে জুখা রুজির চেষ্টা করেন, এই মনোহর স্থান তখন দ্বিতীয় নরক ছিল । তথায় কেঁদোকেঁদো বাড়ীগুলানীর কার্দানীতে যমরাজ অস্থির হতেন । গলাকাটা-হরর নাম কে না শুনেচেন ? বকনা-পিয়ারীর ময়নাগণা, দাপট, গলাবাজী, আজও জাগরুক আছে । মাঠশুদ্ধমে যে খানে নিম্ন গাছ ছিল বকনাপিয়ারীর সেই আস্থানা । বকনাপিয়ারী সে পাড়ার মোড়ল, জাল-জালিয়াতের মূল, আর ঝকড়া গলগোলের জাঁদরেল । তার দাপে হাঁড়ী ফাটত, পদক্ষেপে ভূমি কাঁপত, চিৎকারে গর্ভপাত হতো । সে চোক রাঙ্গালে পীরপাকম্বর কেঁচো হতো । বকনা-পিয়ারী ঝাঁটা হাতে কোরে ছেঁচের নীচে দাঁড়ালে হাপসী মাখাই পর্যন্ত পালাতে পথ পেত না । জমীদারের লোকে কেঁদেককিয়ে, কখনকখন পায়ে ধোরে বকনার ভাড়া আদায় কোরত তাতেও, ভাড়ার সঙ্গে দুএকটা লাখীটাআসটাও আদায় হোত । বকনাপিয়ারীর প্রজারা অউমীর পাঁটা, ভাদের সিকি পয়সা ভাড়া বাকী রাখবার ঘো নাই, বেশীর ভাগ মাস ফুরালে তা একদিন দিতে দেবী হলে, বকনা ভবল ইক্টরেই সমেত তা আদায় কোরত । একখান বড় আগবোঁটি পিয়ারীর ব্রহ্মাস্ত্র ছিল, ঝকড়ার সময় পিয়ারী এই বোঁটি জারি কোরত এ ছাড়া গালাগালি, কীলকীলি, ভেঁউচন, খেংরাণ, ৫৬ পুরুষ তোলা, মস্ত পোড়ে বিষ ঝেড়ে দেওয়া, বুকো হাঁটু, খুতু দেওয়া, চুন্সের মুটি ধরা, খিম্চান, আঙ্গুল মটকে গাল দেওয়া, প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র আবশ্যিক মতে ব্যবহার কোরত । দোকানীগসারী বকনাপিয়ারীর নামে লাভ কোরত না, যদি কেউ অজ্ঞানত খারাব জিনীস দিত তা হলে তার বাপের রফা ছিল না, তাতে বিবাদ হলে বকনার যে জিত হতো তা আর বিচিত্র কি ?

বকনার কেমন চেহারা, আগনাদের মনোমনে জানুতে ইচ্ছে হচে । বকনা পিয়ারী দীর্ঘে সচরাচর স্ত্রীর মতন কিঞ্চিৎ খর্ব, আড়েলঘায় একুনে কালী কোরে সে তিলভাণ্ডেশ্বরের ন্যায় মোটা,

যাঁরা এই আশ্চর্য্য অবতারের দর্শন-সুখে বঞ্চিত আছেন তাঁরা গিয়ারীকে একটা মাংসপিণ্ডের ঢাকাই জালা কল্পনা করণ । বকনাপিয়ারী ঘাড়েগর্দানে এক, তার ঘাড়ে এক থাবা মাংস কুঁচকে শোভা পাচ্ছিল, মাথার চুল প্রায় ভালুকের লোমের ন্যায় মোটা ও খসখসে, কপাল সৈঁধন—ভ্রু—চোখ কুটুরে, খাঁদানাক, আবার সেই নাকের নীচে বেস একটু শূয়াকাঁটার মতন গাঁপ, আর তার দাড়িতে একটা তাঁটার মতন আবু ছিল । তার দাঁতগুলি আমাদের দাঁতের দুগুণ, ঠোঁটজোড়া আধ ইঞ্চি পুরু, যুগল পাদপদ্ম কুড়ুলের মতন গড়ন সুধু তার চেয়ে ভেড়া লম্বা আর ভল চোড়, আর রং কুচুচে আঁধারে ।

রাত দুইপ্রহর, বকনাপিয়ারীর এলাকার মধ্যে এক জীর্ণ কুঁড়েতে বকনাপিয়ারী হাতপা নেড়ে চোখমুখ রাঙ্গিয়ে আসফালনু কচে, পোকাখেগো ভাঙ্গা এঁবো তক্তাপোষে হাড় পাঁজরা বেরণো শুষ্ক মাংসের এক নরাকার অসাড় পদার্থ পোড়ে আছে । নিকটে একটা রুদামান বালক বক্ষঃস্থলে হাত দুটা রেখে মাথা হেঁট কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে । ক্ষণ বিলম্বে এক অশ্রুট কর্কশ স্বর শুনা গেল,—‘হা অদেব্-ট—ছেলে-র কে-উ নেই, এত কব-ট—এ কে ? উঃ উঃ খুন কল্লে তো-ও-ম্-রা-আ—’ভয়-স্বরে এই বলতেই সেই জীর্ণ দেহ তক্তাপোষ হতে যেমন ওঠবার উৎক্রম করবে অমনি ধুপ্ কোরে সেই তক্তাপোষের ওপর পোড়ে গেল, আর কোন শব্দ নাই, সকলি স্থির, এ মনুষ্যের দেহ মাত্র পোড়ে রইল, জীবন পরলোকে পলালো । আর সেই দণ্ডে যে বালক এত ক্ষণ কেবল ফুকুরে কঁাদ ছিল, পাণীয়সী বাড়ীওলা-নীর তর্জ্জনগর্জ্জনে যার মুখে একটা কথা ছিল না, যে তার প্রত্যেক ভৎসনায় শিহরে উঠেছিল, সেই বালক সকল ভয় অগ্রাহ্য কোরে এ গভায়ুঃপ্রাণিকে সম্মুখে আলিঙ্গন কোরে উঠেঃ স্বরে কেঁদে বললে ‘বাবা’ আমায় ফেলে ভূমি কোথায় যাও ? আমার দশা কি হবে ?’ বলতেই খুলায় লুপ্তিত হতে লাগল । সেই সময় সেই পাষণ্ড-হৃদয় স্ত্রী যে জন্মাবধি শোক কাকে বলে, স্নেহ কাকে বলে জানে না, ধর্ম্মের কেমন মহিমা এই সময় সেও স্তম্ভিতা হলো, কিন্তু তার বজ্রের ন্যায় কঠিন হৃদয় আত্ম হলো না আর সে নিজ মূর্ত্তি ধোরে ‘মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা’ দিতে

লাগল। ঐ দুশ্চরিত্রা কৰ্কশ স্বরে বোলে উঠল 'বেঁরো, চুপ কর বোল্‌চি নইলে তোকে তোর বাপের পতে পাটাব।' বালক কান্দে হস না, ঐ পাতকিনী তা দেখে জ্বলে উঠল এবং আক্রোশে পিছু-হীন বালকের নড়া ধরে টেনে সরোষে বলতে লাগল যে, 'তুই তোর মরা বাপকে এখুনি বের কোরে ফ্যাল বোল্‌চি, নইলে নাভীয়ে তোর সিরডাঁড়া ভাংবো।' তখন বালকের হুঁস হলো পিতার সৎকার্য্য করতে হবে, কিন্তু উপায় কি? একে একা, তাতে এক পয়সা নাই, বালক বকনাপিয়ারীর পায়ে ধরে বলতে লাগল 'আমার কেউ নেই গো, কিছু নেই গো, তুমি আমার মা, এ বিপদে রক্ষে কর, বাবার যাতে সৎকার হয় তা কোরে দাও এই ভিক্ষে চাই—বাবাগো কোঠায় গেলে?' (রোদন) তখন ঐ দুষ্টার উগ্র-মূর্ত্তি দেখে কে? ক্রোধ ভরে তার সৰ্ব্ব শরীর স্পন্দিত হলো চক্ষুদিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরতে লাগল, দাঁত বজ্রের মতন কড়মড় করতে লাগল, লোচন চক্কের ন্যায় ঘূর্ণায়মান, নিশ্বাস কামারের জাঁতার মতন বেগে বহিল, আর সে মারবার সাজে ধম্কে উঠল, 'যা যা মড়া নে দূর-হ, তোর ন্যাক্রামি রাখ, জানিস্ তোর বাপের কাছে চোদ্দ দিনের ভাড়া পাব? তার আদায়ের সঙ্গে খোঁজ নেই ছোঁড়া কি না বলে ওর বাপের শ্রাদ্ধ কর, আমলো।' সৌভাগ্যক্রমে এই গোলযোগে জনেক প্রতিবাসীর ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে, তিনি গোলযোগের কারণ জানুতে পেরে দয়া করে বালকের হাতে কিছু টাকা দিলেন আর জনকৃত দেশী মুদফরাশ (টবক্ষব) ডেকে মৃত দেহের সৎকার্য্য করালেন।

পর দিন সকালে বালক পিতার দাহাদি সাজ কোরে ফিরে আস্‌চে, আস্‌তেআস্‌তে ভাবচে, 'কোথায় যাই, কি করি, আমার বাসায় যাবার কোন উপায় নেই, গেলে বাড়ীওয়ানী এবার খুন করবে, যিনি বিপত্তির সময় এমন উপকার কল্লেন তিনি সুখে থাকুন, আমি কোন্‌ লজ্জায় আর তাঁকে ধরি, উপায় কি? দেখি ডাকুবারু যদি কিছু দয়া করেন।' ডাকুবারুর বাড়ী সিমলে, বাবু ম্যাক্‌কাট্‌থ্রোটের বাড়ীর মুছাদি, হোসে আমদানীর কাষটা বেশী, রপ্তানী না থাকার মধ্যে, এজন্যে বাজারে একটা কাঁটা হলে, বাবুর স্বরকার, চাকর-বাকর, গোসাই, প্রভৃতি শ্রমত

চোরে মসুরি বাঁটার দরুন কার টিকের কড়ীও হয় না। ভাকুবাবু
 বৈঠকখানায়, (সাক্ষাৎ ভেটেরাখানা) ময়লা, তুল বেরণ, ছার-
 পোকাপোরা তুকিয়ে হেলান দিয়ে হুকয় একটা বড় ভেঁপুর
 মতন কলাপাতের নল লাগিয়ে ভড়ৎ কোরে তামাক খাচ্ছেন,
 একএকবার কাস্‌চেন, আর ঘরেই থুতু ফেল্‌চেন, কাছে একটা
 দস্তার নশ্বদান আর একখান ভাজা চসমা পোড়ে আছে।
 বাবুর বয়েস কিছু পাকল হওয়াতে মাথার চুলগুলি রূপবাঁধান
 তার মাঝে থেকে একটা নারকেলের শীশের মতন বোঁটা,
 বেরিয়ে ঘাড়ের দিকে পোড়েচে, দাঁতগুলি অধিক খসে পড়েচে
 বাকী সরলেই হয়, তাঁর নাকে তেলককাটা। একজন খোসামুদে
 অন্তরঙ্গ (অন্তভেদী ঘরসজ্জানে) 'গাঁরে মানে না আপনি মোড়লে
 হয়ে ফবল দালালি কোচ্ছেন আর অন্যের ফি কথায় ঠোঁকর
 মাচ্ছেন, জনকত ছকড়া গাড়ীর বেহেঁজ মড়াখেগো দালাল,
 তিসির নমুন খুলে বসে আছে, ওর মধ্যে একটা বাজাল, শিফে-
 নবিস্‌ দালালদের সরিয়ে দিয়ে বরকোনের মতন বাবুর হাতে
 হাত দিয়ে দুএকবার ফিশ্‌ফিশ্‌ কোল্লে, ভদ্র লোক তা হঠাৎ
 দেখলে মনে কর্তে পার্‌তেন বাবু বুড় ইয়ার, দালালের সঙ্গে,
 তাঁর কিছু রকমসকমের ইসারা চল্‌চে। বাইরে কতকগুল যাচন-
 দার, ভোলদার, মুটের সন্দার, বস্তাবন্দ, ওগায়রহ হজুরের
 হুকুম প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় বালক বাবুকে
 নমস্কার কোরে যোড় হাতে দাঁড়াল। বাবুর নজর লাগে না, অনেক
 ক্ষণ পর বাজাল দালাল 'কাণ্ড তুমি?' বোলে বালককে জিজ্ঞেস
 কল্লে, বালক সজলনয়নে সকাতির পরিচয় দিলে, যে সে বাবুর
 চাকর, মনসারাম দালালের ছেলে, তার বাপের কাল্‌ হয়েছে,
 তার কেউ নাই, কিছু নাই, বাবু তার মা-বাপ (এককালে) তার বাবু
 মাত্র ভরসা। পরিচয় শুনে বাবুর বিন্ময় হলো, বাজালকে জিজ্ঞেস
 কল্লে, 'মনসারাম আবার কে?' বাজাল উত্তর কল্লে, 'ওঃ অয়
 কুর্তী, মুইয়ে জানি মুশাই, মনসারাম বলে সাই নোয়া, গোর বর,
 আ সাংসারে দালালির ওমেদার ছিলো, ক্যান্ড সায়া কাযকোর্ম
 কিছু জাম্‌ভু না।' বাবুর তবু মনে পড়ে না, বালককে জিজ্ঞেস
 কল্লে, 'তোমার নাম কি? বালক 'হেমাঙ্গ বসাক' বল্‌ বা মাত্র বাবু
 মুখ সঁট্‌কালেন। তখনকার মুচ্ছদ্বিরা ভাবী হিঁদু ছিল, বিদেয়

স্থানে অনুষ্ঠান বিরাজ করায় বাম্ণাই ফলান তাঁদের কাছে সহজ ছিল, তাঁদের হোসে অনেকগুলি বোল্ডে বাম্ণাই মিশায়ের পুষ্টির মধ্যে কেউ বাবা, কেউ বোনাই বোল্ডে, সেখানে কোম্পানির চাকরির মতন চিরকাল প্রতিপালিত হতো। মোমের মধ্যে মুছদিরা কুড়ের সন্দার আর খোসামদের বস ছিলেন, বাবুর রায়ে যে অম্লান মুখে পদেপদে ভিটো দিতে পারতো তারই কপাল জোর। ডাকুবাবু বালকের পরিচয়ে মুখ স্টেটকানতে তাঁর দয়ার দোড় প্রকাশ হলো, বালক ব্রাহ্মণ হলে বাবুর কাছে গ্রাহ্য হতো, কায়স্থ হলে কিষ্টিং ভরসা থাকত, কিন্তু নবশাক জাতির জন্ম কি হয়? বাবুর মুখে কথাটা নাই, বালক কিষ্টিং প্রার্থনা করতে উদ্যত এমন সময় আগিসের দরয়ান এক চিঠি নিয়ে উপস্থিত। ডাকুবাবু চিঠি পোড়ে দালালকে খিচিয়ে উঠে বললেন, 'সাহেব মাল তদারক কোরে লিখেচেন যে পাঁচ পরসেন্ট যা সওদা হুয়ে ছিল তাতে আট পরসেন্ট খাদ বেরিয়েছে, আচ্ছা গ্যারান্টি আছে শেষে টেরটা পাবে।' দালাল জেনেশুনে চোরের মতন হয়ে রইল, বাবুর যে সওদাতে গুচত্ব আছে, তা ছাড়া বাবুর আত্মীয়দের ওজনসরকারের, 'আর পুষ্টির মধ্যে ব্রাহ্মণের, যেমন কোরে হোক কিছু চাই, দালাল তা সব জানে, মহাজনত লোকান করতে বাবসা করে না সুতরাং মাল যে ৫ পরসেন্ট না হয়ে ৮ পরসেন্ট হবে তার আর বিচিত্র কি? যা হোক ডাকুবাবু যদিও সাহেবের চাকর নন, বাবুর টাকায় সাহেবের আগিস্ চলে (বাঙ্গালী এমন অব্যবসায়ী) তথাপি বাবু হাঁফাতেহাঁফাতে মাল তদারক করতে চললেন, যেতেযেতে বাবুর কাছা খুলে গেল আর সেই সময় বাঙ্গাল দালাল লগ্নমাফিক হেঁচে ফেলাতে বাবুর রাগ বরদাস্ত হলো না—বাঙ্গালকে শকার বকারে একাকার কোরে, কেঁয়েরাম সার গদিতে গেলেন। বাবু যদি জেলেন বাবুর গয় গবাক্ষগুলিও ভাগল, আর বাবুর খান্সামা হেমানকে তাড়িয়ে দিয়ে বৈঠকখানা বন্ধ করলে।

ডাকুর জনসন বলতেন যে বন্ধু মলে কেউ কিছু কুলের পিটে কম থাকবে না। পেট এক দারুণ জমীদার, এমন পাণ্ডিত্য অনেক আছে যে স্ত্রীপুত্র খেতে না গান্ আপনার পেটটা ভরলেই

হলো, পেট নীলকরদের চেয়েও ইচ্ছায়ের উপর অধিক পীড়ন করে, পেটের জ্বালায় জাতমান ধর্ম কিছুই থাকে না। তানু সানের গানে, অরফিয়সের তানে, কি নারদের বীণায়, শুদাস্তের মানি উৎসন্ন হতে পারত, কিন্তু পেটের জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হয় না, এ জ্বালা পুত্রশোকের বাড়ী। ক্রমে বেলা হচ্ছে, হেমাঙ্গ বসাক শোক পেয়েও ক্ষুধায় কাতর, গৃহস্থের বাড়ী যান সেথা দুটি চাল দিতে চায়, বড়মানুষের বাড়ী যান দরয়ান গলাধাক্কা দেয়, অনেক ঘুরতে বেলা হয়ে গেল, শেষ তিনি সেপাই-পাহারা এক বাড়ীতে ঢুকতে যান সেপাই টুকটুকে ছেলের দোখে তাঁর দাড়ি ধরে 'কেয়া লেড়্কে! রেণ্ডিউণ্ডি মাংও?' বোলে ইয়ারকি কোরে তার ভাই ব্রাদরানুকে ডেকে খিলখিল কোরে হাসতে লাগল। হেমাঙ্গের ক্ষুধায় প্রাণ; ওষ্ঠাগত সে সময় এ ছোটলোকদের হাসিমুহুরায় আরো দুঃখিত হলেন, তাঁর নয়ন, জলে ভেসে গেল, দেখে কাটখোড়াদের হাসি খামল, তাদেরও দয়া হলো, কিন্তু কি করে রাজাবাবুর ভিখিরী যেতে দেবার হুকুম নেই সুতরাং তারা মনীবের খুব সম্মুখ বাড়িয়ে হেমকে বিদায় কল্লে। হেমাঙ্গ সেখান থেকে অন্যত্র চললেন, যেখানে যান হেমাঙ্গের মীন বাড়ে, এমন কি তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল, ক্রমে ধমকানী গালাগালি, গলাধাক্কা, পালা মার্কিক চলতে লাগল, কোন জায়গায় তাঁকে এক মুঠো চাল দেখান হলো। গুলজার নগরের সেরা দাতব্য চাল, এতে পাড়া গাঁ লজ্জা পায়! সমস্ত দিন নিশ্ফলে যায় শেষে এক বাড়ীতে কাঙ্গালি বিদায় হচ্ছে শুনে হেমাঙ্গ বসাক এ বাড়ীতে বিস্তর ঠেসাঠেসি, ঘুসামাষা, এ সেওয়ায় ছেল-বুড়র পর্যন্ত ছড়ী খেয়ে সঁধলেন, বাড়ীতে ক্রমে হাঁফ ফেলবার জায়গা রইল না, কাঙ্গালিদের খালি মাথা দেখা যাচ্ছে, ঠেসাঠেসিতে একটা ভয়ানক চিৎকার হলো, শব্দ উঠল, এক মাগী ঠেলের চোটে প্রসব হয়ে পড়েছে, প্রসব হয়েই ছেলে মুক্ত ভিড়ে চটকে মলো, কিন্তু কোথায় এ বিষয় হলো কেউ খুঁজে পায় না। মাগীর উপর কত মিমুখে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েচে, ভিড়ের ভিতর অনেক ফলারে বামুন ময়লা কাগড় গোরে কোমরে ঠেপেতে শুঁজে কাঙ্গালি সেজেচেন, আমাদের মতন হিঁজুদের দৌরাআ এঁদের আর কলামূলও খোটে না, এখন ষাচ-

ন্দারী কাক্সালিগিরিতে ঠেকেছেন, আরো বা কি হয় ? মুসল-
মানদের আমলে এ দেশ এক রকম গুল্জার ছিল, জাঁহাগীরের
মন্ততা ও লাম্পাটো আর ওরাংজেবের ধর্মদ্বেষ্টে যদিও অনেক
অত্যাচার হয়ে ছিল, সে অত্যাচারে সাধারণ প্রজার বিশেষ
ক্ষতি হয় নাই, এই সময়ের সঙ্গে বর্তমান কালের তুলনা করলে স্থির
প্রমাণ হবে যে, এখনকার সাধারণ লোক সমধিক নিপীড়িত,
সমধিক দুঃখী, নির্ভর, নিরুপায়, হীনসাহস ও অস্বাভাবিক। কারণ ?
রাজার উৎপীড়ন—শোষণ ব্রত ।

বেলা গেল, গ্রীষ্মের তীব্র উত্তাপ আগ্রহের মতন । পবন দেব
সাক্ষাৎ দশানন বড় সাহেবের ভয়ে তাঁর সঙ্গে সিমলে পাহাড়ে
চরতে লাগলেন । কাক্সালিগুলো এ গরমিতে পুড়ে যাচ্ছে,
সপাল বড় সাহেব এদিকে ঠাণ্ডা হাওয়া খাচ্ছেন আর পাহাড়ের
চূড়ায় বসে নিষ্কণ্টকে জ্বরদস্ত আইন করছেন । রাত এল,
কাক্সালি বিদেয়ের সুর হলো, হেমাঙ্গ কায়কটে বেরিয়ে পড়-
লেন । এত যন্ত্রণার পর কি পেলেন ? সিকি মাল্‌সা চিড়ে মুড়কী ।
এতে কর্মকর্তার দোষ নাই একে দুর্ভাগ্য কালের রাজ্য তাতে
ভিখিরী দল বৃষ্টিধারা মতন বেড়ে যাচ্ছে হেমাঙ্গ কি করেন, সেই
এক মুট জলপান আর গঙ্গার আময়দা ঘোলা জলে পেট শীতল
কল্লেন । খাওয়াত যত হলো তেঁা বুঝলেন এখন শোওয়া চাই, ঘুম
আর এক জন খাতক, সে রাজারও নয় সেধেরও নয় । এদিক-
ওদিক খুঁজে শেষে তাঁর নীমতলা ঘাটের চাঁদনী মনে পড়ল, হেম
সে খান্‌চিৎপটাং হলেন । উদরের জ্বালায়, আর চিড়ে মুড়কীর
কুট ফাটে হেমাঙ্গের নিদ্রা হলো না, তিনি চমকে চমকে উঠতে
লাগলেন, একটু নিদ্রা এলে দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন, মধ্যাহ্ন কালের
ঘাটের কুকুরগুলোর গিয়ে এসে তাঁর কাণের কাছে গোঁগরাতে লাগল
চোরের, মাসভূত ভাই পৌঁদে লাগলেন, ‘কোন হায়ারে উঠ উঠ
অ্যাশা ভাণ্ডা লাগাওএগা’ বোলে দিগ্ধের বাড়ী ছুঁক ঠেলাটুল
দিলেন, বসাকজী খড়মড়িয়ে উঠে বসলেন, পাহারাওয়ার
হাতে ধল্লেন, পায়ে পড়লেন, পাহারাওয়ার খাতির নদারং,
তিনি নেমকের চাকর (কাজের সময় তাঁর চুলের টিকী দেখা
পাওয়া যায় না) তিনি গরিবগুরবের যমরাজ, আর ঠক সাহেবের
গিরীতের পুতুর । হেমাঙ্গ অসহ্য তড়নায় তটস্থ হয়ে সেখা

হতে উঠলেন, চলতে যান পা জড়িয়ে পড়ে এত দুর্বল যে
 খামিক গিয়ে মাঝরাস্তায় বসে পড়লেন, আর উঠতে পারেন
 না। সারজন সে সময় রোঁদে বেরিয়ে ছিল, তিনি হেমকে
 বড়শীতে গাঁথলেন, চোর মনে কোরে, ‘তোম্ কোন্ হ্যাং’ বোলে
 তাঁর—নড়া ধল্লেন। বসাক্জী সারজনকে দেখে ভয়ে আড়ষ্ট—তাকে
 এক লম্বা সেলাম ঠেকে বুঝিয়ে বল্লেন যে তিনি রাস্তার কাঙ্গালি,
 তাঁর কেউ নাই। ট্যাস তাতে ভারী গরম, তিনি হেমাঙ্গকে
 সত্যি চোর সাজিয়ে ফটকে পুরলেন। তাঁকে যে ঘরে রেখে ছিল
 তা দেখলে বমি ওঠে, মেজেতে আট আঙ্গুল ধুল ধোঁয়াতে
 দেয়াল ও খাটাল ভাতের হাড়ীর তলার মতন। খাটালের ছিদ্রে-
 ছিদ্রে তালচটার বাসা, তার মাধ্যমেবো কিচমিচ কক্ষে, আর
 তাঁর গায়ে সুরকির শুঁড়, ঢিল, ঘাসের কুট ফেলে দিচ্ছে।
 খাটালে ঝুলের ঝোপ এমনি গাঢ় যে দেখলে বোধ হয় খোলো-
 খোলো কদাকার ভীষণ পোকামাকড় ঝুলচে, তালচটক এক
 একবার নড়াতে রাশিরাশি ঝুল হেমাঙ্গের কোমলাঙ্গে পড়ে
 তাঁর বেশভূষার সূত্র তুললে, তাতে বসাক্জী ক্রমেক্রমে এখনকার
 বিপন্নীত সৃষ্টি আর সৃষ্টিছাড়া রাজ্যের খাতিরে, প্রজাপতি থেকে
 শুটিপোকা, শুটিপোকা থেকে শূয় পোকা, শূয়পোকা থেকে ঝক্করাজ,
 সেজে বসলেন। ঘরে চামসা গন্ধে নাড়ী ওঠে দুএকটা নাম
 মাত্র জানালা আছে তাঁদের হাওয়ার সঙ্গে কন্মিন কালে সন্দ-
 শন হয় না, আশ্বিনের ঝড়ের সময় একবার গবন ঠাকুর তাঁদের
 সঙ্গে সাক্ষেৎ করতে এসে ছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর ছাঁদগর্মি
 হওয়াতে সেই অব্দি তিনি নাকেখত দিয়েচেন আর এমন কর্ম
 করবেন না। থেকেথেকে ইঁদুরের পাল সুর-ভুলচে, ঘোড়দৌড়
 কক্ষে, আর মাটি চালচে, কখনকখন বন্ধুড় ভাবে বসাক্জীর
 গায়ে উঠচে। তাঁকে মশাতে খুলে খেলে, আরম্মলার দল
 পাখনা উড়িয়ে ফর্ ফর্ কোরে তাঁর গায়ে পড়তে লাগল।
 হেমাঙ্গের কি অধর্ম! পিপাসায় তাঁর ছাঁতি ফাটচে, তিনি ঘামেতে
 ভিজ্জে গেলেন, তাঁর সর্দিগর্মির লক্ষণ, নিশ্বাস কষ্টে বেরতে
 লাগল মাথা ঘুরল, শরীর টল ২ করতে লাগল, দমসম, যাত-
 নায় যায় প্রাণ হেমাঙ্গের মুচ্ছা। হেমাঙ্গ কতক্ষণ অচেতন
 ছিলেন কিছুই জানেন না, দারুণ রাত অজানত মাথার ওপর

দিয়ে কেটে গেছে, ভোরের বেলা চৌকিদাররা তাঁর চারদিক ঘেঁরেচে, তারা এত ক্ষণ চুপ কোরে ছিল, তিনি চাইবা মাত্র তারা তাঁকে উঠতে বললে, পিপাসায় তাঁর শুককণ্ঠ, তিনি এমন নিজীব যে কথা কবার ক্ষমতা নাই, কেবল ইশারায় দেখিয়ে দিলেন যে তিনি জল খাবেন, এক লোটা জল এল, তিনি জল খেয়ে সহজে উঠতে পারেন না। চৌকিদাররা তাঁকে ধরাধরি কোরে সারজন্যের কাছে নিয়ে গেল, সারজন্য তাঁকে দেখে ভয় পেলেন, হেমান্ন পাছে মরে যান গোমেঘের শঙ্কা হলো, ট্যাগ্শ তাঁর কাপড় ঝাড়া নিয়ে যখন দেখলেন কিছুই বামাল বেরুল না, তখন তাঁকে ‘ওয়ার্ন’ কোরে ‘ডিসচার্জ’ কল্লেন। চৌকিদার তাঁর হাত ধোরে রাষ্ট্রায় ঘের কোরে দিলে। হেমান্ন নড়েন এমন শক্তি নাই, তিনি প্রাণের দায়ে অতি কষ্টে হাটখোলার এক মহাজনের দরজাতে বসলেন। বেলা হয়েছে, দ্বারে একখান গাড়ী এসে লাগল, সেইসঙ্গে তাঁকে জোর কোরে তাড়িয়ে দেয় এই অবসরে একদল বারাজানা গাড়ীতে উঠল—গাড়ী চলে গেল। বসাকজী ঘোঁসে, দরয়ান এসে তাঁকে ‘উঠোউঠো’ বলে, তাতে হেমান্নের কাঁকুজিতে তার দয়া হলো—আমাদের দরয়ান হলে তা হতো না, মহাজনদের লোকজন, কল্কেতার নবাবদের আমলার চেয়ে কিছু ভদ্র, তার কারণ এই বাজানবাবুরা আমাদের নবাববাবুদের চেয়ে কিছু ভদ্র, অর্থাৎ সাহসহীন, কিন্তু এ আর থাকে না, বাজালির ঘরে ‘ইস্ মিশ্ ডিস্’ থৈ কুট্চে, সাহেবের দূরছাই নকল ঢুকেচে। বাবুর সঙ্গে মূল্যাকাত করতে বসাকজির ওপর দরয়ানুজির হুকুম হলো, হেমান্ন উপরে বাবুর বৈঠকখানায় গেলেন। বাবু চেয়ারে বসে একখান বস্তার ওপর পা দিয়ে আলবোলায় তামাক টানুচেন, কাছে একটা নেড়ীমারা কুকুর শুয়ে আছে। রিবির চেহারা, জগদ্ধাত্রীর চেহারা, মাটির গণেশ, কেঠো সিঁধুক, মারবেলটপ্ টেবিল, স্পিংকুশানুকোচ, লাল বনাতের ওপর কাচপের কাঁচকরা হরিনাষের কুঁড়জালী, এক ছিবে দুর্গন্ধ মমেটম্ (পমেটম্) জুতর কালী, হেয়ার বুকস্, রাংস্তার কাঁচকরা বাঘনক্লার ২খান দিশী আয়না, ছোট এক ঘটি ‘চগামেসুর’ মাটির ধুনচি, চারটি ধুন, একখানা চিত্রিকরা ধূলায় ধূসরিত টানাপাখা, এই অবস্থার দেয়ালগিরি, তিন

রংয়ের, তিন গড়নের ৩টে ঝাড়, তার কারু ছুট ফানস ভাজা কারু একটা ডাল ভাজা, কারু কোন গেলাসে মেজিটা গোলা, ঘরের এই আসবাব। বাবুর নাকে তেলককাটা, চুল ফেরাণ, জেক্রেট আস্তিনের চাইনাকোট গায়ে, বাণিশ ইম্পিউয়ের জুত পায়ে, দাঁতও বাণিশ করা, বাবু বাহার দিয়ে টেবিলের উপর একখান একুচেঞ্জ গেক্রেট গদগদ ভাবে দেখচেন, তাতে আমাদের সেই পাড়ার শাণ্ডেলমশয়কে মনে হয়। আহা! শাণ্ডেল একরকম ছিল ভাল, শিবকৃষ্ণ বাঁড়ুয়োর দৌরাআো তিষ্ঠতে পারলেন না। ইনিই আউলসনের বাড়ী 'মদনছাবা' খেয়ে ছিলেন পরিচয় দেওয়াতে, বিটলে বাঁড়ুয়ো তাঁকে চাব্কে দেন, সেই পাগে তাঁকে পুলিপালান্ন যেতে হয়। এখন সেই পুংইর পুতের বিবরণ শুনুন, বাঙ্গাল বাবুর নাম চতুশ্চরণ সাহা, চারচরণ-সা-মশয়, (Four-Feeted Sir-Knight.) 'শ্রীশ্রী' লক্ষ্মী-নারায়ণ জিউর প্যারসাদে অহাজুনি দ্যানা পান্নার কারবার কোরতেছ্যান' বৈঠকখানার দ্বারের মাথায় এই লেখাটিতে তাঁর কাযের ব্যাওরা পাওয়া গেল। বসাকজী, স্যার চতুষ্পদকে নতুন কেতার বৈরিগী ঠাউরে, 'দণ্ডবৎবাবাজি' বোলে নমস্কার করাতে সা-চরণ বেআড়া রকম হেসে গড়ালেন, আর 'আমাকে ক্যানু বাবাজী বললে' বোলে বসাকজীর সঙ্গে রসিকতা করেন এমন সময় সিঁড়ীতে ছুমদাম কোরে লোক'উঠতে লাগল, বিশজন মুটেতে বিশ খোলে টাকা নিয়ে ঝমাৎঝমাৎ শব্দে তা বৈঠকখানায় ফেলতে লাগল, বৈঠকখানা কেঁপে উঠল, হেমাঙ্গ অর্থাৎ, তিনি কখন এত টাকা দেখেন নি, তিনি হাঁ কোরে চেয়ে দেখচেন, গোমস্তা এসে তাঁকে বার কোরে দিলে। হেম অনেক মিনতি করাতে গোমস্তা তাঁক থেকে ছুট পয়সা দিয়ে তাঁকে বিদেয় কল্লে। হেমাঙ্গ সেই ছুট পয়সায় চিড়েমুড়কী দধি কিনে ফলার কল্লেন, গরে এরওর বাড়ী ভিক্ষে কোরে সমস্ত দিনে আর পয়সা গেলেন না। বড় বাড়ীতে দরয়ান দাতবোর পথ রোধ কোরে আছে, গৃহস্থেরা চাল দিতে পারে, একজন 'ভূমি বাবা' ভব্কা ছেলে, ভোমার মোতাতের সময় হয়েছে' তাঁকে বোলে বোসল, কেউ বললে যে তিনি রাগ কোরে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেচেন। গোটাকত বাজ্জাছেলে 'ওহে ইয়ার ভোমার

গান গাইতে আসে' বোলে তাঁর কাছা ধরে টানতে লাগল। বসাকজী কলকাতার সভ্যতা দেখে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ভাবতেভাবতে তিনি এমন একটা গলিতে ঢুকলেন, যে তাঁর 'ইন্দিরহিন্দির' (ছিদ্র) নাই। গলির ভেতর হাত ওসার, গলি লম্বা হয়ে দেদার চলেছে, তাতে সন্দের ঘণ্টাঘুই আগে থাকতে সেখা থেকে ভূতপেত্ৰী পলায়, গুল্জারনগরের এই একটা চিত্র আর বদ-মাইস্দের লুকবার একটা কল। গলির ফেঁকড়ী ব্রাহ্ম গলিই কত তাঁর নিকেশ নেই, হেলথ-অফ-শুয়র টিপনি খাবার ভয়ে প্রাণাস্থেও এ সব গলিতে সৈঁধন না। হেমাঙ্গ খুজে গলির নিকেশ পেয়ে বেরতে চান, না 'পুন্মু'ষিকো ভব' যেখানে সৈঁধিয়ে ছিলেন ফের্ সেই খানে উপস্থিত। গুল্জার নগরে এমন 'গোলক-ধাঁদা' অনেক আছে। পথের দু'একজন লোক কোন্ দিকে যাচ্ছে জিজ্ঞেস কলে কেউ চুপ কোরে চলে যায়—কাউকে অন্ধকারে দেখাই যায় না,—কেউ এমন পথ দেখিয়ে দেয় যে তা খুজে পাওয়া ভার। হেমাঙ্গ দময়ন্তীহারী নলের ন্যায় পথহারী হয়ে শেষ এক তেমাখা গলির মোড়ে বড় একটা অশ্বখগাছের তলায় বোসে সর-আইজেক নিউটানের মতন 'ক্যালকুলেসন' কচ্চেন। অশ্বখগাছের চতুর্দিক গাঁথা ছিল, অনেকক্ষণ পর এক বাড়ী থেকে একখান পাল্কী বেরল, হেম ঐ পাল্কীর পথ ধরে সদর রাস্তায় পৌঁছলেন, দেখেন দলবদ্ধ লোক একটা বৃহৎ বাটীতে ঢুকচে, তাঁর বারাণ্ডায় বেললাঠানের আলো, পাশে নব্বুখানায় নব্বু বাজচে। মন এক বিষয়ে নিরত থাকলেও একটা অভিনব কাণ্ড দেখতে অভিশাপ হয়, হেম ঐ বাড়ীর ফটকের গোড়া থেকে উজ্জ্বল ঘটনা দেখচেন, এই কালে একজন নিমন্ত্রণের কাগড়পরা, জুতহীন ভদ্রলোক 'চল না কি দেখ' বোলে তাঁকে ঠেলে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল। হেমাঙ্গ এর কিছুই ভাব বুঝতে পারলেন না—কেনই বা এসেন তাও জানেন না, এমন সময় বরকন্যা ছাদনাতলার ফিরৎ দালানে বিবাহ করতে উঠল। বিবাহ হয়ে গেল, হেমাঙ্গ খানিক বোসে প্রস্থানের পথ দেখচেন এই সময় 'মোশাঁইরা গা ভুলেন' এই নুটীশ এল, হেমাঙ্গ গোলমালে পলাবার উদ্যোগ করেন, তাতে তাঁর সঙ্গী তাঁর হাত ধরে 'আরে ভূমি তো ভারী আহাম্মক, জুত এর

পরে আছে, এখন এস' বোলে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল। উপরে চকের ঘরে পাত হয়েছে, সকলে বসলেন, তাঁর সঙ্গীও বসল, তিনি কেবল দাঁড়িয়ে, তাঁর সঙ্গী তা দেখে এক ধমকানি দিয়ে বললে 'আরে বোস না হে এর পর পাত পাবে না।' বসাকজী সত্যে পেটের দায়ে পেট ভোরে খেলেন, তাঁর সঙ্গী এক মোট মিষ্টান্ন ভুললে, হেম বাইরে আসেন এমন সময় দেখলেন তাঁর সঙ্গী বৈঠকখানা থেকে একজোড়া ভাল ইংরেজি জুত পায়ে দিয়ে ভিড়ের ভিতর দিয়ে গলাল। বসাকজির চক্ষু ফুটল, তিনি কল্কেতার নীলে ক্রমে বুঝতে পারলেন, কিন্তু এ বাড়ীটা কার জানবার অভিশাপ হওয়ায় তিনি জিজ্ঞেস কোরে টের গেলেন যে সে সোণারবেণের বাড়ী। হা ধর্ম! জাঁতিভেদ কি দারুণ সামাজিক নিয়ম? যে ফোত বসাক অম্মের জ্বালায় লালাইত হয়ে জাত্যভিমান বিসর্জন দিয়েছেন তিনি নিকৃষ্ট জাতির বাড়ী মিষ্টান্ন খেয়ে মনোমধ্যে ধিক্কার বোধ করলেন। যা হবার তা হয়েছে এর পরে তাঁর অদৃষ্টে আরো কি হয়। হেমাঙ্গ পুরোজ্ঞ তেমাখা পথে অশ্বখ গাছের তলায় শয়ন করলেন। হেমাঙ্গ পর দিন খাজনা সাধুতেসাধুতে মালীবাগানের গলিতে এক ধনপতির বাড়ী উপস্থিত। বেলা আটটা, নাচঘরে থেমটা নাচ হচ্ছে, অল্পবয়সী হরেক ফেশানের বাবুর দম্ভল নাচঘরে সৈধছেন, সুযোগ পেয়ে হেমও তথায় প্রবেশ করলেন। গৃহপতি তরুণবয়স্ক, তাঁর বয়স ২৫ বছর, চেহারা আরমানীর মতন সুভোল ও সুচার, তাতে পাউই দাড়ি রাখায় তাঁকে আরো সুশ্রী দেখাচ্ছে। দাড়ি রাখা এখনকার বাহাল ফেসিয়ান্, তাতে কাউকেকাউকে খোদার খাসী, কি মোল্লার পো দেখায়। গৌপও তেলি, কারু কারু ঝাউগেছে গৌপ রাখতে সাধ যায়, কারুর সখের প্রাণে মরবার বয়েসে গৌপ বার্নিস করা রোগ আছে। গৃহপতির স্বভাব কুলবধূর নায় বাহ্যিক লজ্জাশীল, বাক্য সরস, ও মিষ্ট, শরীর স্বভাবতঃ দুর্বল, নাম নীরদ চন্দ্র, বাবু হট্টরাম চন্দ্রের পুত্র। হেমাঙ্গ বসাক নাচঘরে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। নাচঘরে কুলের মালার ছড়াছড়ি, ২১বাতি ঝাড়েতে আর গুণ্ড ও কেরসাইন ল্যাম্পে, পাখার ঝালরে, যেখানে সেখানে কুলের মাল ঝুলছে। স্তাম্বল্, বছরাই গোলাবুর জলে ঘর আয়োদ

কোরেচে, খেমটাওলানীদের কাগড় ভিজে গেছে। পাণের দোনা পাণের খিলী গোলাবজলের সঙ্গে যেন শিলারিঁহি হচ্চে, টানা-পাখা চমুচে, এ সেওয়ায় ৩৪ জন রওয়ানী বেঁহারা বড় হাতপাখাতে বাবু ও বিবিদের গায়ে বাতাস কুচে, বিবিদের বুকেগিটে অবিশ্রান্ত টান্কা পড়চে, হাসির গট্টরা ও ইয়ারী চিৎকারের হল্লায় বাড়ীর বোনদ মুদ্র ফেটে যাচ্ছে। এই সময় একজন নানুদী নাচতেনাচতে চিত্তিয়ে পোড়ে পায়রা লুটতে লাগল, বাবুর দল খেকেখেকে তার গায়ে টান্কা ফেলতে লাগলেন, নানুদীর কোল টাকায় ভোরে খেল, 'বাহবা বাহবা বেস' বোলের ঠেং ফুটতে লাগল, নানুদীর ওপর দিয়ে অনেক বেআদ-পিও হলো, সভ্যতা, 'দেখুনুতির লাজ' পেয়ে চাষীদের গ্রামে সৈধলেন। এর মধ্যে কোন জানয়ার ক্লেপে উঠে এক বিবির গলা ধোরে একঠাংয়ে নাচতে লাগলেন, চড়ক ও হাসনুহোসে-নের বাজনা জোড়েতারে বাজতে লাগল, জানয়ার 'ভেনাক্ ডেভাং ভাং' বোলে হাত্তালি দিয়ে ভালতালে নাচবার চেষ্টা কল্লেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ পায়ের দোষেই হউক কি 'উঠনের দোষেই' হউক তিনি অধিকবার বেতাল হয়ে মাতালের মতন টলে টলে পড়তে লাগলেন। 'বাহবা' 'মেরিজানের' ধনি উঠল, মেরিজানের পোদদে জান বেরচে। জানয়ারবাবু, 'থুলে বল চাঁদবদনি কারে তুমি ভালবাস' গান ধল্লেন, আড়খেমটা বাজতে লাগল, বাবুর রাগ যখন সপ্তমে চড়ল তখন নর্তক বাবু সন্মের ঘরে একেবারে বেতাল হয়ে বিবিজানুকে নিয়ে মুখ খুবড়ে পোড়ে গেলেন, ভারী এক হাত্তালির আওয়াজ উঠল, 'বহু আছা সাবাস সাবাস' চিৎকারে কাণে তাল লাগল সকলে ঘোড়ার মতন 'চিহঁহঁ' কোরে উঠলেন, হররার ধুম দেখে কে, রাস্তায় বিশ হাজার লোক জড়, নীরদ চন্দ্র ভারী খুশী হয়ে নর্তকবাবুকে অনেক কৌশলে ঠাণ্ডা কোরে তাকে একটা হীরের আংটা আর বিবিজানকে আগনার গলার মতির কণ্ঠি বক্সিস্ কল্লেন। মেকেব্ ক্রকে ১০টা বেজে গেল, নীরদ বাবু অপর খেমটাওলানীদের প্রত্যেককে তাঁর পিতামহের আম-লের সঞ্চিত একএক আকবরী মোহর আর ভেড়ুয়াদের এক এক হাফ্ প্রিনি দিয়ে বিদেয় কল্লেন। একেই বলে পা দিয়ে

লক্ষ্মী ঠেলা! বসাকজী হাঁ কোরে বাবুর পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, বাবুর তা নজরে পোড়ল। হেমাঙ্গের বয়স্ক্রম ১৫ বছর—খুব গৌরবর্ণ দুধে রং, তাতে একটু আলতার আমেজ আছে—চুলগুলি চিকন ও কোঁকড়ান হয়ে ঘাড়ের দিকে এম্মি বাহারে ছড়িয়ে পড়েছে যে মাথাটা যেন কত তদ্বির করে প্যানচুট কোরে সাজান হয়েছে। হেমাঙ্গের কপালখানি দীর্ঘ ও উচু, ভ্রুযুগল শশীর স্ফটিকলার ন্যায় গোল, তা সমানরূপে ক্রমেক্রমে এম্মি সরু হয়েচে বোপ হয় যেন তা তুলি দিয়ে আঁকা। হেমাঙ্গের চক্ষুদুটা বেস্টানা আর বড়, ঠোঁটদুখানি পাতলা আর এম্মি রাজা যেন রক্তফুটে বেরচে, ক্ষুদে দাঁতগুলি গজদন্তের মতন শাদা ও চক্চকে, অঙ্গুলগুলি কিছু দীর্ঘ ও গোল। হেমাঙ্গের গড়নও রাজযোটক মিলেচে, না হবে কেন? কথায় বলে ‘যে সুন্দর তার সব সুন্দর’ যে কুৎসিত তার ওল্কা মুখ, খাঁদা নাক, ছাড়া ‘অরুণ নেই বরুণ’ আছে। বিধাতা, হেমাঙ্গের অঙ্গের সৌষ্ঠব সাধনে বিস্তর যত্ন পেয়ে ছিলেন, তাতে যেখানে যে উচনীচ আবশ্যক তা সাধ্যমতে বিন্যাস করতে ক্রটি করেন নাই। হেমাঙ্গ যে নয়ন-বিমোহন বালক, যিনি সৌন্দর্যের মহিমা জানেন তিনিই তাঁর রূপের মর্যাদা অনুধাবন করতে পারেন। যদি ধূলায় অঙ্গ মলিন, রুক্ষ কেশ, অপরিস্কৃত বেশ তথাপি তাঁর প্রাকৃত কাঙ্ক্ষি কে অগনয়ন করে? সেই তরুণকে নির্নিমেষনয়নে আগনার প্রতি কটাক্ষপাত করত দেখে নীরদ চক্ষু তাঁকে নিকটে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ‘তুমি কে?’ হেমাঙ্গ বিনম্র ভাবে বললেন যে তিনি অনাথদরিদ্র,—কিছু যাচঞা করেন, তাঁর নাম হেমাঙ্গ বসাক। বাবু শুনে মুচুকে হেসে ইয়ারদের বললেন, ‘রূপের মতন নামটা হয়েছে বটে’ বাবু তাঁর অবস্থার বিষয় আরো জিজ্ঞেস করায় হেমাঙ্গ উত্তর করলেন, ‘ধর্ম্মাবতার! আমাদের পৈত্রিক বিষয়াশয় ছিল, বাবা কারবারে তা নষ্ট করেন, পরে তিনি এলেন-ডেবিলের বাড়ী দালালী কোরে হেদর ধারে একখান ছোটখাট বাড়ী কেনেন, এলেন-ডেবিলরা ফেল হওয়াতে বাবা নাচারে পোড়ে ফের দালালীর চেষ্টা করেন, কপাল হোতে আর দালালী যুটল না, দায়ের ওপর দায়, মা ওলাউঠয় মলেন, বাবা পেটের দায়ে-আর দেনার

জ্বালায় বাড়ী বেচে মাখমগুলার গলিতে এক কুঁড়ে ভাড়া কোরে থাকেন। আমি ভব সাহেবের স্কুলে পোড়তম, বোয়ের দাম না যোটাতে আমাকে স্কুল ছাড়তে হলো। বাবা কাট খোঁটের বাড়ীর মুজুদ্দিবাবুর কাছে একএকবার দালালীর চেটায় যেতেন, তাঁর বাঁদা দালাল থাকাতে বাবার কিছুই হোত না, ক্রমেক্রমে আমাদের দিন চালান ভার হলো, শেষ খুব কষ্টের সময় বাবা জ্বর বিগারে মলেন, সেই অব্দি আমার এই দশা। নীরদবাবু জিজ্ঞেস কল্লেন ‘তোমার আর কে আছে?’ হেমাঙ্গ বল্লেন ‘আমার এক খুড় পশ্চিমে কর্ম্য কল্লেন, তিনি কখনকখন বাবার সঙ্গে দেখা কর্তে আসতেন। বাবা দুঃখের সময় তাঁকে পত্র লেখাতে তিনি বাবাকে মধ্যমধ্যে কিছুকিছু দিতেন শেষ তাঁর কর্ম্য যাওয়াতে তিনি সেই অব্দি কোথায় আছেন কিছু খবর পাওয়া যায় নাই। আর আমার মা একবার দুঃখের সময় কাঁদতে কাঁদতে কি কথা বল্লেন তাতে বোধ হলো আমার ভাই ছিল তাতে আমি তাঁকে সে কথা জিজ্ঞেস করাতে তিনি বল্লেন, ‘তোমার আর কেউ নেই বাচা যদি একটা উপযুক্ত ভাই থাকতো তবু তোমাকে স্নেহআত্মী কর্তো’। নীরদ চন্দ্র এই ইতিবৃত্ত শুনে হেমাঙ্গকে আর কিছু না বোলে একটা টাকা দিয়ে বিদেয় কল্লেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।



হেমাঙ্গ বসাকের শিকেনবিশি ও নীরদ চন্দ্রের

ইয়ারবকসিগন ।

টাকারী যত দিন ছিল আর ভিক্ষায় যা কিছু পেয়ে ছিলেন হেমাঙ্গ তাতে দিনকত কাটানু, যখন রেশ ফুরাল তখন এক দিন নীরদ বাবুর বাড়ীতে চোক্‌বার চেটায় যান অগ্নি গলা-ধাক্কা খেলেন, ঐদবাৎ সে সময় বাবুর খানসামা উপস্থিত।

হেমাজ্ঞ যে দিন বাবুর কাছে পরিচয় দিচ্ছিলেন খানসামা সেই সময় হাজির থাকতে হেম যে বাবুর চোখে লেগেচেন সে ভাবুতে পেরে ছিল। খানসামার রকমারি বাবুদের চেয়ে সিয়ান, তারা বাবুদের সেক্রেটারি—সকল কর্মের ম্যানেজার ও রিসিভর, তাদের সুগারীস ভিন্ন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া বাবুর কাছে কায় হাসিল করা ঠাকুরমশয়েরও সাধ্য নাই, কেবল রকমারি স্ত্রীলোকের পক্ষে অব্যাহত দ্বার। খানসামা, বসাকজিকে দেখে ‘কি হে, আবার কি মনে কোরে?’ বলাতে হেমাজ্ঞ ‘আজ্ঞে বাবু মশয়কে দর্শন কস্তে এসেচি, হুকুম হয়ত একবার দেখা করি’ বললেন। খানসামা, ‘আচ্ছা আমার সঙ্গে এস’ বোলে তাঁকে বৈঠকখানার দ্বারে পৌঁছে দিয়ে, খাপুচিমেরে দাঁড়াল। হেমাজ্ঞ বাবুর সমুখে নমস্কার ঠুকে দাঁড়ালেন, আর ‘আমি খেতে পাই না, মশয় কাজালগরিবেব মাবাপ, অনাথকে প্রতিপালন করণ’ বললেন। বাবুর দয়া হলো, দয়ার সঙ্গে ইয়ার-কিও চলল, বাবু তাঁকে জিজ্ঞেস কল্লেন, ‘কেমন? হে তোমার গান-তান আসে?’ বসাকজী মনে কল্লেন বাবু ঠাট্টা কর্চেন, পূর্বে ঘটনার ভানগিটে ছেলেদের কাছা খুলে দেওয়া তাঁর মনে পড়ল, বাবুরও বুঝি তাই হুকুম হয় এই ভেবে তিনি মৌন হলেন, বাবু এক জন মোসাহেবকে ‘ছোকরাটা বেস্টুকটুকে হে’ বোলে উঠলেন। এই সময় গা খোলা, মুখু পা, কাঁখে দুইটু ফেলা, হাড় পেকে দুশমন চেহারার রিপুকরের বেশে মাথায় পাগড়ী ও এসে বাবুর বোলবোলা হোগ’ বোলে উপস্থিত। বাবু ‘আরে কে রে শকর ভট্টে যে’ ভুই আজও বেঁচে আছিস বোলে অত্যর্থনা কল্লেন। ও মশয় ভট্টের সন্দার ঐর ভয়ে লোকের বাড়ী বিবাহ শ্রাদ্ধশান্তি হওয়া ভার, ঐর জন্যে আগে মুড়ীটা রাখ তবে কোপ কর, কিছু না দিলে ইনি ছড়া কেটে, গাঁগা কোরে শাপ দিয়ে সহর ফাটিয়ে বেড়ান। বড়বড় বাবুরা দরআন নেলিয়ে দিলে, ও, মায় দল, রাস্তায় গাল দিয়ে, ভুত ভাগানু, তাতেও না ক্লান্ত হয়ে এবাড়ী সেবাড়ী কোরে বাবুদের নামের এমন এক ছড়া গেয়ে বেড়ান যে এমন জানয়ার নাই যে বাবুরা তার মধ্যে নন, আর এমন নরক নাই বাবুরা যার মধ্যে মায় ৫৬ পুরুষ না পচেন। ভট্টেদের গুণের মধ্যে তাঁরা বাবুর নাড়ীনক্ষত্রের বিষয় আগমনি গেয়ে

তঁাকে সদাঃ স্বর্ণে তোলেন, অথচ বাবু নেশা ও রাঁড়েতে ডুবে আছেন। ঔকে দেখে বাবুর মনে হচ্চে ‘এ বেটা বেরুলে বাঁচি, কোথা থেকে পাগ মরতে এল’ ঔ নেকড়ার আশ্রণ ছাড়বার পাশ্চর্য্য নন তিনি বাবুর ঠিকুজ্জি আওড়ালেন, শেষ ‘কোড়ার বুকনি নোকুনী, বদনার বুকনি টুকুনী, ঘোড়ার নকল গাধা, বেশ্যার নকল রাধা’ ছড়া কাটালেন। এই সময় একজন রজদার লোক ঔর মুখের গোড়ায় ‘ডুবডুবডুব’ কোরে বাজামতে ঔ বুঝলেন এদের দল ভারী হলো, তাঁর আর কল্ক পাওয়া ভার, অতএব অম্মি চেপে গেলেন, বাবু তাঁকে চার গুণা গয়সা দিয়ে বিদেয় কল্লেন।

নীরদ বাবু হেমাঙ্গকে ফের জিজ্ঞেস কল্লেন, ‘কেমন হে ছোকরা তোমার গানটান আসে’ বসাকজী বুঝলেন বাবু সত্যিসত্যি জিজ্ঞেস কল্লেন, কিন্তু তিনি গানের ‘গ’ও জানেন না, ‘আচ্ছা তুমি গান শিকতে পার’ নীরদ জিজ্ঞেস করিতে হেম তাতে নিম-রাজী। হেমকে গান শেখাতে বাবু ওস্তাদজীকে বোলে দিলেন, আর দেওয়ানজীর ওপর হুকুম হলো যে হেমাঙ্গ, বাবুর বাড়ীতে খাবেন আর বৈঠকখানায় শোবেন। নীরদ বাবুর এই বদা-ন্যতা দেখে তাঁর পারিষদেরা ধন্যধন্য কোল্লেন, কিন্তু তারা মনেমনে করছিল যে ‘এ বেটা কে আবার ভাগীদার এল, বাবুত মেলাই বরাখুরে যোটালেন, আমাদের দশা কি হবে।’ চক্ষ বাবুর পারিষদেরা সকলেই স্বয়ং প্রধান, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ, আর সকলেই রূপেপুণে কুলেশীলে ‘বলি হারি যাই’। আষাঢ় মাসে আঁবকাঁঠালের গন্ধে যেমন মাছী ভেণ্ ভেণ্ করে তেমনি ছেলেবেলায় বিষয় হাতে পল্লৈ বওয়াটের পাল যোটে। বাবুর প্রাইম মিনিষ্টারের চেহারা কিছু নাড়ুসুড়ুসু—রং বড় কালও নয় বড় গোরও নয়, ছেলেবেলায় তাঁর মা তাঁর নাকে নকল পরিয়ে দিত বোলে তাঁর নাকের ভাঁটিতে একটা ছেঁদা আছে,—গড়নপেটের গঁটাগোটা, বেঁটেখেটে—গলায় এক গোছা বিলিতি স্তূতর খবখবে পৈতে—মাথার মাঝে টেরি ফেরাণ,—চার আঙ্গুল চৌড় কালাপেড়ে ধুতি পরা, তার কোঁচার ফুলচাঁ পেটের নীচে গোঁজা আর তাঁর কাণে পায়রার পালক দেওয়া। বাবু ভারী খোশমেজাজী, তাঁর হাতে

একখান টোয়ালে আছে তাতে রাদিন ঘাম পুঁচছেন আর তাতেই বাতাস খাচ্ছেন, কুড়ের সদার এজন্যে নীরদ সখকোরে তাঁকে 'বাদসাই কুড়ে' খেতার দিয়েছেন। বাদসা বড় বুদ্ধিজীবী এজন্য তিনি বাবুর কাছে ভারী প্রতাপন, বাবু তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না কোরে কোন কর্মই করেন না, বাবু যা বলেন বাদসার তাতে সুধু 'হুঁ' নয় এ সেওয়ায় একটা অলঙ্কার দেওয়া অভ্যাস আছে, বাবু যদি বলেন 'কেমন হে এই দেলখান কালো না' বাদসা তাতে 'আজ্ঞে কালো বই কি আবলুসের মতন কালো' বোলে বাবুর ওপিনিয়ন কন্ফার্ম করেন, এর দরুন বাদসাই কুড়ের পোষকতা একএক সময় এম্মি উপহাসজনক হয়ে উঠত, আর তাতে অন্য মোসাহেবরা এত ফোড়ং দিত যে তাতে বাদসাই বুদ্ধি লজ্জা পেত।

চৈতন্যাকক বাবাজী, বাবুর দ্বিতীয় পেয়ারের দোসর, বাবাজী বাবাজীর মতন গুলকাগানে, টিকীওলা, তেলককাটা, আর তাঁর গলায় ৪৫ ফের মোটা মাল জড়ান। বাবুর এত দেশ থাকতে বেসেরস্তার বাবাজীকে মোসাহেব করায় পলিশ আছে, বাবাজী হতে অনেক রকম কাষ আদায় হয়, যেখানে ছুঁচ প্রবেশ করতে পারে না সেখানে দাদা ঠাকুর, গোসাই-বৈরাগী অঘটন ঘটিয়ে থাকেন, বাবাজী এক কর্মের গোয়েন্দা, এর জন্যে বাবু তাঁর ভারী ন্যাওটো। অনুষ্ঠানের ক্রটির মধ্যে বাবাজীর সঙ্গে অন্য মোসাহেবদের চিড়ে কাঁচকলার সম্বন্ধ।

ভেড়াকাস্ত নাগ B.A.B.L. (Big Ass + Bedlamite at Law.) নীরদ চম্পের সাবেক স্কুল ফ্রেণ্ড এখন পেটের খাতিরে ইয়ারের দলে ফ্রিএন্ডশিপন পেয়েছেন। নাগ মশায়ের শরীর রাতজেনে পোড়ে মুখস্থ কোরে পুঁয়ে নাগের মতন,—পুঁয়েগাওয়া ছেলের মতন, পাকিয়ে গেছে,—এঁড়েলাগা ছেলের মতন পেটটি পীলতে র্যাড্‌গ্যাড্‌ কোচে,—হাত-পা খড়্‌কের মতন লিক্লিক কোচে, মাথা চাপড়ালে খুল ওড়ে,—চোকছুট নেবাতে হলুদ-পনা, তার কোলে রক্ত নাই,—অস্তরের মানিতে শরীর গর্ভিনী স্ত্রীর মতন আইটাই কচে,—গায়ে হাত দিলে খড়ি ওটে নিম্বেস ফেলবার অবকাশ নাই, কেবল পড়া কেবল পড়া, এজন্যে বোকা পাঁঠার মতন তাঁর টাঁপদাড়ি গজিয়েছে। নাগ বাবু প্রাই-

ভেট টুইসনে ২০ সিকে মাইনে গান,—এরতার বাড়ী অন্ন মার তে-
ও এলেন না, তবু উকীল, মুনসেফি, ছাড়া কেরানীগিরি কি
ক্লকমাটারি করা হবে না। তিনি দিনকত ছোট আদা-
লতে প্রাক্টিস্ কর্তে গিয়েছিলেন। সেখানে কেউ তাঁকে পৌঁছে
না—ডিক্ৰুচ্ গোমেষ, মাণ্ডকে, রামকেটার মেলা! তিনি এক
দিন বাবুর কাছে ইংরেজি ইস্পিচ্ করাতে বাবু মুখ ফিরিয়ে
বোসে বলেন, ‘আমি ইংরিজি বুজি নি, বাংলা জান তো বল
নইলে, দূর হও।’ মাগমশয় ‘সকলেই আমার মতন রে’ বক্তে
বক্তে সেই ইস্তক ছোট আদালতের দিক দিয়েও চলেন না।
সবর্তিনেট ও ছোট আদালতের চচারজন জজ্ বাস্তবিক্ বিশুদ্ধ
ইংরেজি বুঝতে পারেন না। ভেড়াকাস্তুর কাযের মধ্যে নীরদ
বাবুর মজলিসে কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন হলে তিনি সুবিধামতে
লগ্নমাফিক ওগিনিয়ান দেন ও নজির দেখানু,—হরহরির আকা-
রের মতন ইংরেজি-বাংলা দোআঁশলা কথা কন, সময় বিশেষে
তার মাথামুণ্ড থাকে না, নাগ বাবু সাক্ষাৎ গোবরগণেশ!

আচাভুয়া ভাঁশ, আর একটা মোসাহেব, আচাভুয়ার চেহার।
দেখলে তিনি যে কিঙ্কিঙ্কায় জন্মে ছিলেন সকলে সহজেই স্থির
করতে পারতেন। ভারউইন সাহেব বলেন, মনুষ্য প্রথমে
শামুক, গম্বী, থেকে জন্মে ক্রমে শিয়ালঘোনি প্রাপ্ত হয়ে, তাঁর
পূর্বপুরুষ বানরে থেকে শেষ মনুষ্যত্বে দাঁড়ান, ভারউইনের
এ কথা অলৌকিক ও কৌতুকজনক হলেও তাঁকে নিতান্ত উন্মাদ
বলা যেতে পারে না, ভেবে দেখলে অনেক বানরাকার নর আছে
যাদের পূর্বপুরুষ পিথোগোরাশ ও প্রাচীন ঋষিদের মতে বানর
ছিল। আচাভুয়ার মাথা তেলপণা, কপাল বড়, ভ্রুর নীচের হাড়
উঁচু, নাক খাঁদা, গাল সৈধন, চোখ মিটমিটে ও কটা, তিনি একুনে
ঠিক বানরটা, কেবল তাঁর নেজ নাই। যারা চিত্রবিদ্যার মর্ম জানেন
তাঁরা বুঝতে পারেন যে একটা ছদ্মমু চেহারা, কি খুখুড়ে বুড়ো
আঁকা কেমন শক্ত। আচাভুয়ার ‘হাত নড়নড়ে, পা সন্নয়,।
গেট গজন্দর’ মুখটা খালি ‘ফুলুয়া’ না হয়ে কতক ভুলুয়া গোচ
হয়েচে, দেখে বোধ হয় যেন তিনি কত কাল থেকে গান নি।
তিনি যখন চলেন তখন তাঁর শরীরটা এম্মি নগজবগজ করে,
যে অঙ্গকারে ছেঁলেগিলে দেখলে আঁকে ওঠে, তখন তাঁকে

ঠিক শিশুদের মতন দেখায়। আচাভুয়ার শরীর এমনি বিকল আর খাটোখোট যে তাঁকে আট বছরের ছেলের চেয়েও ক্ষুদ্রে দেখায়, তিনি এমনি অদ্ভুত বাউনে, তাতে যদি মুখ না পেকে যেত, কার সাধ্য ঠাণ্ডায় যে তাঁর বয়স অধিক। আচাভুয়ার গুণের মধ্যে বাবুর অন্য পারিষদেরা তাঁর সঙ্গে ঠাট্টাঠুট্টি কলে, আচা তাদের সে সব বেহিসেবি ঠাট্টার মর্ম্ম না বুঝে তাদের সঙ্গে গোড় দেন, তাতে বাবু বড় অমোদে থাকেন।

চক্ষ বাবুর একটা গুস্তাদজী আছে তিনি বাবুকে—বাবুর বিবিকে গানবাজনা শেখান, গুস্তাদজীর নাম উয়রো মিশ্র, ইনি উচ্চক বয়সে ‘সবলোট’ ছিলেন, প্রবীণ হয়ে ‘উড়তে না পেরে পোষ মেনেচেন।’

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

হেমাঙ্গ বসাক ‘নিষ্কলঙ্ক’ কণ্ঠাভজাদের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করেন । ছটু ম গোসাই

ও বটুক সাই ।

হেমাঙ্গ বসাক নীরদ চন্দ্রের গুস্তাদের কাছে খেয়ালটগ্গা এমন শিখেছেন যে গেয়ে মোহিত করতে পারেন, বাবু তাতে খুশী হয়ে তাঁর মাসে ৩০ টাকা বরাদ্দ কল্লেন। হেমাঙ্গকে পেটের দায়ে বাবুর মন যোগাতে হতো তাতে তিনি যার-গর-নাই ক্ষুণ্ণ হতেন, তিনি বয়াটেম, জেঠাম, লাম্পাটা ভারী ঘৃণা করতেন, তাতে পেটের দায়ে তাঁর সম্মতির মধ্যে কান্টহাসি আর হাঁ হাঁ প্রকাশ পেত। তিনি এক দিন সন্ধ্যার সময় প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের বৈঠক-খানার বাগানে বেড়িয়ে ফিরে আসবেন দেখলেন, একটা বাবু একটা কোড়ে-রাঁড়ী আর একটা আধ-বুড়ীর সঙ্গে ঐ বাগানের এক ঘোঁজের ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরলেন। রাস্তায় বাবুটি একটু আগে চললেন, স্ত্রী দুজন একত্রে চলল, হেমাঙ্গ স্ত্রীদের পেছনে থেকে গুনলেন তারা বলাবলি কর্তে যে আজ শুক্রবার ‘নিষ্কলঙ্ক

কর্তৃত্বজ্ঞাদের' পরব কড়ে-রাঁড়ীটির এই দলে হাতেখড়ি হবে।
 হেম নীরদ বাবুর কাছে থেকে কর্তৃত্বজ্ঞাদের অনেক গল্প শুনে-
 চেন, কিন্তু নিষ্ফলক কর্তৃত্বজ্ঞাদের এক নতুন রকম ধর্মসভা
 হয়েছে তাঁর বোধ হলো। বাবুটি পাথুরেঘাটার এক গলিজ
 গলিতে সঁধলেন। এই গলি প্রকৃত কুচনীপাড়া, তথায় বোধ
 হয় ভদ্রলোকের বসতি নাই, রাজোর জুআচোর, হস্তকলুমে
 খুঁটুয়া ১, জালপোতে, বর্কলে, আড্ডা গেড়েছে, হেটোরাঁড়ে
 চারদিন গিজগিজ কচে, যেখানেসেখানে গাইখানা ও নর্দ-
 মার দুর্গন্ধে গা ঘিণ্‌ঘিণ্‌ করে, ওর মধ্যে একআধটা আস্তাবল-
 ও আছে, একখান জমদা বাড়ীর দ্বারের মাথায় টিনের একটা
 ভাঙ্গা হাতলাগঠন ঝুলচে; বাবুটি এই বাড়ীতে সঁধন এই সময়
 হেমাঙ্গ তাঁকে মিনতি কোরে বললেন, 'মশয় কর্তাকে দেখতে
 আমার বড় ইচ্ছে আছে, যদি অনুগ্রহ কোরে নিয়ে যান।'
 বাবুটি বড় থুশী হয়ে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন আর কর্তাকে
 সাফাঙ্গ প্রণাম কোরে 'ইনি আমার পরম বন্ধু' বোলে হেমাঙ্গকে
 ইন্ট্রোডিউস্ কল্লেন অথচ তাঁর নামও জানেন না। কর্তা শাস্ত্র-
 মুক্তিভে হাসি মুখে হেমাঙ্গকে অভ্যর্থনা কল্লেন। কর্তার
 বয়ঃক্রম ৫০সে পৌঁছেচে, বুলবুলী কুরুচে বসলে যেমন পালক
 ঝোরে যায় কর্তার চুল তেমনি অনেক ঝরে গেছে, মাথাটা তার
 দরুণ টাক-বুটকাটা, যা কিছু চুল আছে তার অনেক পেকে ধব-
 ধব কচে, বাকী তাঁশিয়েচে, আর একুনে সব রক্ত ও রোগা।
 কর্তা সম্বন্ধ কোরে একটি চৈতনচুটকি রাখতে বিস্তর যত্ন পেয়ে
 ছিলেন, খেদের বিষয় তা যতবার রাখেন ততবার সেটা বকুল
 ফুলের মতন শীর্ণগির ঝোরে পড়ে, শেষ তিনি তাক্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা
 কোরে বসলেন যে তিনি নিজেও টিকী রাখবেন না আর
 শিষ্যদেরও রাখতে দেবেন না। কর্তার পুরের ঝাঁটাপ্রমাণ
 সৌখিনভর গোঁপ ছিল, টাকপোকীর দৌরাভ্যে তার মধ্যমধ্যে
 প্লেস্ হবার সুরতে কর্তা গোকজোড়া রেগে মুড়িয়ে ফেলেন
 কিন্তু তিনি সে আইন বিবেচনা কোরে শিষ্যদের মধ্যে চলিত
 করেন নাই। কর্তার এম্মি হুটপুট চেহারা, গালছুট মাংসে
 এম্মি টেপো, চোকছুট তার ভেতর এম্মি সঁধিয়ে গেছে যে দূর
 থেকে বোধ হজে পারে যে কর্তা একরকম নিচোখে জানয়ার।

কর্তার নাকটী বিশেষ স্থূল, আর তার ভগের দিকে খোবনা-
ওলা, কেবল দাঁতগুলি বেশ, আর একটিও গড়ে নাই। তাঁর
হাতপা এল্লি খর্রী যে যদি না নাক থাকত তাঁকে ঠুঁটো জগ-
নাথ বোলে ভ্রম হতো। কর্তার পেটটী দশমেসে গোয়াতির
মতন, তাতে ইলা রাজার ইতিবৃত্ত মনে পড়ে, কর্তা বেঁটেখেটে
গুরুদুয়, —সাক্ষাৎ হস্তি-অবতার আর সত্যিকের আল্লাদে বুড়।
কর্তা দুপা চলে হাঁকিয়ে মরেন, তাতে তাঁর এমন গলৎঘর্ম
হয় যে বোধ হয় যেন তিনি গরম জলে নাইলেন। বাবুটীর
সঙ্গে যে আধ-বুজীটা এসে ছিল সেটী কর্তার ছোটদিদি, কর্তা
তাঁকে ছোট দিদি বলেন, তাতে সকলে তাঁকে ছোট দিদি
বলেন, তিনি সবটিন্ ছোটদিদি। ছোট দিদির নাকটী নতিয়ে
পড়েচে, তাতে তেলকটি বেয়ে পড়ে, রং ফুটে বেরুচ্ছে, বয়স
কিছু লম্বা। ছোট দিদি একুনে যেন পাকা আঁবটী, —যেন দুদ-
টুকু মোরে ক্ষীরটুকু হয়েচেন। ছোট দিদির স্বভাব অতি মৃদু
ও পবিত্র, দেখলে ভক্তি হয়। কর্তার প্রতিবাসীরা কেউকেউ বলে
যে কর্তার সব জালিয়াৎ, কর্তা ভক্তবিটেল আর ছোটদিদি বুড়ো
ময়না। এ কেবল প্রতিবাসীদের কথা, প্রতিবাসীরা কত অস্ব-
স্ত্য সকলেই জানেন। হট্টম গৈসাই একখান ছোট শতরঞ্জতে
বোসে আছেন, সে আসনে আর কেউ নাই, কর্তাভজ্ঞার মতে
কর্তার আসনে কেউ বসবার যোগ্য নয়। কাছে ছোটদিদি
বোসে কর্তাকে বাভাস দিচ্ছেন, তাঁকে সর্দাদা বাভাস করতে
হয় এজন্যে তিনি ছোটদিদিকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসেন,
এ ছাড়া ছোটদিদির বিশেষ একটু গুণ আছে, যেমন সে-
কালে ‘ছেলেধরা’ ছিল ছোটদিদি তেঙ্গি মেয়েধরী, ছোট-
দিদি না থাকলে গোসায়ের এতগুলি মেয়ে শিষ্য বুটত না,
বিশেষতঃ ছোটদিদি প্রকমারি মেয়েমহলের মিশনরি, তাঁর কাছে
রিবি মিশনরির কলেক পানু না, ছোটদিদি ময়নাপণা, সোহাগ
উচাটন, বশীকরণমস্ত্রে কামাখ্যার ডাকিনীর চেয়ে ওস্তাদ। আঁতুড়ে
ছেলের বালসায় ছোটদিদি না হলে হয় না, দ্যাখনহাসির
স্বামী ঘরে শোয় না তা ছোটদিদির গুণ নইলে সারবে না
ছোটদিদি ‘বরের ঘরের মাসী কন্দের ঘরের গিসী’ ছোট-
দিদি ঝোলেও আছেন ঝোলেও আছেন, অধলেও আছেন,

এ সেওয়ায় কার একজন চাকরানী চাই, (চোদ্দ আইনের দরুন তার অভাব নেই) কেউ গৃহনা কিনবে কি বিক্রী করবে কেউ কন্যা দেখাবে, এসব বিষয় ছোটদিদির ঘটকানি নইলে মঞ্জুর নয়, এ ছাড়া ছোটদিদির সুপারিস অকাটা, ছোটদিদি একরকম জ্যান্ত ডিক্রনারি আর কল্লতরুর মতন ফসপ্রদা। কর্তা-ভজাদেব চিকিৎসা করা ধর্মের অঙ্গ। বিবি মিশনরির যেমন দাতব্যো পড়ানো, পশমবোনা শেখানো, দলভারী করবার ফন্দী, ছোটদিদির তেমি ঔষধ আর গুণগান, মেয়ে মজানর কল। হটুম গোসাঁয়ের সম্মুখে একখান পাঠাতে বটুক সাঁই বোসে গাঁজা টিপছেন, ভাস্কিক মতে যেমন 'কারণ' করবার বিধি আছে, তেমি গাঁজা টানা, কর্তাভজার বিধি। বটুক সাঁই হটুম গোসাঁয়ের প্রধান শিষ্য, তাঁর হটুমের কাছে ভয়ানক মান, এমন কি বটুকের ক্ষমতা অধিক কি হটুমের ক্ষমতা অধিক, হটুম বটুকের শিষ্য না বটুক হটুমের শিষ্য, একএক সময় এ ছোটদিদিও মীমাংসা করতে পারেন না। বটুক, অটল লাহড়ীর পুত্র, তাঁর পিতা ভারী চাকরে, এ সেওয়ায় তাঁর উপরি (চুরি) আছে, তাতেকোরে অটল, বন্দে ব্রাহ্মণদের ১০টাকা দিয়ে থাকেন, আর পূজাআছায় ১০টাকা খরচ কোরে থাকেন, এ ছাড়া তাঁর বারমাস চণ্ডীপাঠ (গোলেমালে) স্বস্ত্যেনশান্তি আর ভাজরের খরচ লেগেই আছে। বাড়ীতে বিগ্রহ (নিগ্রহ) আছে, অটল লাহড়ী সপরিবার মায় বাছকেনে •ছেলে তাঁর আতগ চালের ভোগ প্রসাদপান, বাড়ীতে মাছ অনিবার হকুম নেই। অটল শূদ্রেয় বাড়ী জলগ্রহণ করেন না, একটা জ্রীলোকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা আছে তিনি তার বাড়ী মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অটলের বৌমার অন্তর্ভেদী গীড়া হয়, অটল তাঁর আলাপি জ্রীর সুপারিসে হটুম গোসাঁইকে আনেন, গোসাঁই এক পান হস্তেলভন্মে আর ঝেড়েঝেড়ে বটুকের ফ্রোকে আরাম করেন, সেই অব্দি হটুম গোসাঁই অটল লাহড়ীর কাছে ভারী প্রতিগম, আর সেই অব্দি বটুক লাহড়ী হটুমের দলভুক্ত হয়ে সেই খাতিরে হটুমের নিকট 'সাঁই' খেতাব পেয়েচেন। কিন্তু যে অব্দি হটুম গোসাঁয়ের নিকট বটুক সাঁইয়ের হাতেখড়ি সেই অব্দি বটুকের চেহারা এক রকম অর্থাৎ খারাব

রকম ফিরেচে, আর তাঁর মানসস্থল গিয়েচে। ছুট প্রতিবাসীরা কাণাকাণি করে যে এ সকলের কারণ গাঁজা, কেউ বলে 'মুখু তা' নয় আর আফিম' অগরে বলে তার সঙ্গে কিছু 'গোচ' আছে। এ প্রতিবাসীদের কথা, তারা যা বলে তা একেত মতি নয় আবার তারা কিছু ভাঙের নয় যে ডাঃগনসিস্ কোরে চেহারার কারণ নখদর্পণের মতন দেখিয়ে দেবে। কস্তার আস্তানায় ঢুকে বটুকের শরীর খাক্ হলো, চোখের নীচে কালী পড়ল, রং কালীমেড়ে গেল, মারকুলীর প্রভাবে দাঁতের কণ-বণানির খাতিরে দাঁতে মিশি দিতে হলো, আর তিনি 'ছুদের ছেলে বুড়ুলেন।'

বটুক সাঁই গাঁজার টিপ্ সেজে ছটুম গৌসাইকে দিলেন। কস্তাভজাদের বখার নিয়মের উচ্ছন্ন ধারায় লোখ, যে শিষ্যেরা গাঁজা সেজে তা আগে কস্তাকে না দিয়ে টানুবে না। গৌসাই গাঁজায় যেমন টানমারেন অম্লি হাঁফিয়ে দম্‌দম, তাতে কাসী এসে তাঁকে 'খুঁদ্রো ফুল' দেখিয়ে দিলে। তাঁর ছুটীচক্ষু কপালে উঠল, ঝরঝর কোরে ঘাম পড়ল, গলা ঘুঙড়ি বালসার মতন রকমরকম বোল বের কল্লে তার ভেতর ঘড়্‌ ঘড়্‌-যো শব্দে রথ চল্ল, গায়ের সির যা কখন দেখা যেত না দেখা দিলে, চোক বেয়ে টস্‌ কোরে জল পড়ল, মুখে ফেণা কাটল, শিষ্যেরা মনে কল্লে বুঝি গৌসাই শ্রীকৃষ্ণ ভাকেন, কেউ কেঁদে উঠল, কেউ 'ও মা গৌসাই যে কেমন করেন' বল্লে, বটুক সাঁই বল্লেন, 'ও গো মাসকল (ওঁ বিটু) ও গো ভাই ভয়ীরা ভয়' নাই, গৌসাই ভক্তির মহিমে দেকাচেন, কষ্ট না হলে ধম্ম হয় না, গৌসাই মোনে কল্লে কষ্ট হোতে মোক্ত হোতে পারেন, গৌসাই তা কোরবেন না, গৌসাই ছার শরীরের ভাল চানু না, গৌসাই ইন্দ্রিয় সুক অগ্রাজি করেন, গৌসাই দিষ্টাস দেকাচেন, যে ধম্ম কাঁটাবোন আর অনেক কষ্টে কস্তাকে পাওয়া যায়, কস্তা যে কি বস্তু তা গৌসাই দেকাচেন, আর এই সোমায় যে সোমায় তোমরা অন্দকায় দেকচ, গৌসাই অন্দের নড়ী কিরণের ধোন কস্তাকে দেকে প্রাণ ঠাণ্ডা কচেন' এই বোলে গাঁজাতে দম দিয়ে

‘গাঁজাতে দম লাগিয়ে লাক টাকায় এক কিশুর হাতী’

বোলে গান ধরলেন। হেমাঙ্গ বসাক ছুটুমেয়' দশা দেখে কাতর হচ্ছিলেন বটুকের আশ্বাসবাক্যে কিছু ঠৈখ্যা হলেন, গৌসায়ের কিন্তু চক্ষুস্থির, শেষ এমন হলো যে তিনি নড়েনও না চড়েনও না, খালি থেকেথেকে তাঁর এক দীর্ঘ শ্বাস বেরচে অনেক ক্ষণ পর গৌসাই একবার চাইলেন, অগ্নি চোখ বুজলেন, আবার কাসলেন, ফের 'রিলাগ্‌স' হলো, এক জন নবীনা স্ত্রী গজাযাত্রার পরামর্শ দিলে, এমন সময় গৌসাই ফের চাইলেন, আবার চোক বুজলেন, একবার মাথা মাতুলেন, বটুক সাঁই 'খনিখনি আশ্বিনী খনি ক্রমেছিলেন' বোলেন ছোট দিদি 'ও বোন ভেব না' কস্তা সামান্যি বস্ত্র নন্দু ওঁর নীলেয় যে মোজেকে সেই বুকেচে' বোলে য়েয়েদের শাস্তনা কোরে একটু কাফ-কান্না কাঁদলেন; তখন গৌসায়ের চেতন হতে সুর হলো, ক্রমে তা গজিয়ে উঠল, শেষে যখন তা বোল আনায় পৌঁছল তখন গৌসাই এক 'হাঃ' কল্লেন, বটুক কাঁদতে লাগলেন, তাঁর ভারী ভাব লাগল, গৌসাই অক্সা থেকে আক্সেলে এলেন। খনিয়র খনি লেগে গেল, 'ভিটে তোল' 'বুজুম—বুজতা'বুজুম' বোলে খোলখড়াল বেজে উঠল, বাবাজী চেহারার শিষ্যরা কস্তার সঙ্গে 'এ রি, আ, আ' সুর টানলেন,—সুর জোমে গেলে কস্তা বাউলের সুরে এই গান ধলেন;—

সহজ মানুষ আলেক নতা

আলেকে বিরাজ করে বাইরে খুঁজলে

(তোলা মন বাইরে খুঁজলে) পাবে কোতা ?

আলেক দুনিয়ার মাজে,

আলেকে সাঁই বিরাজে,

আলেকে খবর নিচে, আলেকে কয় কতা।

দেখ আলেক গাছে ফুল ফুটেচে,

ও তার সৌরভে জগৎ যেতেচে,

আলেক হয় গাছের গুঁড়ি, ভাল ছাড়া রয়েছে পাতা।

গানের ধুম লেগে গেল, ভাজ পুরুষরা হরেক রকম হেঁড়ে গলায়, স্ত্রীরা কেউ বামা স্বরে, কেউ নাকি স্বরে, কেউ কুম্বরের স্বরে, আশর মাৎ কোরে ভুলে, ধুমধড়াক্সা রগড় লেগে

গেল, গোলমাল মেয়ে পুরুষের মধ্যে ইশারা আস্তা—এর গায়ে ওর ঢোলে পড়া, দৈবের দোষ দিয়ে হতে লাগল। বটুক সাঁই কুঁদে কুঁদে ‘খেইখেই ভাখেই, ভাতাখেই’ কোরে তুড়ী দিয়ে নেচে ‘গৌর প্রেমে কতায় মজ’ বোলে গৌরের প্রেমে মেতে নেড়ানেড়ীর কেশরী আরম্ভ কলেন, মেয়েদের মাঝে হুড়াহুড়ী আর অন্ধকাবে কত রকম ঢেলাফেলা খেলেন, নানা রকম আওয়াজ ছাড়লেন, কেঁদে কাটালেন, গৌঁগাঁ কলেন, জানালেন যে তাঁর স্বপ্নে কতটা চেগেছেন, শেষ সপ্তমে চোড়ে সামালতে না পেরে এক মাগীকে নিয়ে ঘুরে পড়লেন। ছটুম গৌঁসাই ঘুমন্ত স্বপ্নে দেখা-গোচ এক রকম নিঃস্বপ্ন গান গাচ্চেন, অর্থাৎ তিনি যাত্রার অধিকারীর ন্যায় কাণে হাত দিয়ে চুপিচুপি সুর ধরিয়ে দিচ্চেন, তাঁর এর বেশী হবায় সাধ্য নাই। গান থামল, পাড়াপড়সী বাঁচল, বটুক সাঁই গাঁজা সাজলেন, ছটুমকে দিলেন, ছটুম ‘নেম রঞ্জে’ গোচ আলগা টান টেনে বটুককে দিলেন, বটুক কোল্কেফাটা গোচ টেনে আমাদের সেই বাবুটিকে দিলেন। কোন্ বাবুটি? যে বাবুটি হেমাঙ্গকে কস্তুরি কাছে নিয়ে যান। বাবুটি গাঁজা টানেন না চরস টানেন, বাবুর নাম সোণারচাঁদ, তিনি রসিকতায় যাত্রার ছকুবাবু বুদ্ধিতে ঢেঁকী, আর কুমন্ত্রণার গোড়া। তাঁর নিবাস সেই অঞ্চলের আঁস্তাকুড়ে, তাঁরা পুরুষানুক্রমে কোম্পানীর কাগচের দালালী করেন, আর তিনি নিজে উকীল মল্লীক কোম্পানীর অর্টীকেল ক্লার্ক। বাবু একটি সেতারে অন্ত্রিগণ্ডক গত্ বাজাচ্চেন, বাবুর এম্মি খুন্ হাত যে তাতে সম্ভত চলে না, তাতে অরসিক শ্রোতারী বুঝতে না পেরে ‘এ কেঁইমেই বাজনা থামলে বাঁচি’ মনেমনে করচে। সেতার থামল, ছটুম গৌঁসাই এক ‘হাঃ’ কলেন, সকলে চুপ, বটুক সাঁই চোখ বুজে বুকে হাত দিয়ে ভক্তিতার প্রকাশ কলেন, ছটুম গৌঁসাই টিম আওয়াজে মেয়েলি চংয়ে ভজন আরম্ভ কলেন।

‘বড়ীর নত হারিয়েচে বড় খুজতে যাচ্ছে’ মেঘ ডাকলে অবাধ ছেলে এই বুঝে থাকে, ভেবে দেখ এতেও গুটুছ আছে, শিশু যদিও মার প্রতারণায় ভুলে যায়, তবু তার এমন জ্ঞান

হয় যে ঐ শব্দের কোন কারণ আছে, যেমন আশ্রয় না থাকলে আশ্রয় থাকতে পারে না, যেমন অগ্নি না থাকলে পর্বতে ধূয়া হতে পারে না, শিশু তেলি সেই মহাপ্রভুর চমৎকার মহিমায় মনে করে যে আকাশে কার হাতে কি কাজ হচ্ছে। ধর্মের ধর্ম স্বভাবতঃ জন্মে, শুরু উপদেশে তার মলা কেটে যায়, শুরু বিনে গতি নেই। ধর্ম না থাকলে রাজ্য ছারখার হতো, (কোনু না হয়েছে?) দেখ একটা কাককে মাল্লে হাজার কাক জড় হয়, এতে আমাদের চোকে অঙ্গুল দিয়ে দেখান হয় যে, ধর্ম আছে বই কি, আর দেখ আমার শ্বাস হওয়ায় কে না কাতর হয়েছিলেন? আপনাদের মধ্যে কেউকেউ আমার দলে আসেন নাই, বোধ করি আসবেন, (বটুক, 'তার সন্দ কি') আপনারা ধর্মতঃ বলুন তা দেখে আপনাদের দুঃখ হয়ে ছিল কি না? ('হাঁ হয়ে ছিল' বোলে সকলের সায়) তা হবেই, আমি তা দেখিচি, আমার চোক বুজে ছিল, আমি তাতেও দেখিচি, আমি কি দেখি কতাই দেখানু, বোধ করি আপনাদের দেখাতে পারেন (বটুক যাড় নেড়ে 'ঠিক') কিন্তু তা বড় সহজ নয়, কথায় বলে 'যত্নে রত্ন মেলে' ঘুমন্ত যিনি দেখানু, ঘুমন্ত যিনি চেয়ানু, তিনি কি সামান্য রত্ন? তিনি কি টাকা, না কড়ী না পয়সা? যা মোটা বোয়ে আন্তে পার,—ভিক্ষে কোরে আন্তে পার,—আল-উপকা গেতে পার। সে রত্নের কিম্বৎ নাই, জহরী তা চিন্তে পারে নী, কেউ তা হাতে গেয়ে হেলায় হারায়। লোকে মনে করে 'মনে কল্লই কতু পাওয়া যায়' এ কত বড় জ্ঞানি? যোগেশ্বর, মুণীশ্বর (দেবেশ্বর, কেশবেশ্বর ফাঁক গেলেন!) যাঁকে যুগযুগান্তে ধ্যানে পান নাই তিনি কি ছকুমে হাজির হবেন? তিনি সকল জায়গায় আছেন, (অঙ্গুলি নির্দেশে) ঐ গেতেনেতে আছেন, (সকলের গেতেনে নজর আর বটুকের কান্না) ঐ দেখ তিনি কুলুঙ্গীতে এসে বসলেন, (সকলের তথায় দৃষ্টি) আহা! কি রূপ, কি ভঙ্গিমা, যেন কত শতশত পদ্মরাগমণি জ্বলে দেচে, কি মধুর হাসি, কি নটবর ঠাম,—কি মোহন মুক্তি?—দেখে প্রেমী জনের মন কেড়ে নায! নয়ন জুড়াল, ঐ বনমালার কাছে মল্লীকে ফুস ঝক্কারে, আহা! তোমার প্রেম-রসে মন

উল্লাস হচ্ছে, এমন মধুর প্রেমে যারা মাথা হয়েচে তারাই জানে আর ভুমিই জান প্রেম কি পদার্থ! যে দিগে চাই সব অঙ্ককার, সর্ব মায়া জড়ান ভোজবাজীর খেলা, মায়ায় মোজে আমাদের মুখ নষ্ট হলো, পরের জনোঁ কাতর হয়ে— পরের মন যুগিয়ে পিঁজরের পাখীর মতন পরের বশে থেকে আমরা আশা মুখ সকলি খোয়ালেম্। আমরা একদণ্ড স্বাধীন নই, কেউ আমাদের নয় তবু আমারআমার কোরে অল্পখেতে দিন গেল। আমাদের ধর্ম প্রেমময়, তাতে কাঁটা নাই, ঝাঁটা নাই, মাচকোফের নাই, মন এর গোড়া, সরলতা এর পাতা, দয়া, দান, ভাল পালা, আর ভক্তি এর গুঁড়ি। পরের সোণার জিনীস মাটির মতন দেখ, পর পুরুষকে ভায়ের মতন দেখ, পরস্ত্রীকে ভয়ীর মতন দেখ আর সকলি প্রেমময় জান।

‘মহাত্মা দুলাল গাল এই ধর্ম সংস্থাপন করেন। গাল মহাশয় পূর্বে এমন দুঃখী ছিলেন যে কখনকখন তাঁর দিনান্তে অন্ন যুটত না, এক দিন তিনি এক ফকীরকে গাঁজা খাইয়ে সন্তুষ্ট কোরে তাঁর কাছে কিছু সার বস্ত্র প্রার্থনা করেন, ফকীর ভাত খেতে চান, দুলাল ভাত আন্লে তিনি তাঁকে সেই ভাত গজার অপর পারের আর এক ফকীরকে দিতে বলেন, দুলালের পেরুণির কড়ী নাই, ফকীরের চমৎকার মায়ায় তিনি স্বচ্ছন্দে হেঁটে গজা পার হন। দুলাল ওপারের ফকীরকে ভাত দিলে ফকীর ক্রোধে ছোলে উঠে তাঁর সঙ্গে এপারে আসেন, এ পারের ফকীর তাঁর পায়ে জড়িয়ে পড়েন, তাতে ওপারের ফকীর এক মুড়কতে সৈঁধন এপারের ফকীর তাঁর পেছন ধোরে মুড়কে প্রবেশ করেন। দুলাল মনে করলে তাঁদের সঙ্গে নির্দোষ গেতেন, তিনি তা না কোরে প্রথম ফকীরের স্থানে কোন সার বস্ত্র যোগ্য করাতে ফকীর তাঁকে এক ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে বলেন, যে তিনি এ কাঁথায় বোসে যাকে যা বলবেন তা নিশ্চয় সিদ্ধ হবে। সেই কাঁথা আমাদের সর্বস্ব, ঘোষণাডায় দোলের মেলায় তার একখানা নকল মাত্র পাড়া হয়। কস্তুরী-ভজারা সামান্য কথায় বলে যে ‘মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা তবে হবে কস্তুরীভজা’ আজকাল কালের কুচক্রে ঠেকে একথা উপহাসের মধ্যে হয়েছে, আত্মতত্ত্বই এই ধর্মের সার, আত্ম-

জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, পরমাত্মা এই দেহ-স্বর্গে বিরাজ করেন, কর্তা-ভজার। এই স্থির কোরে 'এই-দেহই পুণ্যক্ষেত্র, 'অহং কর্তা' আমি আত্মারই ধ্যান কর' মনে কোরে, রূপ কল্পনা না কোরে আত্মতত্ত্বেই মগ্ন ছিলেন। পরে কালেতে অভ্যাসত্যাগ দোষে জীবেশ্বরীয় শোকের অভাবে আমাদের উপাসকের। সারতত্ত্ব ছেড়ে ইন্দ্রিয়-সুখের পরতন্ত্র হয়ে, ধর্মের পথ অধর্মের রোধ করে। আমি তাদের দুর্নীতি সহিতে না গেলে সকলের মনরঞ্জন এই ধর্ম স্থাপন কোরেছি, তাতে ঘোষণাওলাদের সঙ্গে আমার মতান্তর ও মনান্তর হয়। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ কি গৌরোদেব উপাসনায় আগন্তি করেন না, জগন্নাথের বিষয়েও আগন্তি নাই, বাবা-ঠাকুর আর ঋষি-কেকটর বিষয়ে তাঁদের ভারী আগন্তি, আমার মতে কিছু ভেদাভেদ নাই, কি হিঁদু, কি খৃষ্টান, কি ব্রাহ্ম, কি নাস্তিক, (বালীক নয় ?) কি আঁতুড়ে ছেলে, আমাদের দলে ভুক্ত হতে পারে, এতে কালেতে এই ধর্ম পৃথিবীতে একাকারে ব্যাপ্ত হবে (তা হয়ে এলো)। জগন্নাথ দেব কর্তাভজাদের প্রথমে পথ দেখানু, তাঁর রাজ্যে জাতিবিচার নাই। চৈতন্য, জগন্নাথের মত সুক্স জেনে তাহা প্রবল কোরে তোলেন। গুণানন্দ জন্মস্থানের গোলযোগে যদিও সে মতে চলতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁর হতে সকলের সমান হবার উপায় হয়েছে, বাবা ঠাকুরকে ভ্যে পূজা করে, তাঁকে ভক্তি কল্লৈ যদি দোষ হয় তবে হিঁদু মায়েই দোষী। কার বাড়ীতে না বাবার পূজা হয় ? বিয়ে হলে বাবা—ছেলে হলে বাবা—অন্নপ্রাশনে কর্ণবেধে বাবা—শাপমন্ত্র মেগে নেবার বেলা বাবা—তোমরা একবার বল বাবা ('বাপা' বোলে শিষ্যদের প্রণাম) কোন্ পোয়াতি না বাপাকে ভয় করে ? বাপা কাঁচাখেগো দেবতা (বটুক—'তার সন্দ কি ?')। ঋষিকেকটর ধর্ম আহারের বিচার—জৈতের বিচার নাই, যথার্থ এই ব্রাহ্মধর্ম।'

হট্টম গৌসাই এ প্রকারে ভজনা সাজ কোরে খরখর কোরে-কৈপে চিংগাত হয়ে শুয়ে পড়লেন, সকলে 'হাঁহাঁ' কোরে তাঁকে, ধোরে কল্লৈ, 'ওগো বাতাস দাও, জানুলা ছাড়' বোলে কেউ আঁচল, কেউ কোঁচা, কেউ পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস করতে লাগল, এক মাগী 'ও মা কি হলো' বোলে ডাকছেড়ে কাঁদতে

বোসল, গোঁসাই ঐ মাগীর কিছু ধারণে। ছোটদিদির বুকখান দড়াস কোরে বেজে উঠল; বটুক গোলেমালে চণ্ডীপাঠ কর্চেন, তিনি আগ্নার কর্ণেই ব্যস্ত, বসাকজী গলাবার পথ দেখ্চেন সোণারচাঁদ বাবু, উইল ও এডমিনস্ট্রেশন্ নিয়ে পড়লেন, কীর্জনে বাবাজীরা গজাযাত্রার ফুরাণ আঁট্চেন, এমন সময় 'ভিড় ছাড় ভিড় ছাড়' বোলে ছোটদিদি সকলকে সরিয়ে দিয়ে গোঁসায়ের মাথা কোলে ভুলে তাঁর চোখেমুখে জলের ছিটে দিতে লাগলেন আর ক্রমিক বাতাস কল্লেন, বাতাস কর্তে-কর্তে গোঁসাই একবার চম্কে উঠলেন, এক বাবাজী 'বুঝি হলো' বোলে উঠল, গোঁসাই একটু নড়লেন, এক মাগীর ঘাড়ে পা ভুলে দিলেন, মাগী চাপা পড়ল, মাগী 'ও মাগো' বোলে গোঁসায়ের পা ডুম কোরে ফেলে দিলে, গোঁসায়ের চেতন হল, গোঁসাই 'কর্তা হে তোমার ইচ্ছে' বোলে উঠে বসলেন। সিম্মির আয়োজন হলো, শিষ্যরা সিম্মির উপলক্ষে, কেউ গয়সা, কেউ সিকি, দুআনী, টাকাটা, দিতে লাগল, এক বাটী দুধে ময়দা, বাতাসা, শুক দেস্তয়া সিম্মি সকলের হাতে বাঁটা হলো, বড় এক খোঁরা দুধ আর বড় এক গোছা রুটী আর গোটা-কত বাটী এলো, ফি বাটীতে দুধ রুটী ও চিনি দেওয়া হলো, আর তার এক বাটী এক জন, এক বাটী দুজন, এক বাটী তিন চারিজন কোরে ভাগ কোরে নিয়ে একত্রে বোসে হাপুরহপুর কোরে খেতে লাগল, হেমাঙ্গ কর্তার অনুরোধে একটি বাটী নিলেন, কর্তার প্রসাদ কেউকেউ সাধ কোরে খেলেন। খাওয়া হলো, গাঁজা চলল, নতুন কোড়ে-রাঁড়ী ভর্তি হলেন, কর্তা ও বটুক সাঁই হেমাঙ্গকে মহা সন্মান কোরে 'মশয় আমাদের যেন ভুলবেন না, আবার যেন দর্শন পাই' বোলে বিদায় কল্লেন, আমার কথাটি ফুরাল ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

মাইকেলের উদ্যোগ ।

নীরদ চন্দ্র রমেশ্বরী টেনে গোলাবীগোচ নেশু কোরে বোসে আছেন, তাঁর মনে হঠাৎ খেয়াল হলো যে তিনি কুড়ে হয়ে-

চেন, দিন-পাঁচ-ছয় হেলায় হারিয়েচেন, এ কয় দিন কত রগড়, আয়েস, গটরা, ধূমধাম, খুমখারাব হতে পারত, এতে তাঁর মনে কি সাধারণ আগ্ৰাস হয়? তিনি আর আল্‌সেম সইতে না পেরে বাদসাই কুড়েকে বললেন, ‘ওহে আমাদের পাঁচ-ছ দিন যে হেলায় গেল, মনে কর এতে কত মজা হতো।’

বাদসা। ‘এই কদিন মজা রং তামাসায় মাত করা যেত সুদু মজা।’

(নাকে কাঠীদিয়ে হাঁচতে চৈতন্যাক্রম প্রবেশ ।)

(ফকরার প্রতি) ‘আরে কে হে গুল্পগামানিক যে, দেখো যেন আমাদের গায়ে হেঁচ না, আঃ কি বেআক্কেলে লোক, ভদর লোক বোসে রয়েছে না নাকে কাঠীদিয়ে হাঁচি।’

এই সময় বাবাজীর নাক চার-বারল্ রিভলভার হয়ে নাক দে মুখদে পৌঁদদে আওয়াজ বেরল।

ভয়রো। ‘মোশার হলো না বাঁকী আছে?’

বাদসা। (নীরদের প্রতি) ‘মশয়’ দেখলেন কি আক্কেল? চৈতন্য। ‘আরে রঙ, খুব ইয়ারকি শিকেচ, আমার বুজ্জি মানুষের প্রাণ নয়, বাবা একদণ্ড হাঁচবার যো নেই।’

বাদসা। ‘ভুমি জন্মজন্ম হাঁচ, এখন মাথার তুমুড়ীটি ছেড়ে এসে কথা কও।’

চৈতন্য। ‘মোরে যাই, অঁহা! হেসে যে অজ্ঞান।’

নীরদ। বাবাজি! আমরা এই মাস্তুর বলাবলি কচ্ছিল যে পাঁচছ দিন অব্যর্থ, (?) গেল, এতে কতনাকত মজা হতো—(বাদসার প্রতি) কেমন হে?’

বাদসা। ‘ঐ যে বল্লুম, মজা ছেড়ে রংতামাসায় সেরটা কুঁপিয়ে দিছুম।’

চৈতন্য। ‘এত দেশ থাকতে ফোঁপাম কেন? আমাদের তো মাথাপ মরার দায় পড়ে নি, কি অলুফুন!’

কোনকোন লোকের এল্লি স্বভাব যে আপনার আহান্ন-কিতে অপ্রতিভ না হয়ে যখন দেখে যে এড়াবার যো নাই তখন কথার ফেরে—উল্ট চাপ দিয়ে কি রেগে—নয়ত গাল দিয়ে আপনাদের দোষ ঢাকতে যায়। কেউ আবার গুণরচালাকী কোরে আপনার অসঙ্গত কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। বাদসা

তাদের মধ্যে একজন, বাবাজী তাঁর ছল ধরাতে তিনি, জবাবের আর পথ না পেয়ে ‘আমরা আমোদআল্লাদকে কৌপানো বলি আমরা হাওয়া চিবিয়ে খাই, ওরে ভুই চন্নােমেশ্বর কি বিষ্ণুপাদুকা না খেয়ে বাড়ী থেকে বেরুস নে, তোর ভারী বুদ্ধি হয়েছে দেখিস যেন কেউ দিষ্টি দেয় না।’ বোলে আপনার আহাম্মকি উড়িয়ে দিলেন।

ঠৈতন্য। ‘এমন না হলে কি ছেলে, ছেলে মাকে বাপের পরিবার বলে, বাবাকে বাড়ীর সরকার বলে, আর বিষ্ণুপাদোদককে পাদুকা বোলে আশ্বি খায়।’

আচাভুয়া। ‘বাবাজি, কি হলো? আমি তোমাদের কত কিছুই বুঝতে পারি নি, হাওয়া কি আবার চিবান যায়?’

(সকলের খিলখিল কোরে হাসি)

বাদসা। ‘তা নইলে তোমায় আচাভুয়া বোলবে কেন, (আচার দাড়ি নেড়ে) ঠিক বোলেচ বাবা।’

ঠৈতন্য। (বাদসার প্রতি) ‘ওরে গণ্ডমুখু কাগড়ে কি আশ্রণ চাকে? বাবা এবার ভূমি কোতায় যাও, তোমার ভেকুনারিতে ফুঁগনকে হাসি বলে, কাসন্দীকে শুড় বলে।’

বাদসা। ‘আর আমার বাসুনারিতে বাবাজীকে মুদ-ফরাস বলে।’

নীরদ। ‘যা হোগ বাদসা, বাবাজী তোমায় বড্ড নিচে।’

আচা। ‘আজ্ঞে না টেক বাবাজী ওঁর গায়েও হাত দেন নি।’

(হাসিগটুরা)

বাদসা। (আচার প্রতি) ‘ভূমি কেন মিথ্যে কইলে? বাবাজী আমায় মারলে বই কি।’

আচা। ‘আমি ধন্যতঃ বল্চি,—বাবাজী আবার কখনু মাল্লেন?’

ভেড়াকান্ত। (নীরদের প্রতি) ‘দেখচেন, আচার কি শাদা মন, গোয়েটার বোলেচেন যে, মন এমন transparent যেমন বরফ।’

সকলের এতে হা হা কোরে হাসি, সকলের বিশেষ প্রীতি হলো, পরে নীরদচন্দ্র বল্লেন, ওহে একথাসেকথায় আসল কথা যে চাপা পড়ে, মতুন একটা মতলব খাটানো বাগ, চল কাল বাগানে গিয়ে একটু আয়েস করি।’

বাদসা। ‘মশয়, এবার কি রকম আয়েস বলেন, বাবাজীর মালপো-ভোগ গোচতো নয়? কি বেসেরেস্তা লোক, তা-বল্লেই-তো হতো যে আমার পয়সা জোটে না, তাঁ নয় কতকগুল চেলের ঞ্ড়ির পিণ্ডি আমাদের ভাগো ছিল।’

নীরদ। ‘কেন আর বাবাজীকে লজ্জা দাও।’

আচা। ‘সত্যি কতায় লজ্জা কি মশয়?’

টৈতন্য। ‘মশয়, আমাদের অনেক দিন মাইকেল্ হয় নি, (হা হা সকলের হাসি) বাগানে এক দিন মাইকেল—’ (হাসির ধুম)

বাদসা। ‘এঁর জ্ঞান টনটনে, ইনি মাইকেলকে মাইকেল বলেন।’

নীরদ। ‘সত্যি হে, বাবাজীর কথা আমার বড় মনে লাগচে, কাল চল বাগানে মাইকেল দেওয়া যাগ, বসাকজীর মঙলা মজ্জলিসে নেওয়া যাগ—(হেমান্নের প্রতি) কেমন হে তুমি কি বল?’

হেম। (আত্মাত্ম কোরে) আজ্ঞে, আমি মজ্জলিসের যুগি নই।’

আচা। ‘তুমি আবার যুগি নও, তো আমি বুজি যুগি? তোমার চেহারাতেই যে আসর মেরে রেকেচে।’

আচার কথায় সকলে হেসে খুন, সকলে তাক্ হয়ে রইলেন, নীরদচন্দ্র বলেন, যে, ‘আচার একএক সময় আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।’

ভেড়। ‘তা আশ্চর্য্য নয়, মেন্টাল সায়েন্সে লেখে যে, পাগলেরও একএক সময় lucid moment হয়ে থাকে।’

বাদসা। ‘রামরাম! তোমার নিজের ছিটের কন্সর কি? বাবা গেলেম, এবার নায়শাস্ত্র না কি সায়েন্সে পোড়ে ইয়ারকি দিতে আসরো।’

আচা। ‘তুমি রাগ কর কেন? উনিও তো শাস্ত্রের কথা কোচেন।’

টৈতন্য। ‘তা নয় হে, যাকে বলে ভাজাচাল তাকে বলে মুড়ী।’

বাদসা। ‘নাও, কোথায় ‘ধান ভাংতে শিবের গীত’ ওরে ভুই মনসার ভাঞ্জন শিক্তে পারিস্ তা গেয়ে ভিক্ষে কল্লে পয়সা হয়, বাবা ইয়ারকিতে পা দিও না, পিচলে রেখোরে মারা যাবে।’

আচা। মনসার ভাষান ওস্তাদজী তো জানেন।

ভঁয়রো। ‘হামায় লিয়ে টানুচ কাহে?’

ভেড়া। (নীরদের প্রতি) লর্ড বেকন লিখেছেন যে, বাগান শরীরের স্বাস্থ্যবিধায়ক, এর Scenery রমণীয়, গাছপালা, ও ঘাসের গ্রীণ রংয়ে, চক্ষু ঠাণ্ডা হয়, মনের স্ফূর্ত্তি হয়, তাতে কোরে পাহা বিধান করে।’

বাদসা। ‘একেই বলে ‘ধান ভাংতে শিবের গীত নেজ পাস্‌ করা বাব, আর কি পুখী আওড়াবেন, না আপনার এই পর্যন্ত পুঁজীপাটা? তোমার মতন বিদো হলেই গেচি আর কি।’

চৈতন্য। ‘তোমার কেমন রোগ হে, সকলের পোঁদে লাগা, আপনার বিদোতো চার-চেরা?’

বাদসা। ‘বহু আচ্ছা বাব—এর ভেতর চেরার কথা কেন? চেপে যাও বাবা, চেপে যাও।’

চৈতন্য। ‘খাম্ খাম্ তোর আর জেঠামতে কায নি, হরি হরি!’

বাদসা। ‘বাবাজীর হরির সঙ্গে কতক্ষণ ইয়ারকি সম্পর্ক হুচল?’

চৈতন্য। ‘আ-হ্যা-হ্যা! মনে কর ভারী কথা ‘কিচ্চি, তোমার মুখের মতন * * * হয় তবে খেদ যায়’ (বোলে বাবাজী উঠে যান।)

নীরদ। ‘আরে চট কেন, ইয়ারকি বোজনা?’ (বাবাজীকে হাত ধোরে বসান)

বাদসা। ‘মশয়, যেতে দিন ও এ মজলিসের যুগিয়া নয়।’

চৈতন্য। ‘তোর বাবা এ মজলিসের যুগিয়া নয়।’

নীরদ। ‘আর বাবাজীকে ঘেঁটিয়ে কায নেই, আজ এক পালা আচ্ছা গাওনা হলো, রংয়ের হেঁপায় আমার প্রোপো-জেল্‌টি মাঠে মারা যাচ্ছে।’

আচা। ‘গাওনা কৈ আর হতে দিলে? ওস্তাদজীতো এসে-ইচেন, তা যে গোল তাতে গাওনা করবেন কি।’

বাদসা। ‘আরে বাবু ক্ষান্ত হ, কি বুজতে কি বোজে, বাবুর নবরত্নের সভা, তার মধ্যে বাবাজী টেকা হয়েচে।’

এইখানে বাবাজী আর না সইতে পেরে দাঁড়িয়ে উঠে বাদসার গিঠে এক কেঁংকোরে লাথী ঝড়িলে,—সকলে হো-

হো কোরে উঠল। নীরদ চন্দ্র বাবাজীকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা কোরে এই স্থির করলেন, যে, পরদিন প্রাতে তাঁরা বৃসিংহ নগরের বাগানে যাবেন, তার জনোকুকের বাড়ীর ১০ খানা জুড়ীগাড়ী—হাঁচড়া-গাজীর রাইবামিনী বাই, আর এক সম্পূর্ণ কংসার্ট-ওয়ার বায়না হলো। কংসার্টওয়ার বায়নার কথায় তো ছোলে উঠে ছিলেন, শেষ রকমসকম কোরে তাঁরা খার্ড পাটির হাতে বায়না এক্সেসপ্ট করলেন, তাঁদের আর বাইজীর দলের জন্যে বটতলার-চতুর্দল বরাদ্দ হলো। এ ছাড়া মিঠাইওলা, ময়রা, গোয়ালী, যে যার বায়না পেলে। উৎকৃষ্ট জামেকা রমেশ্বরী, সাম্পোন্সেরী, মায় ধানেশ্বরী, এসেওয়ায় ঘোড়শোপচারের উপযুক্ত সিক্তি মাজম, গুলি, গাঁজা, চরস, প্রভৃতি ছয় রাগ,—আর মিঠে, কড়া, মিঠে-কড়া, ভেলসা, খাসঅয়ুরি, ইরানী, মোগোলি, মানিক-মুক্তজারা, বাদসাই, প্রভৃতি ছত্রিশ রাগিনীব ফরমাজ হলো, পরে হুকুম হলো যে, এর উপযুক্ত পানিঘর, তোড়ঘোড়, মেরুলুটকি, যেন পৌঁছয়। বাবুর বাড়ীতে একটা কৈলে বাছুর ছিল, বাবু বিবেচনা করলেন যে, 'নিতিনিতি পাঁটা খেয়ে অকৃষি হয়েচে, বড় দফার মাস উইলসনের বাড়ী না হলে হয় না, তবে যা রাগপাকী, বকুবক, হাঁসটা, মাজেমাজে চোলে থাকে। কৈলে বাচুরটি আছে, থাকতে কেন ক্লেণ পাই, তবে পাঁচে বাড়ীর ভেতর টের পায়, তা এমন গোল কোবে দেব যে বাচুরটা যেন ছুট্কে পালিয়েচে' এই মনে কোরে সইসের উপর হুকুম হলো যে আস্তাবলের ৪টে মোরগ আর বাছুরটা পরদিন জবাই কোরে বাগানে পাঠায়।

বাবুর ছেলে-পিলে নাই, (বড়মানুষের তা অল্প ঘোটে থাকে) পাড়ার একটি টুকটুকে ছেলে ধারকোরে তার সঙ্গে ভাইপো পাড়িয়ে তাকে নেমন্তন্ন করতে পাঠান হবে, কিন্তু তার সঙ্গে এক জন সিয়ান লোক, চাই,—তার অভাব নাই, নল, নীল, গয়, গবাক, সকলেই বর্তমান। বাবুর বাদসার উপর ভার হলো, বাদসা তাতে নারাজ, বললেন, 'আমার পেট ফুটফাট করে' বাবাজী অগ্নি যে পেয়ে ঠোকর মাল্লেন, 'হ্যাঁ এর বেলা পেট ফুটফাট করবে, কাল কচুয়ী খাবার বুঝা দেখা যাবে।' বাদসা কন্ঠের বেলা বেস উপস্থিত ওজর সংগ্রহ

কোরে রেখেছেন। বাবু শেষ মকর-গজ্জাল-গোচ ভাইপোর সঙ্গে বাবাজীকে পাঠালেন। নিমন্ত্রণের ফর্দে ইয়ারগোচের জাত-কুটুম্ব,—আসর-জমকাল মজলিসি গাইয়েবাজিয়ে বাবু, সৌখীন চোরাগোষ্ঠানু পেসাদার বাবু, আদালতের ফেরৎ যোচোর করানী—এ সেওয়ায় বাবুর ল্যাবেণ্ডার ইয়ার, স্কুলের আশা-বাচ্ছা চুণেপুঁটে চ্যাংড়া ছেলে কেউ বাদ গেল না। পরে যাযা বাকী ছিল সব ঠিক হলো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাইকেল্।

শনিবারের প্রভাত বুড় বয়সের ছুকরী জীর মতন প্রিয়-দর্শন। শুক্রবারের রাতটি যেন বিয়ের রাতের মতন হেসেখেলে পোহায়, সূর্য্যদেব স্কুলের ছেলে,—বিশেষ কোম্পানীর আগি-সের কুটের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে, আর মাতালের দরখাস্ত মঞ্জুর কোরে বোধ হয় যেন হিমাংশু হন, কেবল, চিনেবাজারের দোকানদার আর মারচ্যান্ট আগিসের কুটেরা কায়কর্মে বাজার বজায় রাখেন, তাঁদের এরবার অবকাশ নাই। কাগের যজ্ঞিতে যেমন কাকগুল দলবেধে কাকা কোরে মাত্ কোরে তোলে, ঘড়ীতে ২টর ঠং ঠং যা পড়লে স্কুলের ছেলেরা তেমি নাচুতেনাচুতে ফলারে বায়ুণের নেমন্ত্রণ মেজাজে, দলবেঁধে ‘হো হো হৈ হৈ’ করতেকরতে বাড়ীতে এসে। গবর্ণমেন্টের কেরানীর ফেলা যান না, আজকাল কোম্পানীর আগিস স্কুলের বাড়ী, হেড সাহেব হেড মাষ্টারের বেহুদ হয়েচেন। কেরানীগিরিতে আর রস নাই। কেলেসোণা, আধারেমানিক, গোষ্ঠীর তিলকরা শুনুতে মোটা মোটা মাইনে পাম, কিন্তু তাঁদের গাড়ীর খরচে, মদের খরচে, বাকী মেয়ের বিয়েতে ‘ভাইনে আনুতে বাঁয়ে কুলায় না’ শেষে বাড়ী বাঁধা পড়ে। মদ সেকলে একুকেটেজ্ (জুজু কেতার) নেটিবদের সভ্যতার চিহ্ন, আর ছেলের বিয়ে এখনকার বিষয় করবার দাঁও! •

শনিবার নীরদচক্র সকালসকাল উঠে বাদসাই কুড়েকে তলব কল্লেন-তিনি তুলতেতুলতে এলে নীরদ তাঁকে বল্লেন, 'সব হলো কেবল পাণের খিলী আর বড়বাজারের মেওয়ার বায়না হয় নি, তুমি যদি যাও।' বাদসা উত্তর কল্লেন, 'আমি গেলে বাগানে ম্যানেজ করে কে? কেন আচাভুয়াত আনা নেওয়ার কর্তা?' নীরদ উত্তর কল্লেন, 'কর্তা আবার কি? নড়েভো-
লো সব সময় মজলিসের যুগি নয়, তাই তাকে দিয়ে ফাই-
রমাজ খাটিয়ে নিই।' নীরদ খিলী ও মেওয়ার ভার আচার উপর দিলেন। এদিকে তাঁর ইয়াররা জড় হলো, তাঁর চৌঘুড়ী, বেরুচ, ব্রাউনুবেরি, ফেটিন, কারাকেল, বগী, এ ছাড়া ভাড়াটে গাড়ী, গহনার লোকের মতন পজপাল বোঝাই হলো। চৌঘু-
ড়ীতে ছাতে, পেঁছনে, কৌচবাক্রে, শেষ কোলে বসিয়ে লোক চাপান হলো। ইয়াররা কেউ ধোপদস্ত কাপড় ভাড়া কোরে, কার ময়লা কাপড়ই মই, কেউ ভাড়া সাল, বনাত, রাপার, গায়ে দিয়ে ছাতে বোসে রাজাউজীর, হুকাইপঞ্জাই, মাচেন আর বেশাদেবের দেখে 'আজ আমরা এক জন' মনে কোরে ভারী হর্চেনা, গাড়ীর বেগেতে তাঁদের শরীর এল্লি নগজ্-বগজ্ কোরে তুলচে বোধ হয় যেন তাঁরা তার-ওপর-তা নাকখত দিচেন কি নামাজ কচেন। গাড়ীর গড়গড়—ঘোড়ার টকাটক শব্দে রাস্তা কেঁপে উঠল, মুটেমজুর গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান-
দের চাবুক খেয়ে গিঠ গেল। এই অভ্যুত প্রোসেশন্ দেখতে রাস্তায় লোকারণ্য। এর মধ্যে আজকালের কতিপয় উহুতি লোক গুশচাং বাদানুবাদ কল্লেন—

রামকান্তে। 'হ্যান্ডেকচুস্ অ্যারা বুজি অং দ্যাক্তে যাচ্চন।'

ছিটে। 'দুর মেনহু পুষ মাসে অং কি রে? বাবু গোঙ্গা-
যান্তরায় যাচ্চন।'

নিধে। 'বাবু ঠায় জেল বোসে ওয়েচন্ তা গোঙ্গাযান্তরা
কি বলুস্? বাবু খোড়দায় ছেনান্ যান্তরায় চোলেচন্।'

ভোদো। 'তা লয় রে তা লয়, অরা চিত্তেখরীর আস্ দ্যাক্তে
যাবুন।'

ক্রমে বাবুরা বাগানে উপস্থিত। আজ বাগানের কিবা শোভা !

দেশবিদেশী ফুলগাছের কেয়ারি কিবা চিত্তরঞ্জক! কুসুমগুলি
 শ্বেত পীত নীল গাউল লোহিত হরিৎ হিঙ্গুলী বেগুনী সিন্দূরী
 অঙ্গুরাগ, যথাস্থানে স্তবকেস্তবকে মেখে সেজেগুজে আপনাপন
 অঙ্গের বাহার দাড়ে,—কেউকেউ প্রিয়-সমীরণ-সহায়তায় সৌরভ
 বিস্তার কছে। অভূত অরুচিভংগর থলোথলো ফুল,—চিনের
 ঘাস,—পুষ্পবতী লতাবাটিকা—পুষ্পরনীতে পদ্মের দল,—সব্জে
 সিঁদুরে সোনালী মাছেভরা শিল্পরচিত হাঁসের ফোয়ারা,—প্রতি-
 মুক্তি, পরী,—কৃত্রিম বনস্থলী,—সুবিস্তার সেতুবাঁধা ঝিল,—স্থানে
 স্থানে ফুলগাছে-ঘেরা নবীন তৃণাক্ষরে সাজান বাদামে,
 ত্রিকোণ, গোল, আটকোণা, বিশ্রাম-স্থল,—গেলাকার স্তরে
 স্তরে সাজান ফুলের টব,—লৌহ জালমোদা চিড়িয়াখানায়
 হীরামন নুরী মদনা কাকাতুয়া মুগিয়া বিহঙ্গম, আর শাশে
 ফুলগাছে বাগান আলো করেছে। বৈঠকখানায় বিখ্যাত
 ঢাকা খু-
 ইংরেজ মোগল বাদসা ও বাজার লিব চেহারার বড়বড় গিলটিকরা
 তস্বির,—রেফেল, রেনল্ড, টরনবের আঁটখাঁটি চিত্রপট,—বহু-
 বহু গিলটি আয়না,—হরেক রকম এন্‌গ্রেবিং,—কার্পেট ও
 পুঁতির ছবি,—যথাস্থানে সাজান আছে। গোল, ধূদ্রো-
 ফুলে, ঘসা, ফাটিকের সুগঠন ঝাড়,—বিশ-ডেলে প্রকাণ্ড সেজ,
 ছ-ডেলে দেয়ালগিরী,—হরেক রকম ল্যাম্প—বাতি-দান,—
 শামওলা বহু খাটে জরীর বুটাদার রেসমী মশারি তার
 কিন্খাবের চাল, আর বিলেতী জরির কাঁচকা মকমলের শাখা
 —তদ্বিতর টেবিলে সাজান গোর্সিলেন্ জগ্, ডিকেন্টর, ভাস্,
 ফুলদান,—শাশকেসে সাজান সোনারুপার ও রেসমি ফুলগাছ,
 পাখী, শাদা পাথরের ফলফুল, পরী, মূরদ্, জানোয়ার, আফ্রাদে
 পুতুল, খেলনা, শোভা করত্বে ঘরের কার্গিস মর্গল ও ছড়,
 শিল্পপারিপাট্য ও গিলটেতে অপূর্ণ শ্রী ধারণ করেছে। কার্গিসের
 নিম্ন ভাগ মালাকারে আর দ্বার খড়খড়ে চারিদিক লতাগাতা
 ফুলে চিত্তিত। আসরে বহুমূল্যের উত্তমোত্তম কার্পেট, তদুপরি
 স্বচ্ছ মছন্দ পাতা, তার মধ্যোমধ্যে কাচপের কাঁচকা তকিয়া
 গাছেচে, আর নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ছড়ান রহেচে। এই সকলেতে
 উদ্যান সাক্ষাৎ অমরভবন হয়েছে, যে দিকে নয়ন ফিরাই
 সেই দিকে একএক রমণীয় পদার্থ মনকে পুলক-ত্রিপুলে মোহিত

করে, এমন কি বোধ হয় এসকল দেখে দুঃখিপীসার যজ্ঞনা নিবারণ হয়।

নীরদ চন্দ্র সবান্ধবে বাগানে স্নানাহার কোরে মাইফেল ও খানার তদ্বিধ কর্তে লাগলেন। ক্রমে শিয়ালগুল নেমস্তুরর গন্ধে নরক গুল্জার হয়েচে দেখে ‘ও হে ছয়া’ বোলে দূরস্থ বন্ধুদের খবর পাঠালে, ইজুরবা তার দক্ষণ ধেইপেই কোরে নাচতে নাচতে চাল্লি কর্তে লাগল, পেঁচারি ফিলোজকারের গান্ধীৰ্যা ছেড়ে বেরল। শীতকালের বেশা দেখতেদেখতে অবসান হলো। পাখীরা কলরব কর্তেকরতে নীড়ে আস্তে লাগল, দিগা-জনাগণ বাবুদের বেআদপির ভয়ে পূর্বাঙ্কে নিবিড় তুমারে গা-ঢাকা দিলেন, কুমুদিনী শাসরসজ্জায় হা-প্রত্যাশায় প্রাণ-নাথের পথ পানে চেনে আছেন, পত্নীপ্রাণ শশাঙ্ক প্রাণেশ্বরীর বিরহ-যাতনা অগনয়ন আকাশায় হাসতেহাসতে আস্টিলেন, দিগাজনাদের ইঞ্জিতে বুঝলেন যে তাঁকে বাবুদের মাঝে লজ্জা পেতে হবে অতএব তিনি তাড়াতাড়ি মানেমানে ঘনাবরণে সৈঁধলেন, তবে প্রাণকাস্ত্রী একেবারে হতাশা না হন এই কারণে থেকেথেকে মেথের অস্তুরাল থেকে প্রণয়িনিকে দেখতে লাগলেন।

নিমজ্জিত লোক, গাইয়ে বাজিয়ে, জড় হলো। নীরদ গল-লগ্ন-বাসে সকলকে অভ্যর্থনা কছেন, বাদসাই কুড়ে তাতে এসিষ্ট কছেন, কিন্তু বাবু চোখের আড়াল হলে তিনি গৌজা-মিলন দিতে কসুর কছেন না, ‘ওরে তামাক দে—বাবুদের পাণ দে—রামা কোথায়?’ বোলে চৈঁচিয়ে যত হয় সব ম্যানেজ কছেন। বাদসা টোয়ালে হাতে কোরে পেটের নীচে কোঁচার ফুলটি গুঁজে গেরস্থারী চালে কর্ত্ত্ব কছেন। ক্রমে কাঁকোঁ। প্রিংপেড়াং ধনিতে এসরাজ ভানপুরা তবলা মৃদঙ্গের স্বর বাঁধা হলো। উয়রো মিশ্র রামের বজ্জে অধিষ্ঠিত বাজীকির লবকুশের নায় হেমাঙ্গ বসাকের সঙ্গীতবিদ্যার পরিক্ষা নিতে জাঁকিয়ে বসলেন। হেমাঙ্গ চুলটি খোঁটাইকেতায় বাবুরি কোরে আঁচড়ে, একখান কাশীপেড়ে ধুতি তেঁকোঁচা কোরে পোরে, সবুজ বারানসী সাল, কিন্খাবের চাইনাকোট, গায়ে—মাথায় তারই একটি টুপী টেরচা কোরে দিয়ে, একটি হীরের আংটি আঙ্গুলে এঁটে, হাঁটুগেড়ে বসেচেন, এতে তাঁর রূপ এন্নি থুলেছে

যে এত চমৎকার জিনীস থাকতে ভাগ্য লোক নির্নিমেষ নয়নে তাঁকে দেখে। নারায়ণ মোহিনীর বেশে যেমন আশু-তোষকে ভুলিয়ে ছিলেন হেমাঙ্গ বিনা মোহিনীর বেশে সকলকে তেমনি মোহিত কোরে রেখেছেন। কি ভঙ্গি ! কি হাবভাব ! অগাধের কিবা চোরাদৃষ্টি ! কিবা অটুঅটু হাসি—মধুমাখা কথা ! কি শীলতা ! কি নির্মল অকপট মন ! এতে হেমাঙ্গ সকলকে চিত্রপুস্তকের মতন স্থিরভাবে রেখেছেন। তিনি ওস্তাদজীকে প্রথমে, অন্য গুরুজনকে তৎপরে প্রণাম কোরে প্রথমে দেশ ভাষায় এই পদ গাইলেন,—

(সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি ।)

সখি ! ‘শ্যামলি ধবলি’ ফুকুরে কানাই
মোহন মধুর স্বনে মন হরে লয় ।
শুনে বাঁশরী আ মরি ! চঞ্চলিতা হলো
চকরী, চকর আশে আশাপথ চেয়ে !
হেরি বক্সিম ভঙ্গিম সুঠাম সুরূপ
শয়নে স্বপনে,—মদনে মজাল দিয়ে
কলঙ্কের ডালি, তাই, কালী-কলঙ্কিনী,
শ্যাম বিনে এ যৌবনে উন্মাদিনী সখি !

হেমাঙ্গের গান শুনে সকলে ‘বাহবা বহু আচ্ছা জীতারহ বাবা’ বোলে তাঁর প্রশংসা কল্লেন, তাঁর প্রাণতোষিনী সঙ্গীতিতে, মধুময় স্বরে, ললিত তানলয়ে, চিত্ত-বিমোহন হাবভাবে, প্রাঞ্জল স্বভাবে, মজলিসের যাবদীয় লোক তাঁকে ভূয়োভূয়ঃ আদর কল্লেন, সকলে একবাক্য হয়ে বল্লেন যে, তিনি একজন উত্তম সংস্কৃতজ হয়েছেন, ওস্তাদজীর তাতে বিশেষ গৌরব বাড়ল, তিনিও গানে আপনার ক্ষমতার শেষ দেখালেন। পরে ফেলো, পাঁদাড়ে, বিদ্যোভুৎ ভুড়ি, প্রভৃতি দেশওয়াল,—আর আগা বাঁ, বগা মিশ্র, প্রভৃতি পশ্চিমে কালোয়াৎ, কেউ হুদজে ধুপুড় ধাপুড় কোরে, ঘরকাটানে ধুপদ গেয়ে,—কেউ আগাগোড়া বেতালি হয়ে,—কেউ সেতার স্বরৎ তাউস্ এস্ রাজ বীণ ফুলুট, শেষ খঞ্জনী পর্য্যন্ত বাজিয়ে আপনাগন শিরোপা নিয়ে গোঁফে চাড়া দিয়ে বসলেন, পারসি মিশান হিন্দির বোলে ছয়লাব, কোনকোন বাবু

সেই বোলের খাতিরে মোছনমেনে পোষাকে মিয়া-সাহেবের কেতায় বসেচেন। এদিকে মুহম্মদ হুঃ পাণতামাক চলতে লাগল, বাইগুলানী মজলিসে এলো, সে সারঙ্গ-সহায়তায়, মিরবন্দিয় কটাক্ষপাতে, বিপুল হাস্যে, বেশভূষার চটকে,—নাচের ভঙ্গিতে,—হস্তসঞ্চালন-পারিপাট্যে, ও ললিত স্বনে, সকলকে ভুট করে লাগল। কেউ টাকার-উপর-টাকা দিয়ে তাকে গায়েঁষা কর্চেন, বিবির গানে সকলে মোহিত, একটা ভট্চার্য্য তাতে ভারী বিরক্ত হচ্চেন। ভট্চার্য্য মহাশয় সেই গ্রামে থাকেন, এজন্য নীরদ চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রতিবাসীত্ব সুবাদ, ক্রমে তিনি তা থেকে ‘পুষির মধ্যে’ ভর্তি হন, ভট্চার্য্যের তাতেও সানে না, তিনি ফুলের সা-জীতে বাগানের কল্যাণুল প্যার কর্তেও ভয় করেন না,—কেউ আবার ব্রহ্মচারী হয়ে হোমের ঘি চুরি করেন, ইনি মড়া এলেন না। ভট্চার্য্য টুইআঙ্গেল কেতায় পাছুখান মুড়ে খেলো হুকায় তামাক টানতেটানতে ভেড়াকাস্ত নাগের সঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রের বিচার কর্ছিলেন। ভেড়াকাস্ত বলেন, ‘গানের নোট্ (স্বনি) অতি সুশ্রাব্য, উত্তর ভাষায় স্বরকে সুর বলে, বাস্তবিক তা স্বর।’

ভট্চার্য্য। ‘সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বরও যা রাগও তা, রাগ যে ব্রহ্ম, তাতে সুশ্রাব্য হবে না?’

ভেড়া। রাগ আলাপ কল্লেই যে harmonious অহো! সুশ্রাব্য হবে তার মানে নাই, Pope. লিখেছেন,—

“Tis not enough no harshness gives offence,

The sound must seem an echo to the sense.

Soft is the strain when zephyr gently blows

And the smooth stream in smoother numbers flows

But when loud surges lash the sounding shore

The hoarse rough verse should like the torrent roar.”

ভেড়াকাস্ত ফড়ফড় কোরে আরো আওড়ান, ভট্চার্য্য তাতে হেসে ফেলে তাঁকে সতর্ক কোরে দিলেন যে, তিনি আপনি ইংরেজি জানেন না। ভেড়াকাস্ত অনেক ভেবেচিন্তে ঘোরফের কোরে বাংলা কোরে বুঝিয়ে যখন দেখলেন ভট্চার্য্য মজাল বুঝবেন না, তখন সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন, যে রূপমাধুরী বর্ণনে blooming beauty অর্থাৎ বিকসিত সৌন্দর্য্য—প্রমোদনের অভিলাষ

হলে flame of desire অভিলষের অগ্নিশিখা—কোন বিষয়ে বিশেষ উৎসুক্যে fever of excitement. উৎসুক্যছর, আর পঞ্চভূতের গেলুয়েগে strife of the elements অর্থাৎ ‘ভূতসমস্তের বিবাদ’ বর্ণন করা কর্তব্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্ণনার এই সকল রসে প্রবেশ করতে না পেরে, বিশেষতঃ ভূতসমস্তের গোলযোগ বুঝতে ভারী গোলযোগে পোড়ে নাগমশয়কে তার বিশেষ ব্যাখ্যা করতে বল্লেন, নাগমশয় তা ‘নেজে গোবরে’ কোরে শেষ এগ্নি সমস্তায় ঠেকলেন যে ‘কুটক্‌চালে’ সমস্তাগুলি কবির পোপের সঙ্গে মারা গেল। নাগমশয় শেষ এই মীমাংসা কল্লেন, যে ‘গান কি কবিতার ভাব যেখানে যেমন সেখানে ঠিক তার প্রতিরূপ হবে, ভীমের আক্ষালন বর্ণনে মেঘ কি ঝড়ের নাদ, —সুন্দরী স্ত্রীর লাবণ্য হলে বিদ্যুতভা—আর ঐ স্ত্রীর ঘাড় বর্ণন হলে সোয়ানু পক্ষীর ঘাড়ের উপমা দেবে।’ ভট্টাচার্য্য সোয়ান পক্ষী দেখেন নাই, ‘সুতরাং তিনি সুন্দরী স্ত্রীর ঘাড়ের মর্যাদা না বুঝতে পেরে অরসিক হয়ে রইলেন। ভট্টাচার্য্য বাইজীর ক্রমিক পারসি মিশান হিন্দি গানে চোটে সভার মাঝে বোলে উঠলেন, ‘আরে এ কর্মের অধ্যক্ষ কে হে, এ যে কেবল কেইমেই, বলি ঠাকুরণ বিষয়ের গীতটিত কি নেই? রামরাম!’ এতে মজলিসস্বল্প লোক হেসে উঠল, গোটাকত ফুকে ছেলে তাতে যো পেয়ে আন্তেআন্তে ভট্টাচার্য্যর টিকীটি টেবিলের পায়ায় বাঁধতে লাগল। এ দিকে ভট্টাচার্য্যর আশুর্দাদে বাইজীর গাওনা বন্ধ হয়ে ছিল, সে ফের তান মারে এমন সময় নীরদ চক্ক বোলে বসলেন ‘সত্যিইতো ভট্টাচার্য্য ঠিক বলেচে, নিছক হিন্দি বুলি, তা হবে না বাবা, তোমায় পীরের গান গাইতে হবে’ বোলে বাইজীকে কড়কে নিলেন। বাবু মাঝারীগোচ নেশা কোরেচেন, কেউ ক্রমে চতুরং হয়ে আসছেন, সিজির এড়ায়, গাঁজার ঘোরায়, গুলির চুলকান ও ঝিমনয়, মদের দাপট আর হরবোলার বোলে আসার গুলজার। ভট্টাচার্য্যগোচের লোকেরা বেআড়া কারখানা দেখে মানেমানে বিদায় হলেন। বাইজী কি করে বাবুর হুকুমে আর গেলার ষাতিরে পীরের ছেড়ে সাপুড়ের গান পর্য্যন্ত গাইতে ক্ষান্ত হলো না। এই সময় পাশের এক ঘর থেকে একটা ভূত আসাতে বাইজী আঁউমাউ

বোলে দড়াম্ কোরে পোড়ে গেল, ভেড়ুয়রা যে যার যন্ত্র ছেড়ে চোক উল্টে মড়ার মতন আড়ষ্ট হলো, আগা খাঁ আল্লানাম আর বগা মিশ্র রামনাম জপাত লাগল, সোখীন বাবুদের কঁপোকাৎ, মেড়াকাস্ত-গোচ কীর্ণজীবির মুছাঁ গেলেন, ডানগিঠে ছেপেরা ভয়ে কঁকড়িমুকড়ি হলো, সকলেই শুক, কার মুখে 'রা' নাই, চৈতন্যকক্কা বাবাজী আঁৎকে উঠে পাড়ট চেয়ারের ওপর তুলে দিয়ে চিৎপাত হয়ে পোড়ে আছেন, আছেন কি মরেছেন, তার স্থির নাই, কেউ এক টেরে চেয়ারে বোসে গেলানো কোরে গলায় মদ ঢাল ছিলেন, হঠাৎ এই প্রেতযো নিকে দেখে দাঁতকবাটি লাগিয়ে চেয়ার থেকে সাঃমোড় মুচড়ে পোড়ে গেলেন, শাশিটা হাত খেয়ে পোড়ে গেল। নীরদ চন্দ্রের পর্যায় জ্ঞান নাই, দৈবযোগে বাগানে একজন রোঝা উপস্থিত ছিল, সে আচম্বিতে ভয়ানক চিৎকার শুনে ভূতের গন্ধ ধরে সন্ধ্যা পড়ায় তার পালাবার পথ বন্ধ কোরে বৈঠকখানায় সঁধল। রোজা অনেক মস্তপোড়ে ঝেড়ে, জলের ঝাপটা দিয়ে, শ্মেলিং শল্ট পর্যায় বাবহার কোরে ক্রমেক্রমে সকলকে চেতন কলে, সকলে চোখ মেলে দেখেন ভূত তখনও তাঁদের শাসন করবার জন্যে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সকলকে দেখাচ, রোজা ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল, রোজা যত মস্ত পড়ে ভূত তত কাটিয়ে দেয়, ক্রমেক্রমে রোজার মস্ততন্ত্র বেবাক ফুরাল, রোজা চোরের মতন মুখচুণ কোরে দাঁড়িয়ে, ভূত হুপ্পেয়ে তার স্বন্ধে চেপে তাকে 'ফুসুমস্তের চোটে' বাদসাইকুড়ে বাণিয়ে দিলে, রোজার কর্ণের একঘরী ন্যায় শেষ একটি মস্ত ছিল, রোজা সেই মস্ত পোড়ে ভূতকে বাইরে নিয়ে গিয়ে, তার মুখে জলের ঝাপটা মারাতে ভূত নিজ মূর্তি থেকে আচাভুয়ার মূর্তি বার কলে, পরে ভূতেতে রোজাতে ভাব হয়ে এই নিম্পত্তি হলো যে, ভূত আচাভুয়া আর রোজা বাদসাইকুড়ে হয়ে থাকবে। তখন সকলের ভ্রম গেল, বাবাজীর কেবল চেতন হয় নাই, তিনি এখনও পোড়েপোড়ে গাঁগাঁ কচ্চেন, অনেক কোরে তাঁর জ্ঞান না। এই বাগপারের নিগুঢ় তত্ত্ব এই যে, আচাভুয়া না। ৪৮টির সময় পাণের খিলী ও মেওয়া তায়ের কোরে হয়ে পাণের সরে খুমফিলেন, বাদসাই তাঁর

গেয়ে তাঁকে বিলক্ষণ কোরে ভুত সাজিয়ে দিয়ে একটি ছেলেকে দিয়ে তাঁকে উঠিয়ে, বোলে পাঠান যে, বাবু তাঁকে ডাকচেন। নীরদ বাবু এই মহেশ্বর বাদসার ওপর ভারী সন্তুষ্ট হলেন, বাইজীর গাওনা ভেঙ্গে গেল, কন্সার্টওলারা একবার কোঁকা কল্লেন, তা বড় লাগল না, সকলে ওস্তাদি গাওনা শুনে, রাত হওয়াতে তাঁদের মজুরো বন্ধ কোরে দিলেন, তাতে এই ওস্তাদে দল একেবারে মাটি হয়ে গেল।

এদিকে খানার সারিসারি পাত পড়ল, কৈলে পোলাও, কৈলে ইষ্টিক, কৈলে কটলেট্,—রামকালিয়ে, রাম টিক্লি, রামপাখীর পুর দেওয়া বেগুনের দম,—কপি, গলদা চিংড়ীর কালিয়ে, ভেটকী মাছ চচ্চড়ী, বাটা মাছ ভাজা, পঁপড় খাস্তার কচুরি, নুচি, পরেতা, মিঠা গজা, অমৃত-জিলপী, তাজ-ফেনী, সীতাভোগ, লেভি-কেনিং, লর্ড হট্-পাট, মনোহরা, গোলাবী পোঁড়া প্রভৃতি সন্দেশ, ক্ষীরের মিষ্টান্ন, ছানার পায়স, ক্ষীর দধি, কমলা লেবু, আঙ্গুর, বেদানাদি, টক মিষ্ট চাটনি ও মোরঝা, হরেক রকম সরবৎ প্রভৃতিতে ছয়লাপ, কে কত খাবে। খাওয়া হলো, পরে মদের ধূমধড়কা লেগে গেল, ‘হট্-পাট্-অটলট্’ বুলিতে কাণ পাতা ভার, ‘মিস্তাধিনা’ গোচ রজ্জকর্ত্তন কামড়াকামড়ি, খেউড় গাওয়া, পচাল পাড়া, কাঁসারির সংয়ের চেয়েও বেআদ্বিগি সং সাজা, ঝাড় ভাজা, মাথা চালা, বমি করা, ফরফর কোরে ওড়া, অগ্নি হাতপা ভেঙ্গে পোড়ে যাওয়া, উড়র হোররা, চিংকারের হল্লা, শিয়াল ডাকা, প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ে নরক গুলজার। শেষ কার হাড়গোড় ভাংলো, কার নাক কামড়ে নিলে, কার সাল, কাপড়, ছিঁড়ে ফাঁদরা ফাঁদরা, তবুও তামাম রাত ম্লাশ চন্চে,—‘দেদার ঢাল’ আওয়াজ বেরছে। পরদিন কাউকে পঁজাকোলা কোরে মড়ার মতন ভুলতে হলো, কাউকে পুকুরে চোবান হলো, কাউকে সেক্তে হলো, কাউকে পটি বসাতে হলো, পরে বাবুরা খাওয়াদাওয়া কোরে নেচেকুঁদে গ্রাম তোলপাড় কোরে, সেখানে চিরকালের জন্য খোশনাম রেখে যে যার বাড়ী ফিরে এলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

নীরদচন্দ্রের স্ত্রী—নীরদ ।

রজনী থমথমে, সকলে নিদ্রাগত, কেবল নীরদ চন্দ্রের স্ত্রী শয্যায় একাকিনী এপাশ-ওপাশ কর্চেন, আর স্বামীর বেআড়া চাল দেখে কত কি ভাব্চেন, এমন সময় খটখট কোরে শব্দ হলো, তিনি মনে কল্লেন, যে ইঁদুরে উপদ্রব কর্চে, ক্ষণ পরে যেন ইঁদুরের কাগজ কাটবার মতন কিছুক্ষণ শব্দ হতে লাগল, শেষে উঁচু থেকে একটা জিনীস ঘরের মেঝেয় ধুপকোরে পোড়ে গেল । নীরদ চন্দ্রের স্ত্রী ইঁদুর তাড়াবার জন্যে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন, অগ্নি দেখতে গেলেন খড়খড়ের ভেতর থেকে একটা জানয়ার নীচের বাগানের একটা গাছ বেয়ে পালাল, অন্ধকার রাত, জানয়ারটাকে স্পষ্ট দেখা গেল না, বোধ হলো সেটা একটা বেরল হতে পারে। ঐ রমণী ভাবী বিষয়ের কল্পনা কটেন, তাঁর কপালে যে কি আছে ঈশ্বরই জানেন। আহা! মানুষের হাতে না পড়লে কুলবালা কতই যাতনা পান, কতই অপমান সহেন! কোনকোন মহিলা, দুশ্চরিত্র স্বামীর জন্যে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, যেন আপনি অপরাধিনী, একি কম দ্বিষ্ট্যনা? কেউ স্বামীর দুর্নীতি, লোক লজ্জা, ও সংসারযন্ত্রণা না সহ্য কর্তে পেরে আত্মহত্যা পাপে মগ্না হন, কেউ বা দুশ্চরিত্রা হয়ে দেশের মাথা হেঁট করান।

নীরদচন্দ্র পরদিন নেশায় ভেঁ হয়ে টল্‌তেটল্‌তে কোন এক আড়তার ফিরৎ বাড়ীতে এলেন, তাঁকে হাত-ধরাধরি কোরে আনতে হয়ে ছিল, তিনি বৈঠকখানায় এসে বেআড়া চিৎকার কোরে উঠে যাকেতাকে যা-ইচ্ছা-তাই গাল দিলেন, ক্রমে রং চোড়ে এল, চৈতন্য ফক্কা বেল্লেন, ‘বাবাজি, তুমি আমার মাতার মণি আর সব বেটা চোর—বাজাজি, তুমি বেটা শাল-শাল-গেরাম—তুমি নছার পাজী ছুঁচো—আচ্ছা বাবাজি, তার নাকটি যেন রসকলি—কে বাবা তুমি ইশেরা কর?—প্রাণ যায় রে প্রাণ যায়—এক গেলান্দে দে রে তোর পায়ে পড়ি।’

টেকতন্য। 'মশায়, একটু স্থির হন, এখানেতো কিছু উপস্থিত নেই।'

নীরদ। 'আগে তা বলি নি কেন? (বাবাজীর পিঠে লাখী) নীরদ পরে চেষ্টেদরাজ খুলে এক বোতলের দাম বার করবেন ও হরি! না কিছুই নাই। মাতাল হয়েও তাঁর হুঁশ হলো যে দেরাজে অনেক টাকা ছিল, তার কিছুই নাই দেখে ভীমমূর্ত্তি হয়ে ইয়ারদের এলোপাতাড়ি প্রহার করতে লাগলেন, ইয়াররা তাঁকে খানসামার জিন্সে কোরে দিয়ে পালাল। নীরদ, চাকরের সঙ্গে নকশাতামাসা কোরে, তাকে কিলিয়ে, টেঁচিয়ে, বাঁড়ী ফাটাতে লাগলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

আশ্চর্য ঘটনা ।

অটলজি খুন্দাজ হতে তাঁকা চুরি যাওয়াতে তার কল বদলে কামড়াকামড়ি, খেউড় গাওয়া, চেয়েও বেআদপি সং সাজা, বাড়ি ভাঙ্গা, টাকা চুরি, ইত্যাদি নীরদচন্দ্র দেখে ফেলেন, তাতেও চুরি যাওয়াতে তিনি রাগে রাখেন না, তবুও নিস্তার নাই, বাড়ীর ভেতর বাক্স দেয়াজ ও আলমারির ভেতর থেকে চুরি যেতে লাগল অথচ সে সব আগে যেমন চাবী বন্ধ ছিল চুরির পরও সে সকল তেলি বন্ধ থাকত, কিন্তু কিসে চুরি যায় আর কেই বা চুরি করে তিনি তা ধরতে পারেন না। তিনি এক সময় গোষ্ঠিকত তাঁকার ধারে চিহ্ন দিয়ে রাখলেন। রাতে বাঁড়ী থাকুন বা না থাকুন, তিনি প্রতিদিন প্রভাতে ঐ টাকা দেখেন। চুরি রাতে যেত। নীরদ এক দিন দেখেন ঐ টাকা নাই, তাতে তিনি তাড়াতাড়ি দরয়ানদের সিদ্ধুকপেঁটরা খুলে, তাদের হুকুম দেন, যে, বাঁড়ী থেকে কেউ যেন না বেরয়, গরে চাকরদাসী, রাভুণী, দাওয়ান, সরকার, মুহরি, পুস্ত, মায় আপনার স্ত্রীর পর্যন্তে সিদ্ধুক বাক্স তল্লা তল্লা খুলে ঐ টাকা বার করতে পারলেন না। বৈঠকখানায়

হেমের একটী ডেস্ক আছে, বিচারে তা খোজা যদিও উচিত, নীরদ তাতে সহসা হাত দিলেন না, যদিও অন্য মোসা-হেবদের হতে তাঁর নীচপ্রবৃত্তি অমাক সাধন হয়, তথাপি হেমান্নের সরল স্বভাবে ও নিষ্কলঙ্কচরিত্রে, তিনি তাঁকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসতেন, তাতে হেমান্নের কেউ প্রতিবাদী ছিল না, কেননা হেম সকলের সঙ্গে সমান সম্ভাব রাখতেন। নীরদ রাইটীং ডেস্ক না খোলায় কেউ কিছু বলতে পারেন না, ছুট পুজারী বামুন ছাড়লে না, সুতরাং বাবু ডেস্কটি হেমান্নকে দিয়ে খোলালেন, তাতে দেখেন তার ভেতর সেই চিহ্নিত টাকাকটি রয়েছে। নীরদ খতিয়ে গেলেন, হেম কান্দুতে দড়াম্ কোরে পোড়ে গেলেন, নীরদ সন্দেহ কল্লেন যে, এ পুজারীর কারসাজী, হেমান্নের ওপর কোন মতে সন্দেহ হতে পারে না। এর মধ্যে কেউ হেমকে ঠেস্ কোরে বলতে লাগল, হেমান্ন কেঁদে অস্থির, তিনি নীরদের পা ছুঁয়ে বল্লেন, যে, তিনি এ বিষয়ে দোষী নন, তাঁর অদৃষ্টের ফেরে যা হবার নয় তা হলো। কেউ বলতে লাগল, হেম কি কোরে অস্থঃপুরে যাবেন, আর চাবীর ভেতর থেকে চুরি যাওয়া বড় শক্ত, বিশেষ, ঘরে বাবুর স্ত্রী থাকেন, এ বিষম চুরির সন্ধান করা অসাধ্য, ছাতের উপর, অন্দরমহলের প্রবেশ-দ্বারে, যেখানেসেখানে পাহারী, এর ভেতর থেকে চুরি, এ স্বপ্নের মতন বোধ হতে লাগল। কেউ আরব্য উপন্যাসের জেনির গল্প আনুলেন, বাড়ীতে স্বস্ত্যোদয়শান্তি অনেক হতে লাগল, ভুত নাশান হলো, তবু চোরের সন্ধান পাওয়া গেল না। হেমান্ন বসাক লজ্জাভয়ে রাইটীং ডেস্কটি আচাভুয়ার বাড়ীতে রাখলেন আর বাবুর বৈঠকখানা ছেড়ে আচার বাড়ীতে গুতে আরম্ভ কল্লেন। আচা নীরদের কাছে হেমের প্রতিষ্ঠা দেখে তিনি হেমের সঙ্গে ভাই পাতিয়ে ভাব কোরেচেন। এরকমে, একটু মানুষের মতন লোকের লেজ ধোরে অস্তুজ লোকও মানুষের মধ্যে গণ্য হন, অথচ পূর্বে তিনি কাগুরাপাড়ায় থেকে কাগুরাদের সামিল হয়ে ছিলেন, পরে তিনি ঘরভাঙ্গা কর্মসূত্রে হন। এরকম লোকেরা ভিজে বেরান, এঁদের চেনা ভার, এঁদের সব রকম কায়েই পাওয়া যায়!

হেমেতে আচাতে ক্রমে হরিহরাআ, হেমান্ন গান তোয়ের

কোরে আচাকে শেখানু, হয়ত আচা হেমের ঠেং গান লিখিয়ে নিয়ে তা' মুখস্থ করেন। দুটি যেন মানিকযোড়, দুটির স্বভাব অমায়িক, তাঁদের চরিত্রে কোন দোষ নাই, তাতে মিলবে না কেন? যে যেমন তার তেল্লি ঘোটে, যেমন হাঁড়ী তার তেল্লি সরাও মিলে থাকে। দুই গরিব বন্ধুতে এই রকম মিলেমিশে আছেন, এর মধ্যে এক দিন নীরদ চম্বের স্ত্রী ডাক-ছেড়ে কঁদে উঠলেন, নীরদ কান্নায় ঘুম থেকে উঠে 'কেনকেন' কোরে প্রেয়সিকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, তাঁর স্ত্রী কপালে করাঘাত কোরে কঁদে বল্লেন, 'আর আমার মরণ কি বোলব, নোর সিঁধুক খুলে সব গয়না গেচে।' সর্দনাশ! নীরদ শুনে মাথায় হাত দিয়ে বোসে পড়লেন, হীরে, জহরত ও মতিতে অভাব-পক্ষে লক্ষ টাকার গহনা, নীরদ কিছু ঙ্গন চৈতন্যরহিত ও নিস্পন্দ: পরে সিঁধুক খুলে দেখেন, যে তা 'হাঁহাঁ' কর্চে, তিনি ফের লোকজনের জিনীসপত্র উট্টকে বাড়ী খুজে উলটপালট কল্লেন, কোথায়ও একটা বাগাল বেরুল না, বাদসাইকুড়ে চাল-পড়া, নলচালা, গানদর্পণ, প্রভৃতি অনেক সন্ধান বোলে দিলেন, গরলগাছার চোঁড়া-উল্লা, রামকেইপুরের মড়া আচার্য্য, রাজ্যের জ্ঞান, গুণী, সন্ন্যাসী, সাহেব ও বাজালী স্পিরিচুয়ালিট (ভুতুড়ে) জড়ো হলো, তাতে সকলেই ১০ টাকা পেলেন, কিন্তু শেষ না রাখতে পেরে দুএক-মা মিষ্টি মুঠাই খেয়ে বিদায় হলেন। নীরদের আহাির নাই, নিদ্রা নাই—লোকজন আত্মীয়-বন্ধু সকলের উপর বিষদৃষ্টি, কেবল বেচারী আচাভূয়া তাঁশ আর হেমাঙ্গ বসাক এখনও অবিখ্যাসী হন নাই, B A. নাগ মশয় দেখে শুনে সোরেচেন, নীরদ বদফেয়ালি ভুলে গেলেন, পুরাণ দাসদাসী, দরওয়ান, ও আমলাদের জবাব দিয়ে নতুন লোক বন্দ-বস্ত কল্লেন, শোবার ঘরের নীচের বাগানে রাদিন পাহারী রইল, এতে কিছু দিন চুরি মেড়ো পড়ল। নীরদ চম্ব এক দিন অস্ত্রপুরে একটু মনের ফুরতিতে বোসে পত্নীর সঙ্গে লেখাপড়ার কথা কল্লেন, তাঁর পত্নী বিবির কাছে লেখাপড়া শিখেচেন, নীরদ মধ্যমধ্যে তাঁর পড়া শোনে, নীরদ তাঁকে বই আশুতে বল্লেন, তাঁর পত্নী সেল্ফ থেকে বই পাড়তে গিয়ে দেখেন তাঁর রচিত কতকগুলি পদ্য সেল্ফে নাই, এতে তিনি হাসতেহাসতে স্বামিকে

বল্লেন, ‘একি হলো, গোড়া চোরে কি আমার লেকা কাগজ-
গুলিও ছাড়বে না? হাসিও পায় ঢংখও ধরে।’ নীরদ চক্ষ ‘হাঁ
এত দেশ থাকতে চোরের কাগচ নিয়ে আবার কাঁথ, ভূমি ভুলে
আর কোতায় রেখেচ’ এই কথা বোলে গভীর মুখে গড়া গুম্বতে
লাগলেন, দৈবাৎ পাত উল্টাতে বোয়ের ভেতর থেকে এক-
খান চিঠি পোড়ে গেল। নীরদ চক্ষ সেইখানি ভুলে গভীরে
জিজ্ঞেস কল্লেন, ‘এ কিসের চিঠি’ তাঁর রমণী হাসতেহাসতে বল্লেন
‘তবে এ তোমারই কাঁথ, কাগজগুলি নিয়ে চিঠিখান রেখেচ। নীরদ
চক্ষ ‘সে কি’ বোলে চিঠির শিরনামা পোড়ে দেখেন তাতে
আপন স্ত্রীর নাম লেখা, পরে তাহা খুলে এই পাঠ কল্লেন,—

প্রমোদিনী উষা পাঁশে তপন কিরণ
কে বলে রুচির অতি মন অনুরালে ?
সে রূপ বিরূপ হলো রূপেতে তোমার ।
চিকন-চিকুর-চিহ্ন অতি অনুপম,
কবরী-ভূষণ আহা কেমন সেজেচে
অতুল বিপুল রূপে ! পীনপয়োধর
যৌবন কোরেচে আলো,—বর্ণনে না যায় !
কিবা ছলে কে শিখালে নেচেনেচে চোয়
নয়ন ভুলায় মন ! আর হাসিরাশি
যেন বিজলীর ছলে প্রকাশি লুকায় ।
উন্নত কোমল গলে দোলে রত্নমণি,
সকল কঁকালে শোভে সোনার মেখলা ।
হেরে তব চারু ছবি কবি যায় হেরে,—
বর্ণনে বিবর্ণ চাঁদ *—পড়িল প্রমাদে ।

যেমন মাঠের মাঝে সতৃষ্ণ পশ্বিক
মরীচিকা হেরে জ্বাদে খায় সরোবরে,
যেতেষেতে মায়া-জল অমনি লুকায়,
হাহাকার করে পাশ্চাত্ত্ব হয়ে মোজে ।
অতি গুণবতী সতী সত্য বটে ভূমি,
মিছে আশা করি আমি তোমার লাগিয়ে,
ফেল বা আমায় ফেরে মরীচিকা মত ।

* ছন্দ ।

প্রেমের পুতলি হেরি উখলিল সুখ,
 শুন লো, প্রিয়ে লো ! বলি,—কি বলি কি বলি ?
 না সরে বচন মোহে, প্রাণাকুল হলো,
 রাখ প্রাণ আদরিণি ! তোমার স্মৃঠাম
 নয়নের অভিরাম, তবু প্রিয়তমে !
 কি লাগিয়ে দিবানিশি প্রাণ কেঁদে ওটে ?
 ভাবিয়া ভাবুক মন অকুলপাতারে
 প্রাণ হারাল হারাল, রাখ লো রাখ লো
 আশ্রয়ে, নইলে প্রাণ হারাই হারাই !

প্রেমাকাঙ্ক্ষী বশম্বদ,
 শ্রীহেমাজ বসাক ।

নীরদ চন্দ্র পত্র পোড়ে একবার পত্রপানে—একবার ভূমি-
 পানে—পুনশ্চ পত্রপানে—আরবার ভূমিপানে চেয়ে, পরে এক-
 বার আকাশপানে—একবার স্ত্রীর পানে—আবার পত্রপানে চাই-
 লেন—কণকাল হতচিন্ত হয়ে রইলেন, পরে অকস্মাৎ যেন
 বাতকের বেগে ঝেঁকে উঠলেন। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল—
 গা টলটল করতে লাগল—তাঁর মুখ অগম্যরোরোগের মতন
 বিকট হলো, তাঁকে যেন খাঁদা লাগল। তাঁর পত্নী ‘ও
 মা কি হলো’ বোলে কেঁদে, উঠে তাঁকে ধোরে ফেললেন,
 নীরদের অগ্নি প্রচণ্ড মুর্চ্ছিত, তাঁর মুখ ফুলতে লাগল—চক্ষু
 আরক্ত হলো—ঠাঁট্টে কাঁপতে লাগল আর তিনি ব্যাথের
 মতন লাফিয়ে উঠে পত্নীর ঘাড় ধোরে তাঁকে চিঠিখান দিয়ে
 বল্লেন, ‘এ সব কি কাণ্ড ? তবেতো তোরা আমার সর্বনাশ
 কর্চিস্ বোলে তাঁকে কঠিন করাসাত করলেন, তাতেও না
 ক্ষান্ত হয়ে, তাঁকে ‘এর বিহিত কর্চি’ বোলে শাসিয়ে আশ্কা-
 লন করতেকরতে বাহিরে গেলেন। হৈঠকখানায় হেম আর
 আচা বোসে আছেন, তাঁরা তাঁর উগ্র-মুর্চ্ছিত দেখে স্তম্ভিত
 হলেন। হেমাজকে দেখে নীরদের অঙ্গ রাগে গঙ্গগঙ্গ করতে
 লাগল, আর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন হেমাজের কোমলাঙ্গ
 বিঁধতে লাগল। নীরদ পত্রখান হাতে কোরে দীর্ঘকাল এই
 ভাবে বোসে রইলেন, আচাভুয়া বেগতিক দেখে, হেমকে ইঙ্গিত
 কোরে ছুজনে উঠে যান এমন সময় একখান পত্র হেমের গা

থেকে ঠিকরে নীরদের কাছে পড়ল। আচম্কা পত্র পড়াতে নীরদ চমকে উঠলেন, হেম আর আঁচা চোলে গেলেন। নীরদ লিপিখান নিয়ে দেখেন তার শিরনামায় হেমাজ বসাকের নাম লেখা আর তার অক্ষরগুলি তাঁর স্ত্রীর লিখিত বোধ হলো। তিনি পত্রখান খুলে এই পাঠ করলেন,—

নবীন-নীরদ-নাদে চাতকী যেমন
জল-আশে রঞ্জে হাসে পুলকে মগন।
পুঙ্খ উচ্চ কোরে শিখী নাচিয়া বেড়ায়,
রসরঞ্জে প্রেয়সীকে তুষিবারে ধায়।
গোলাব-কুমুমগুলি একে মনোরম
যদি মিলে প্রজাপতি হয় অনুগম!
কুহরে কোকিল যদি বিচ্ছেদ-মিলনে
আহা কি ললিত তাহা অনুরাগি মনে!
নিখর নিরখি যদি সরিতের কূলে,
প্রকৃতির ছবি হেরে মন যায় ভুলে।
ভুলেও ভুলি না তবু উড়ু উড়ু মন,
প্রাণনাথ যদি স্যাৎ না রনু তখন।
এসএস হৃদয়েশ! এস একবার!
এস হে, রাখ হে প্রাণভূমি হে আমার।

সেবিকা, বিরহিনী,

শ্রীমতী উজ্জলকামিনী দাসী।

নীরদ চম্ভ পত্র-খান উল্টেপাল্টে দেখেন, তবু তাঁর মনের প্রতীতি হয় না, একবার মনে করেন, যে প্রণয়িনীর স্বভাবে লেশ মাত্র দোষ নাই, হেমাজেরও কখন চিত্তের চাঞ্চল্য, অবিনয়, কি অশ্লীল প্রকৃতি, ক্রমেও দেখেন নাই, তবে এ কি ঘটনা? এ কি বিধি-বিড়ম্বনা না অদৃষ্টগোচর-ফল? নীরদ চম্ভ হেমাজের হস্তের লেখা দেখেছেন, তাহাতে আর তাঁর স্বাক্ষরিত পত্রের শিরনামাতে ঈষৎ প্রভেদ আছে, এতে নীরদ একএকবার মনে করেন, যে প্রণয়িনীকে অকারণ গীড়ন কোরেছেন, আবার ভাবেন যে, না, লিপি নিশ্চয় তাঁর হস্তলিখিত, আর যেকালে টাকা হেমাজের ডেক্স থেকে বেরুল তখন হেমাজ অবশ্য সঙ্ক-

নেতে দোষী, তবে তার হঠাৎ না দণ্ড কোরে আর একবার দেখা যাক কি ঘটতে কি ঘটে, এই মনে কোরে তিনি হেমাজের সঙ্গে পুরকের নায় বাবহার করতে লাগলেন ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

নীরদের ঢলাঢলি—নিজ্জলঙ্ক কর্তার দলে

গোলযোগ ।

নীরদের সভায় আর সকলে উপস্থিত, কেবল পুঁয়েনাগ মশয় আর বাদসা অনেক দিন ভেগেছেন, পুঁয়েনাগ না থাকলে বড় এসে-যায় না, বাদসাবিরহে সভা অন্ধকার । নীরদ বাবাজীকে বল্লেন, ‘দেখ বাদসা আর দেখা দেয় না, ক দিন ভেকে পাঠা-লুম, তাতে খাতির নদারৎ।’

‘দেখা দেবে কি, এ বাড়ীতে যে হেজাম হায় গেচে তাতে ইচ্ছে হয় না যে এ বাড়ী মাড়াই’ বোলে বাবাজী উত্তর কর্লেন ।

‘আমরাও (আচার প্রতি ছুটি কোরে) সে জনো বড় যাতায়াত করি না, মশয় প্রতিপালক, আগনার খার কিছু-তেই সুখতে পারি না, পরমেশ্বর আগনাকে সুখে রাখুন, আমাদের অদৃষ্ট হতে আগনার দিনদিন ভয়ানক ক্ষতি, এতে আমরা মোরে আছি’ হেমাজ এই বল্লেন ।

‘আগ্নার পা ছুঁয়ে (পদ স্পর্শন ও সকলের হাসা) বল্চি মোশাইকে না দেখলে প্রাণ চমকে ওটে, তাই হেমকে বলি যে ভাই, বাবু আমাদের কি ভাল, এমন বাবু হবে না, এত যে চুরি, তবু বাবু আমাদের আগ্নার ছেলেমেয়ের মতন দেকেন, অন্য হলে, কি কারখানাই কোরতো, কার মনে কি আছে কে জানে ভাই, তবুও বাবু আমাদের গিড়গালন কর্কেন’ আচাতুরী এই কথা কহে সভাজনকে হালানেন ।

‘হামাদের জাত হেমন নয়, মোশার কাছে পরবুস্তি হুজি ও জনো হামিত তুলতে পারবে না’ বোলে উয়রো মিশ্র অভি-প্রায় প্রকাশ করলেন।

নীরদ চন্দ্র সকলকে ঠাণ্ডা কোরে বাদসার বাসাতে যাওয়া কর্তব্য স্থির কোরে সকলে ফেটিংয়ে চেপে তথায় উপস্থিত হলেন। বাদসার বাসা মানিকতলার সারকুলার রোড়ের পূর্বে ধারের এক বাড়ীতে। নীরদ চন্দ্র বাদসাকে বল্লেন, ‘একেবারে যে ডুমুরের কুল হলে, আর যে দেখা পাওয়া ভার, কেন আমাদের অপরাধটা কি?’

‘ক্যামা করণ ওকথা বলবেন না, বড়মানুষের সঙ্গে ইয়ারকি দেওয়া গেজোম, আপনার বাড়ী যে চুরির ধুম, তাতে কি জানি শেষে গরিবের ছেলেকে নিয়ে বা টানটানি হয়, সে দিন তো হেমান্নের ডেক খেকে টাকা বেরুল, কোন্ দিন হয়তো আমার বাসায় খানাতলাস হয়’ বাদসা এই উত্তর করলেন।

‘না হে না, যা হবার তা হয়েছে, কিছু দিন আর গোল নেই’ নীরদ এই আশ্বাস দিলেন।

‘তা হলেই বাঁচি, একি সর্ব্বনেশে চুরি, দেখেগুনে পেটে হাতপা সঁধয়’ বাদসা এই বোলে সাউথুড়ী করলেন।

পরে একথা-সেকথার পর নীরদ বাদসাকে কিছু মাল সংগ্রহ করতে বল্লেন, বাদসা তাতে ‘আমার বড় পা কামড়াচে’ বোলে ওজর কয়্যতে নীরদ আচাকে দিয়ে দু বোতল ওল্ড টম্ অশ্ব তার উপযুক্ত ফুলুরী, বেগুনী, কড়াইভাজা, লঙ্কা মরিচ, চাটনি আনালেন। ‘চাল্‌চাল্‌ দেদার চাল’ বুলি উটল, রং বেজে গেল, ঘুরেঘুরে কুঁদেকুঁদে নাচা, গ্লাস ভাজা, কাগড় ছেঁড়া, ঘরে আঁস্তাকুড় করা, হাঁকভাকে পাড়া ফাটান, রাস্তার লোককে ঠাট্টা করা; চোলে পড়া, প্রভৃতিতে রক্তভূমি ক্রমে ক্রমকাল হতে চলল। নীরদ চন্দ্র নেশায় ভেঁই হয়ে হেমান্নকে নিয়ে পীড়াপীড়ি কোরে গ্লাস নিয়ে তাঁর মুখে ঢেলে দিতে চান, ক্রমে ভারী জ্বরদন্তি ও জোর করতে লাগলেন, এই সময় রাস্তায় একটা গোল উঠল, হেমান্ন তড়াৎ কোরে লাফিয়ে ‘মশয় কি দেখে আসি’ বোলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন, দেখেন গোছার বদমাইস ছোড়া একটি স্ত্রীর উপর লেগেছে, তাঁকে ঠাট্টা ও

অজ্ঞতস্থিতে নিতান্ত কাতরা কোরেছে, চৌকিদার রঙ্গ দেখে হাস্চে। হেমাঙ্গ স্ত্রীটিকে জিজ্ঞাসা কোরে জানুলেন তিনি ভদ্র লোকের স্ত্রী, মন্দ অবস্থা বোলে তাঁর কন্যার বাড়ী হতে হেঁটে বাড়ী যাচ্ছেন। এদেশের লোকেরা এত অসভ্য, তাঁরা রমণীকুলের মর্যাদা এত তাচ্ছল্য করেন যে, আমেরিকা খণ্ডের ইন্দিয়ানরা, আফরিকার হটেন্টটেরা, আর বন্য সাঁওতালদেরা তাঁদের অপেক্ষা যোষণার মান রাখতে জানে। এদেশে ভদ্র মহিলারা গবাঞ্চে দাঁড়ালে, লোকের মাঝে মুখ বার করলে, তাঁরা রেআব্ব হয়ে থাকেন। তীর্থস্থানে, ও গঙ্গাতীরে কত বেআদব্ হয়ে থাকে মনে করুন। নছার বাবুদের দূরবীণ-কথা-চোখে,—শীশে ও ইশারায় বোধ করি তাঁদের নিজনিজ বাড়ীর অনেক স্ত্রী পতিতা হন। এতে আবার এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা হবে, স্ত্রীদের প্রকাশো ও লোকসমাজে আনা হবে! এবিষয়ে ব্রাহ্মেরা অনেক সম্ভ্য বলিতে হয়।

‘তোমাদের এ ভারী অন্যায়, রাস্তায় মেয়েরা কি চোল্বে না? কার বাড়ী না মেয়ে আছে, হেমাঙ্গ ছোঁড়াদের এ কথা বোলে স্ত্রীটিকে যেতে বলাতে ছোঁড়ারা ‘হ্যাঁ বাবা একলা ভোগ না হলে কি হয়, বাবু বুজি বেদ্দতি রে’ আপ্পাআপ্পি এই বোলে ঐ কামিনীর গা ঘেসে দাঁড়াল, হেমাঙ্গ আর সহিতে না পেরে ‘খবরদার—সোরে যাও, নইলে এখনি দেখতে পাবে’ বোলে সাহসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে ছোঁড়ারা ফের বালীকতা আরম্ভ করে এই সময় নীরদের দলবল আসাতে ছোঁড়ারা কে কোন্ দিকে ছটকে পালল। বাবুর মেজাজ ভরপুর মাৎ হওয়াতে তিনি অসাড় হয়ে পোড়ে আছেন, স্ত্রীটি চোলে গেলেন, ইয়াররা বাবুকে গাড়ীতে তুলে বাড়ী চল্লেন। হেম আর আচা, নীরদের বাড়ী হয়ে চোলে যান, তাঁদের মনে পোড়ল যে, নিফলক কৰ্ত্তাভজাদের কাণ্ডটা একবার দেখতে হবে। হেমাঙ্গ আচাকে ঐ অবতারদের ইতিবৃত্ত শুনিয়েচেন, আচার তাতে তাঁদের দেখতে ভারী ইচ্ছা হয়েছে, সে দিন শুক্রবার ছিল, অতএব তাঁরা পরামর্শ কোরে হটুম গোসায়ের আস্তানায় গেলেন।

আস্তানা লোকে গিজং কর্চে। ঝাঁপটাকাটা, উল্কিপরা, ভাইমনকাটা, খাঁদানাকী, চেরগদাঁতী, পৌঁটাচুণী, পৌঁচামুখী,

প্রভৃতি তালমন্দির চেহারার আজ-বিবি নাগাদ নাতিপুত্রির বয়সী রঙ্গিনীগণ, আর খর-কামান, হাড়হাবাতে, মড়াকেঠো, গোবরগণেশ, নবকার্ত্তিক, বাব-রচুলো, কাউলুঁফো, কাছাখোলা মোল্লা, প্রভৃতি আঁধাবাচ্ছা, ও বড়রামশালুকি-গোচ মর্দরা একে-বারে ঘেঁষাঘেঁষিতে জমাটবৈধে আছে, বাড়ীতে চোখ মেলবার স্থান নাই। ছাতে বারাগায় পেতেনে, পুঁই-মাচার উপর কাণাচে, ঝোঁপেঝোঁপে, নাগাদ শিকেয় ঝুলে লোকের গাদী লেগেচে, তার মাঝে 'ওমা কস্তা কি তুঁড়ে গো'—'মা গো এম্মি কোরে কি পা মাড়াতে হয়'—'আমর ছোঁড়া'—'বড় মিনুষের রঙ্গ দেখো,—'শায়িসুন্দর মদনমোহন বংশীধারী' প্রভৃতি রসাল বাক্যলাপ হচ্ছে। এক ধরে অন্তঃক্ষেত্র আর কলায়ের ডালের হুদ হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে বেরাল, কুকুর, ও কাগ, লোকের চোখে ধূল দিয়ে কাষ উদ্ধারের জন্য প্রবেশ করছে। বাড়ীতে এক দুই গাভী আছে, একজন লোক স্থানান্তাবে তার কাঁধে চাপব্র উপক্রম করাতে সে দড়ী ছিঁড়ে ছটকে পড়াতে কে কার ঘাড় পড়ে, মাগীগুলত আলুখালু হয়ে চিৎকার কোরে বাড়ী মাথায় কল্লো, হলস্থল গোড়ে গেল, হটুম গোসাই চটকে যাবার ভয়ে 'কোণে দাঁড়িয়ে কষাকষিতে শরীর দুর্বল কর-বার বিশেষ যত্ন পাচ্ছেন,, বটুক সাঁই সকলকে অভ্যর্থনা করতে ফাল্গু হয়ে এই ওক্টে কেশবনীলের অনুকরণ করছেন, হেমঙ্গ বসাক আর আচাভুয়া তাঁশ এই সময় বাড়ীতে প্রবেশ করেন। তাঁদের দেখে কর্তা ভারী অপ্রতীভ, কিন্তু তুঁড়ি চাপার ভয়ে সর্বতে পারেন না, অভ্যর্থনাও করতে পারেন না, অতএব কুলবধুরা ভাসুরকে দেখে যেমন লজ্জা পান কর্তা তেমনি লজ্জায় ঘাড় শুঁজে রইলেন। রাত হয়ে এল, গাভীটি, অনেকের ঘাড় লাখী কষিয়ে শেষে ধরা পড়ল। সে দিন নিষ্কলঙ্ক ধর্ম-সম্পূ-দায়দের একটা মেলা, হটুম গোসাই হেমকে অভ্যর্থনা কোরে বললেন যে, 'আমাদের সঙ্গে ঘোষপাড়ার দলের মতান্তর জন্য উভয় দলের যে খেদ ছিল এখন আমার যত্নে আর ঘোষ-পাড়ার কর্তা মহাশয়ের সম্মতিতে কুশলেস্র আচার্য্য মশয় অন্তঃগ্রহ কোরে এখানে সশিষ্য এসেছেন, এতে দুই দল এক হবে! কুশলেস্র প্রাচীন লোক, তাঁর মাথাটি আগাগোড়া কামান,

আকার সম্পূর্ণ ভদ্র লোকের মতন,—প্রকৃতি কিঞ্চিৎ চঞ্চল, আর তিনি বাকচাতুরীতে বড় নিপুণ। হুটুম গৌসায়ের শিষ্যরা শুধু-গাছু করচে যে, কুশলেন্দ্র মূলে কর্তৃত্বজ্ঞা নন, তিনি একজন প্রাচীন নৈয়ামিক, পয়সা পেলে তিনি সব কর্মে ও সব দলে আছেন। এ কথা কত দূর সত্য আমরা বলতে পারি না। ছোটদিদি রমুইমহলে গিল্পীগণ করতেন আর বোলচেন ‘মাগো আমি কটা হাত কোরব?’ অন্তর্বাঞ্জন বড় পরিবেষণ করতে হয় না, যে জাতি হোগ, নিয়ে খেলেই হলো, সমস্ত দিন কেবল খাওয়া, রাত অবধি খাওয়া খামে না, দিনের বেলা গৌসায়ের এক পালা সংকীর্ভন আর ভজনা হয়েছে। সোণার চাঁদ বাবু যদিও খোশপোষাগ্রী কি সৌখীন নন, তবু খোশ-মেজাজী বটেন, তিনি সে দিন ৪-আঙ্গুলচেটাল কালাপেড়ে ধুতি পোরে, এক জোড়া হাফ ইষ্টিকিং আর চিনের বাড়ীর বার্নিশ জুত পায়ে দিয়ে শিলির্ভ বোদামের গ্রিহানু গায়ে দিয়ে, তার উপর পাক-দেওয়া উড়নী বুকের মাঝে চাপরাসের মতন বৈধে, রূপর চেন-বোদামের ছিদ্রে একটি গোলাব ফুল গুঁজে আর একগাছ বেতের ছড়ী হাতে কোরে ঘুনিয়েঘুনিয়ে মেয়ের পালে অসিকতা করতেন। সোণারচাঁদ ক্লার্ক মেলার উদ্দেশে মাথায় বছরাবধি চুল রক্ষা করতে চেটী পেয়ে ছিলেন, মাথা গরমের দরুন তা গজিয়েও গজায় না, তিনি এ দিন নাকের মাঝে থেকে সুতো ধোরে মাপ কোরে ঘাড় পর্যন্ত একটা সমান শিঁখে কাটতে যত্ন পান, কালের কুটিল স্বভাব বশতঃ শিঁখেটি যতবার কাটেন ততবার সেটি এলোমেলো হয়ে পড়ে, তাতে তিনি ভ্যাক হয়ে ‘নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল, এলোমেলোই সই’বোলে এ সাজের মাথায় জরীর বুটোটোল শাদা তাজ দিয়ে নবকান্তিক দাঁড়িয়েচেন। ক্লার্ক বাবু দিনের বেলা এক পালা সেতার বাজিয়ে ফেলী, কাঞ্চুনী, মায় মজুরদের পর্যন্ত মোহিত কোরেছেন। ক্রমে রাত বাড়তে লাগল, বটুক সাঁই অস্তর শুচি কোরে, ভাবে গলিত হয়ে, মাথাটি হেঁট কোরে রহেচেন, হুটুম গৌসাই এক ‘হাঃ’ কল্লেন, স্ত্রীশিষ্যরা একএক জন কোরে তাঁকে বাতাস করচে। কুশলেন্দ্র মজলীচাচর কোরে আগমনি গেয়ে এই বক্তৃতা কল্লেন,—

‘ধর্ম্য কার হাত ধরা নয়, সকল জাতিরই ধর্ম্য আছে । সৃষ্টির আদিমাবস্থায় ধর্ম্য এক রূপ ছিল, তখন বোধ হয় আদিম জাতিরা বন্যজাতির মতন ইন্দ্রায়ুধ, কাদম্বিনী, উলকা, বায়ু, সমুদ্র, ও অগ্নি প্রভৃতিকে পূজা করতেন । আদিম নিশাস্ত্রে দিগম-গুলের চারু রূপ উজ্জল প্রভায় প্রচার করতেন, তাতে আদিম-বাসীদের কায়কর্মেয় সুবিধা হতো, তদ্ব্যতীত তাঁরা ঐ দেবকে দেবের মধ্যে আদি বোলে কীর্তন করেন । বেদের মত ধরতে গেলে (আর সে মত অখণ্ডনীয়) নিরবয়ব জ্যোতিরূপ পর-ব্রহ্মই অনাদিপুরুষ । পুরাণের মতে তাঁর দশ অবতার হয় । যদিও পুরাণবধি পঞ্চোপাসক ছিল, তথাপি প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত ব্রাহ্মই ছিলেন, পরে ঐ পঞ্চ উপা-সকের প্রত্যেক দল কালেকালে নানা সংজ্ঞায় ভিন্নভিন্ন সম্প্র-দায়ে বিভক্ত হইল । সৌর, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও গণপতোর ভারতের ভিন্নভিন্ন দেশে ভিন্নভিন্ন মতে বাঞ্ছনীয় হয়েছেন । পূর্বে মূর্ত্তি পূজার বিশেষ প্রথা ছিল না, রূপ কল্পনা, কোরে পূজা করা বিরল ছিল, ক্রমে শাস্ত্রের চর্চায় একএক ধর্ম্যনিরত রাজা, কি মহামহোপাধায় পণ্ডিত, কেউ জাতি বর্ণের উচ্ছেদ কোরে, কেউ সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি কোরে, কেউ জাতিমর্যাদা বর্জন কোরে, মানব-ধর্ম্য নানাকারে প্রচলিত করেন, নতুবা ব্রাহ্ম চাচুর্য্যের যে নিয়ম কোরেছেন, যাহা মন্বাদির ধর্ম্যশাস্ত্রে বিস্তাররূপে প্রচার আছে, তাহাই চিরকালের ধর্ম্য বোলে পরিগণিত হয়, তন্মধ্যে ঋষিরা বিশেষ কোরে যুগভেদে ধর্ম্যভেদ নির্ণয় কোরে তাহা আপনা-পন প্রণীত সংহিতায় লিপিবদ্ধ করেন । রাজা বর্ণের সময়ে সঙ্করজাতির সৃষ্টি হয়, পরন্তরায় ধরনী নিষ্কল করলে ক্ষত্রিয় লোপ হয়, ঋষিরা কৌশল কোরে কল্কুল পুনঃস্থাপন করেন । যযাতির সময়ে স্নেহের উৎপত্তি হয় । আদিমুন্দের যজ্ঞের পূর্বে এদেশীয় আর বৈদিক ব্রাহ্মণ ভিন্ন সামিক ব্রাহ্মণ ছিল না, বল্লালের সময়ে কান্যকুব্জস্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আর পঞ্চ কায়স্থের এদেশে বাস হয়, তৎকালে এদেশীয় নবশাক জাতির ও সুবর্ণ আর গন্ধবণিকের থাক হয় । রঘুনন্দনের দ্বারা বৈদিক কর্মের উচ্ছেদে তাঁর স্বনামখ্যাত স্মার্ত্তমত প্রবল হয়, তাতে নিত্যকর্ম আর ধর্ম্মাচরণের নিয়ম গৌড় প্রদেশে স্বতন্ত্র হয়

চৈতন্য দেবের অবতারে এদেশে বৈষ্ণব শ্রেণীর মতান্তর হয়ে যায়। আমাদের ধর্ম এই ধর্মের অন্তর্গত বস্তু হবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিরভিশয় প্রযত্নে তদবধি জগদ্ধাত্রী ও অন্যান্য দেবী পুজার প্রাচুর্য্য হইয়াছে। আমাদের দ্বেষ্ট নাই, আমরা সময়ে-সময়ে সত্যপীর উপাসনা করি, তাই বোলে সত্যপীর যে আমাদের ধর্মের অন্তর্গত দেবতা এ স্বীকার করি না। এ সামান্য কথা, এর উপর আবার ঋষিকেষকে নিয়ে জড়ালে আমাদের ধর্ম ছাড়া হবে। ঋষিকেষ কে? সেত ছুতবের ছেলে, আর বাবা ঠাকুরের জন্মের ব্রহ্মসু শুনলে ভক্তি উড়ে যায়, কোন্ বিধাতা এই অবতারকে সৃষ্টি কোরেছেন? ঋষিকেষ কাহারো ভজে? স্নেহের। বাবাঠাকুরকে ভোঁমে ছোঁয়, এঁরা যদি আমাদের উপাসনার যোগ্য, তবে পরেশনাথ কি অপরাধ কল্লেন? ধর্ম মনে আর ভক্তিতে, তা মালা ঠক্কু কল্লেনও হয় না, ঘণ্টা নাড়লেও হয় না, গাউন পোরলেও হয় না। সেই যে সার বস্ত্র, একাণ্ঠ নিক্সুচ চিন্তে তাঁর ধ্যান কল্লেন, তাতে ব্রত, পুজা, হোম, যজ্ঞ, সকলাপেক্ষা ফল হয়। 'সে দোরের নাইকো কপাট' তবু তাঁকে চেনে কে? রসনা ভুলেও তাঁর অপার মহিমাশ্রবিত সুধারস পান করে না, বিজন বনে ঋষিরা অনসনে সে রসমন্দের সাধে পান কোরে জুংপিপাসা নিবৃত্তি কোরেছেন। আহা! গলিত পত্রকুটিরে, কি শিখরচূড়ায়, আতপের তীব্র তেজ সহে, জলপটলের ঘোর জলসেচনে ভিজে, সেই মহাত্মারা যে কি মুখে কালাতিপাত কোরেছেন তাঁ অরুণে জ্ঞান ও ভক্তির উদ্বেক হয়। রূপকল্পনা অবোধের বোধের জ্ঞান, তা বোলে সুজিবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, আর সদাচার বিরুদ্ধ, মূর্ত্তি পুজা করা, স্নেহরীতি, স্নেহনীতি, প্রচলিত করা, স্নেহকে দেবতা বোলে কীর্ত্তন করা, বাতিকের জোরে মুখে অনর্গল 'বাইবল' মন্ত্র জপা, আর কি কথায় কালুরায়, ও ধর্মরায়কে ডাকা, উন্মাদের লক্ষণ। একেত সব ধর্মই গলদ আছে, লোকের মন তাতে সহজে বসে না, তাতে নিতান্ত ভড়ং কি নিতান্ত ষষ্ঠতা করলে ক্রমে নাস্তিকতা প্রবল হবোঁ ধর্ম মন্ততা কিছু নয়, তাতে ধর্মের হানি হয়, তাতে স্থির বুদ্ধির, ও চিত্ত শুদ্ধির, আব-
শ্যক, ইন্দ্রিয় সংযমনই ধর্মের প্রধান অঙ্গ। আমাদের ধর্ম

কর্তার ঝুলিকাঁথা নিয়ে, তাতে বাগাড়ম্বর নাই; 'সে, গাছের নাইকো পাতা' পাতা নাই তা ঝরবে কি? বরঞ্চ বুদ্ধিই আছে, ফেঁক্‌ড়িতে ফেঁক্‌ড়িতে বেড়েই যাচ্ছে, ফল একগাছের বোলে সব সুস্বাদু, এতে কলম লাগালে, কারচুপি খেললে, সার বস্তু নিশ্চেষ্ট হবে। ভাইসকল, ভগ্নিরা! আগনারা ভ্রান্তি ত্যাগ করণ, বৃক্ষের শাখা বৃক্ষেতেই থাকা ভাল, তার ছেদনে শাখা-রই সম্পূর্ণ ক্ষতি।'

কুশলেন্দ্র এই বোলে বক্তৃত্তা পর্যাণ্ত করলে হুটুম গৌঁসাই দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে এক 'হাঃ' কল্লেন, বটুক সাঁই প্রভৃতি শিষ্যেরা রেগে লাল হয়ে কুশলেন্দ্রকে সন্তার মাঝে অপদস্থ করতে উদ্যত, কেউকেউ তাঁকে ঠেস কোরে 'বুড় শালিক আবার কেঞ্চ বোলবে' বোলে বাজ করতে লাগল, কেউ মুখভঙ্গী ও বিক্রমে তাঁকে উচ্চৈশ্বর্য প্রদক্ষিণা দিলে, কেউ বললে, 'বুড়র তিন কাল গেছে এককাল ঠেকেচে তাতে বুদ্ধিসুদ্ধ লোপ পেয়েচে' শেষে সকলে জড়িয়ে বুড়কে নাস্তিক স্থির কোরে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে অগ্রসর। ধূমধড়কা লেগে গেল, হাঁকের চোটে ভুত পালায়, ঝক্‌ড়াগুগোলে কুরুক্ষেত্র বেধে গেল, তিড়িং কোরে লাফান, টাঁদমুখে ভেঁউচন, ঘুঘির কসরৎকরা, বাগিয়ে লাঠী ঘুরাণ, গলা হাঁকরি দেওয়া, গাল বাজান, আর হাতালি দেওয়াতে রক্তভূমি মাত্‌ কোরে তুললে, ভারী আখোজ বেধে গেল, আচার্য্যের দল সর্ব্বার চেষ্টায় এই মিস্তি উত্তর গেয়ে আসর স্বরগরম কল্লেন;—

হায়রে কলির চেলা ফুট্-ফাট্-ফুট্!

বিশ্মোল্লায় বুট্,

সব ফাকীজুকী ছুট্,

ধর্ম্মের দোহাই মেগে দেশ কল্লৈ ভুট্,

কর্তার কাঁথা ঢেকে।

কাঁথা ঢেকে, যীশু ডেকে, মুখে ব্রহ্ম বোল,

বাজে গীর-কীর্ত্তন খোল, তোমার সন্তার আগে।

সন্তার আগে, দিশে লাগে, কালুধর্ম্মরায়

মজার বুজুকি দেখায়, চেপে ঘাড়ের মাজে।

ঘাড়ের মাজে, শিতে সাজে, পর লটপট-বুট,
হায়রে কলির চেলা ফুট-ফাট-ফুট !

হায়রে কলির চেলা ফুট-ফাট-ফুট !

হুদে কালকুট,

ভাষামে নিটুট,

আঙ্গুল আড়াল দিয়ে সব কল্লো লুট

ধর্মের নামের জোরে ।

নামের জোরে, ঝুলি ভোরে, পাঁউরুটি বিস্কুট

দাঁতে কুটকুট কুটকুট, টোকো উইলসন্ জোপে ।

উইলসন্ জোপে, কাপে কোপে, বাগিয়ে মার মোষ,

তাতে নেইকো দোষ, পোড়া পেটের দায়ে ।

পেটের দায়ে, জাত হারিয়ে, পড় অটলটুটু,

হায় রে কলির চেলা ফুট-ফাট-ফুট !

আর 'দুই য়ে' কলিই ঝাঁয়া হুঁপাৎ-হুঁৎ' বোলে আঁটা হাতে
কোরে এক প্রকাণ্ড রাফসী এসে ভগ্নতপস্বীদের এলোপাতাড়ি
ঠেঁজাতে লাগল। রাফসীকে দেখে সকলের প্রাণ উড়ে গেল,
হুটুমেদ নলের রজভজ, ও মুখের সাপট-ঘুরে গেল, মাগীরা 'মা
গো' বোলে আঁৎকে উঠল, বাবাজীরা 'ও বাবা এ কে রে'
বোলে দাঁতেদাঁতে লাগিয়ে কঁপে মরে, কুশলেস্ত্রের পাল
'হরেকেশ' জোপ্চে, হুটুম গোসাই ভয়ে অপকর্ম কোরে বসলেন,
বটুকসাঁই গাঁজার কল্কে এক বাবাজীর গায়ে ফেলে দিয়ে ঝড়ে-
হেলা নারকেলগাচের মতন বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ। কোরে
আকাশ পানে চোখ কোরে রয়েছেন, বাইরে 'ছলস্থল পোড়ে-
গেছে, 'পালারে' 'এলোরে' 'গেলুমরে' চিৎকারে কাণ ফেটে
গেল, কে কোন্ দিকে পালাবে তার ঠিক নাই, কার দিগুদিগ
জ্ঞান নাই, ভয়ে পাইখানায় ঢুকে পোড়েছেন, মহা কোলাহল,
কাণ ঝালাফলা, ভাগোভাগো আচাভুয়া কেমন কোরে শুড়ি-
মেরে পালিয়েছেন, হেমান্ন বসাক এক কোণে সৈঁধিয়ে থরথর
কোবে কাঁপছেন, তাঁর সকলের চেয়ে বিশেষ ভয় লেগেছে।

মাগীরা রাস্তায় পোড়ে কেউ বলে 'ওটা ভাইনী' কেউ বলে 'ওটা ছটুম গোসায়ের মা' এক জন বলে 'তা হলে গোসাই আং কাবে কেন?' পরে 'শাঁক চিল্লী' 'পেড়ী' আর যে 'যত রকম জানুত সব রকমে সব গড়নে রাফসীর বর্ণনা কল্লে। 'আঁাত আং অব্দি হেঁয়াঁজাম, তৌন্দেঁর চাঁলায় (জ্বালায়) পঁয়াঁপঁইসী (পাড়াপড়সী) কিং ঘুঁমুবেঁ না' বোলে আছাকোরে শাসিয়ে রাফসী অন্তর্ধান হলো।

ক্রমে সকলের জ্ঞান হয়ে ত্রাস কমল, কর্তৃত্বজারা যে য়র ঘরে চোলে গেল, ছটুম গোসাই ভয়েই হোগ, কি লজ্জায় হোগ এখনও এলোথেলো হয়ে পোড়ে রামরাম কছেন, ছোটদিদি আর বটুক সাঁই . আশ্বাস-বাক্যে তাঁর ভয় ঘুচাছেন, আঁাভুয়া তাঁশ রাস্তায় হেমাঙ্গের প্রতীক্ষা কর'ছিলেন, হেমাঙ্গ তাঁর কাছে যুটলে দুই বন্ধুতে চোলে যান, আঁচার ভখনও ভয় ভাঙ্গে নাই, তিনি থেকেথেকে পেছনে দেখছেন, হেম তাঁকে ভরসা দিয়ে বল্লেন, 'আহে কিসের ভয়? এখনুত আমরা অনেক দূর ছাড়িয়ে এসিচি, যাকে সকলে রাফসী মনে কর'ছিল, ওটা একরকম রাফসীই বটে, কিন্তু সে মানুষ, তার নাম কল্লে, আমার গায়ের রক্ত জল হয়।' আঁা জিজ্ঞাসা বল্লেন 'তবে সেটা কে?' হেমাঙ্গ তাতে 'ওটা একটা পাড়াপড়সী মাগী, পূর্বে তার যেমন বিকট আকার আর প্রচণ্ড স্বভাব ছিল এখনও সেইরূপ আছে, বরঞ্চ নাকঠোঁট কাটায় গলাখাদ হয়ে বদখুতে আরো ভয়ানক হয়েছে, কিন্তু কিসে এ রকম হলো এ বড় আশ্চর্য্য, পৃথিবীতে তার যুটি নাই' বোলে আঁাকে বুঝালেন। পাঠকেরা এ রাফসীর ইতিবৃত্ত জানুতে উৎসুক হচ্ছেন, তার ইতিবৃত্ত গল্পের আরম্ভে প্রকাশ আছে, সে বক্না পিয়ারী। তার দৌরাষ্ট্রা জ্বালাতন হয়ে রাখনগুলার গলির লোকেরা মায় দোকানীপসারী এককাটা হয়ে হাপসী মাঝাইকে জাঁদ-রেলু কোরে এক দিন তার সঙ্গে রণক্ষেত্রে মাতে, তাতে বক্না, খাঁটা, পোড়াকাঠ, শেষে ব্রহ্মাস্ত্র বাঁটি জারী করতে কমর কধে নাই, তাতে মাপার কাণ, কার নাক, কান হাত, কাটা যায়, শেষ হাপসী মাঝাই এককামড়ে তার নাকঠোঁটে কেটে নেওয়াতে বক্না-পিয়ারী কাবু হয়ে পড়ে, আর সে সেই অবধি

লোকলজ্জায় মাখনওয়ার গলি পরিত্যাগ কোরে ছুটুম গোসা-
য়ের আস্থানার নিকটে ঘর বেঁধে আছে ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

হেম ও বাদসার বিপদ ।

নীরদ চন্দ্র বাদসার বাড়ী থেকে তয়েরি হয়ে এসে বেছাঁস হয়ে পড়েন, পরদিন নেশা ছুটলে কাপড় ছাড়বায় সময় দেখেন যে জামার পকেটে ঘড়ী আর ২৫টাকার নোটে নাই, এতে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল । পুর্বে যে গহনাগত্র চুরি গিয়েচে তাঁর অপেক্ষা যদিও এ সামান্য ক্ষতি, তথাপি আবার চুরি যাওয়াতে তাঁর অত্যন্ত ভাবনা হলো, বিবেচনা করলেন, যে ‘সাবধানের মার নাই’ বদফেয়ালি হতেই এ সব ঘটে, হেমা-
জের উপর সম্পূর্ণ সন্দেহ হলো । তখাচ খানসামার উপর তস্থি করলেন । খানসামা ‘ধর্ম্মাবতার পুনঃপুনঃ এরকম হওয়া বড় মোন্দ, এতে আমরাই খাশ্তাই হই, ‘আমাদের বোলতে ভরসা হয় না কিন্তু ছজুর একবার বাবুদের কাছে তল্লাস কল্লে ভাল হয়, সে দিন তো হ্যামাজ বাবুর ডাক্ত থেকে ট্যাকা দেবল, কার মোনে কি আছে ধন্য জানে, কিন্তু সকলেই বলেন যে সে ট্যাকা রাকা কারু কারসাজি, নইলে হ্যাম বাবুর মোতন ভদ্রর মানুষ কলিতে দেকা যায় না’ বোলে বাবুকে ছঁসিয়ার কোরে দিলে, তাতে নীরদ তাকে ‘তবে তুই কি বলিস্’ জিজ্ঞেস করাতে খানসামা ‘ছজুর বিবোচনার মালিক, আমরা গোলাম, কি বলবো’ উত্তর করলে । একে সম্পূর্ণ সন্দেহ হয়েছে, তাতে খানসামা উকি দিলে, নীরদ খানাতলাসের জন্যে খানা থেকে সারজনকে আনতে বল্লেন । সারজন বাবুর মামে ভাড়াভাড়ী এলেন, নীরদ তাঁকে সঙ্গে কোরে আচাভুয়ার বাড়ীতে গেলেন । আচা আর হেমগত দিনের নীরদ বাবুর ঢলাঢলি, রাস্তায় নচ্ছার বাবু-

বাল্যকথা, আর কৰ্ত্তাভজা দলের ঘটনা নিয়ে কথাবার্ত্তা কচ্ছিলেন, সিঁড়ীতে দুগুদাম কোরে লোক ওঠাতে আচাত্যুয়া চমকে উঠলেন, এমন সময় সারজন, জমাদার, পাহারাওলা, ও বাবু, উপস্থিত। আচাত্যুয়া তাঁদের দেখে ভয়ে কেঁচর মতন কুকড়ি-সুকড়ি হলেন, হেমাঙ্গও ভয় পেলেন, নীরদ তাঁকে বললেন 'কাল পকেটে থেকে আমার ঘড়ী আর ১ কেতা নোট হারিয়েচে, তোমরা নিয়ে থাক কি কে নিয়েচে দেখে থাক বল, এবার আমি অল্লে ছাড়ব না।' দুই বন্ধু সতয়ে মান হয়ে উত্তর করলেন, তাঁরা তার বাস্পও জানেন না। নীরদ তা শুনে হেমাঙ্গকে বললেন 'একবার তোমার ডেস্ক খোল।' হেমাঙ্গের প্রাণ উড়ে গেল, একবারত ধরা পড়েচেন, কি করেন, ডেস্ক খুলে দেখাতে যান অগ্নি নোট বেরিয়ে পড়ল। নীরদ অবাঁক হয়ে রইলেন, হেম, বাবুর পায়ে জড়িয়ে বললেন, যে তিনি জানত অপরাধী নন। সারজন নোট নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি ঘড়ী বারকোরে দিবেন কি না। হেমাঙ্গ উত্তর করলেন যে তিনি ঘড়ীর বিষয় কিছু জানেন না, নোটের বিষয়ও কিছু জানেন না, তবু তিনিই চোর স্বীকার করেন, সারজন তাঁকে কড়কাতে লাগলেন, ক্রমে গালাগালি ঘুষা, ও গলা টেপায় হেমাঙ্গকে নিপীড়িত করলেন, তথাপি হেম ঘড়ী চুরি স্বীকার করলেন না। যদিও বন্ধুও নিবন্ধন আচাত্যুয়াও চুরির ভেতর থাকতে পারেন, তথাপি নীরদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করাত্তে তিনি যখন অস্বীকার গেলেন আর যখন তাঁর বাবুসিক্কুকে কিছুই বেরল না, তখন তাঁকে কেবল খানিক পীড়াপীড়ি কোরে নিকৃতি দিলেন। সারজন হেমাঙ্গকে ধোরে নিয়ে যান, নীরদের হঠাৎ অরুণ হলো যে গত দিন বাদসা চুরির উপলক্ষে খানাতলাসের কথা উত্থাপন করেন, এতে বাদসার ওপর যদিও সন্দেহ হতে পারে তবু বাদসা এমন আহাম্মক নন যে জানিয়ে চুরি করবেন, বিশেষ, বাদসা নীরদকে কোন রকমে কখন ঠকান নাই, তবু বাদসার ঐ অলক্ষণে কথা মনে গোড়ে নীরদ সারজনকে বাদসার বাসায় লয়ে গেলেন। বাদসাই কুড়ে এত বেলায়ও ঘুমচ্ছিলেন, তাঁকে ওঠালে, তিনি সারজনকে দেখে বললেন, 'এ আবার কি?' নীরদ সহজে বললেন 'ভাই রাগ কোরো না, কাল আমার পকেটে থেকে ঘড়ী চুরি গেছে,

তোমার কিখন কোন দোষ নেই, তবু উচিতমত সকলের মন রাখবার জন্যে একবার তোমার কাছে তলাস নেওয়া যাত্রা । বাদসা এ কথা শুনে 'মন্দ নয়, আমি যে, কাল তখনি বোলিচি যে কোন্ দিন আমার খানাতলাস হবে, এই যে হেমের হাত বাঁধা' বোলে 'এই নাও চাবী নাও' বোলে চাবী ফেলে দিলেন । নীরদ 'আ হেরাগ কর কেন' বোলে তাঁর বাক্স খোলান—ও সর্বনাশ ! না সোনার ঘড়ী অগ্নি বেরিয়ে পড়ল । বাদসা খতমত খেলেন, সারজন ঘড়ী নিয়ে তাঁকে ধরতে যায়, বাদসা উপস্থিতমত 'কেন কি হয়েছে, আমি কি জানিয়ে চুরি কল্লুম ? কাল বাবু এখানে মদ খেয়ে ঢলাঢলি কোরে ছিলেন, আমি বেগতিকদেখে ঘড়ী হারাবে ভেবে তা খুলে ভুলে রেখিছি, এখনি তা দিয়ে আস্তুম, এতে আমি চোর' বোলে মুখের সাপটে সারজনকে পর্যাস্ত 'খ' কোরে দিলেন, সারজন বামাল পেয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার কোরে তাঁকে আর হেমাঙ্গকে পুলিশে নিয়ে গেলেন । নীরদ মকদ্দমার জোগাড় করতে লাগলেন ।

দশম পরিচ্ছেদ

পুলিশ ।

স্বাবরজঙ্গমে যত বিকটাকার ও ভয়ানক জীব কি ভয়ানক বস্তু আছে, পুরানে নরকের যেরূপ ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা আছে, পুলিশ তাদের সমান ভয়ানক স্থল । এর নামে হেঁটাম, অতি-বুদ্ধি, লুকাচুরি, ও ধড়ীবাজী বেরিয়ে পড়ে, ভদ্র লোকের পক্ষে পুলিশে হাজির হওয়া মূহুর সমান, সেকেলে বুড়রা সে জন্যে গদেগদে ক্ষতি স্বীকার কোরেও পুলিশে পা দিতেন না । পুলিশের গায়ে যেন যত রকম ভয়ানক জুআচুরি, ঘুষ, বাটপাড়ী, বক্সলেম, গঙ্গাজলি, অবিচার, চোরের ভাল, সাধের দায়, ইত্য-রমি, ও অত্যাচার লেখা আছে । ভদ্রলোকের ১০টাকা চুরি

গেলে তাই প্রমাণ দিতে, আগাগোড়া ঘূষ দিতে, হাড়ীঘুচী ও
 পিঙ্গলী দিতে, আর না খেয়ে হাজির থেকে, বেশীর
 ভাগ গলাধাক্কা খেতে, প্রাণান্ত হয়, তাতে দাবী ফেঁসে গেলে
 (তা প্রায় সহজেই যায়) তাঁর নাকালের শেষ থাকে না। এর
 অগেক্ষা বাক্যমি নাই! ফৌজদারীর নামে শাস্তা হয়, তাতে
 সত্যকে মিথ্যা করা বড় সহজ, পয়সা ছাড়লে একএক রামুশামু,
 পিদরুবাঁদর হাড়ে ভেল্কী খেলে, এর ভেতর অনেক বাজা-
 লিও আচেন যাঁরা রামুশামুর মাসভূতো ভাই। কলকাতার
 পুলিশ যাঁরা একবার দেখেচেন, তাঁরা কখন ঐ চমৎকার স্থান
 ভুলতে পারবেন না, যদি সেখানে গলাধাক্কা প্রভৃতি না
 থাকত তা হলে সকলে যাঁদের ছেড়ে ঐ অপরূপ যাঁদের দেখত।
 সেখানে ভদ্রলোকের যে কত খাতির তা এক হেয়ার স্কুলের
 হেজামে প্রকাশ হয়েচে, এতে আবার আমরা সভ্য রাজ্যে বাস
 করি! এতে আবার শিবিলিজেন্স, আর রিফরমেন্স! হায়!
 যেখানে শামুবাঁদর মেলা, যেখানে ভদ্রলোক বাঁদর ছকুমে-
 ছকুমে ফিরে চোরের অধম ও হাড়ীর হেঁজ হয়ে থাকেন, সেখানে
 পদার্থ করা কি ঘণাকর! আমরা যে সময়ের গল্প করছি তখনত
 কলকাতার পুলিশ ছিল ভাল, এখন বৃষ্ঠা-আইন আর ১৪ আই-
 নের নষ্টামি, আর বিচারের রহস্যতে সহরে কাণ পাতা ভার।
 খবরের কাগজে একএক দিনের নকল, আর ক্রাফের মনি-
 টারি দেখে হেসে পেট দমসম, ঐ দুই আইন এ রাজ্যের টেক্কা
 আইন। এমন সভ্য খোশপোষাগী রাজ্য কখন হয় নাই আর
 হবে না! বৃষ্ঠার যাচন্দার, গোয়েন্দা, আর তদবিরকারদের
 ঘোঁৎঘোঁতানিতে লোকের নিত্য-নিয়মিত-কর্ম খোলসাক্ষেপে
 সারা ভার, এর ভেতর হেলথ-অফ-শুয়র সকলের ওস্তাদ। বৃষ্ঠার
 আইনের যথার্থ মর্ম্ম বুঝতে গেলে জুষ্টিশ্ মশয়রা আগে
 সাজা পেতে পারেন, সহরের তাবৎ পাইখানা জড়িয়ে তাহা
 তাঁদের ১টা পগারের সঙ্গে সমান। একি তাঁরা এক দণ্ড বিবেচনা
 করেন? তাঁরা কেবল প্রজাপীড়ন করতে আছেন। ১৪ আইনের
 দরুণ শতশত নিরপরাধিনী রাঁড়িভুঁড়ীর ভুয়া নাশ হতে দেখে
 ভদ্রলোক সব 'তাক' হয়ে আছেন। বিলেতে এ রকম আইন
 জন্য পার্লামেন্টের অধ্যাতিতে চিটি বেজে গেছে, এখানকার

রাজপুরীষ রাবণের ওপর এক কাঠী। আজকাল পুলিশ দফায়২ রকমারি এজালাশে মেছোহাটা, কুচনিপাড়া, নিলেম, ও মেত-রের আভা প্রভৃতি ঝক্‌ঝক্‌য়েচে। গুল্জার নগরের এই চেহারা-খানি সকলের সেরা, এর ভেতর লাইসেন্স আইন চিহ্নিত কল্লে সোণায় সোহাগা হয়!

এদিকে পুলিশে নীরদ চন্দ্র, সারজন আর সোণারচাঁদ উকী-লের সঙ্গে কাটিগড়ার একধারে দাঁড়িয়ে মকদ্দমার তদ্বির কর-চেন, বাদসা আর হেমাঙ্গ চৌকিদারের জিম্মায় আর এক ধারে আছেন। ঘরের ভেতর পাহারাওলা, সারজন, হাটিচোর, গাঁট-কাটা, গোয়েন্দা, খোচো উকীল, ও বাটপাড় মোজার, গিস২ কর চে, এর মধ্যে উকীলে মক্কেলে পরামর্শ, চোরাইমালের সওদা, গোয়েন্দার ফিকির আঁটা, আমলাদের ভিক্ষা কোরে কার-চুপি খেল, তামাসাদর্শকদের জটলা, চারিটির চাঁদা সাধা, ভদ্রলোকের গলাধাক্কা, ভদ্র সাহেব ও ভদ্র বাবুর রাঁড়ের ছেলের খোরপোষের মামলা, খুনি হেঙ্গাম, ইত্যাদি নানা রংদার ব্যাপারে পুলিশের ছবি যেন মুখ-খারাব কোরে গালা-গালির সাজে সেজেচে। বাইরে বাদসা প্রভৃতি অপরাধীর আত্মীয় ও সাক্ষী আর হরেক রকম লোকের দঙ্গল কেউ মদ খেয়ে, কেউ অমায়িকের চেহারা কাতারেকাতারে দাঁড়িয়েচে। ঘরের ভেতর বাদসার পক্ষে চৈতন্যকলা সাক্ষীরূপ হাজির আছেন, তিনি বাবুর বেচাল আর তাঁর বাড়ী অসুস্থ চুরি, বিশেষ, বন্ধু দুইজনের দুরবস্থা দেখে প্রতিজ্ঞা করেচেন যে, আর নীরদের সংস্পর্শে থাকবেন না। যদিও বাদসার সঙ্গে তাঁর চিরকাল 'চিড়ে কাঁচকলার' সম্বন্ধ, তথাপি বহুকাল আলাপে, বিশেষ, বাদসার বিপদ দেখে, আর তাঁর আত্মীয়দের বিস্তর খাতিরে তিনি নীরদের মাতলামি প্রমাণ করার জন্যে হাজির হয়েছেন। আচাভুয়াও এর মধ্যে থেকে, হেমাঙ্গকে দূর থেকে আশ্বাস দিয়ে কুঁপিয়ে২ কাঁদচেন, তা দেখে পাছে মেজেটোরের দয়া হয়, নীরদ, চৌকিদারকে টিগে দিয়ে তাঁকে ঘর থেকে তাড়ালেন, এরকম ঘটনা পুলিশে নিত্য হয়ে থাকে।

বাদসার চেহারা মলিন হয়েচে, তবু তিনি এমন ভাবভঙ্গি দেখাচ্ছেন, আর হাশ্বমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন জানাচ্ছেন

যে তিনি নিরপরাধী। বাদসার তরফ্ কামিংহাম উকীল এসেচেন। উকীল কামিংহাম ভারী বিচক্ষণ লোক, তাঁর তুল্য বাবস্বাকুশল ও সম্বন্ধ। উকীল আজকাল নাই, ছুটলে আদালতে তাঁকে গেলে, কোনসিলির আবশ্যক হতো না, এতে কোরে উকীল কামিংহাম শেষ দশায় ভারী মাগ্গিং হয়ে পড়েন, তাতে কোনকোন সময় তাঁকে ফি দিয়েও পাওয়া যেত না! উকীল কামিংহাম ঘাড়মুখ নেড়ে এক চোখে একখানা গ্লাশ এঁটে মেজেষ্টবের প্রতি মিষ্ট নজর করাতে কোর্টমুদ্র লোক যেন একটা বাঁঘকে দেখে ভয়ে নিস্তব্ধ হলো, মেজেষ্টার আর সোণারচাঁদের গোচ উকীলরা ভড়কে গেলেন। কামিংহাম উকীল, ইন্টারপুটরকে মামলা তুলতে বলেন, ইন্টারপুটর তাতে জোড় হাতে নিবেদন কল্লেন, যে, কেস মম্বর মাসিক ডাক হবে, আদালতের এই নিয়ম। উকীল কামিংহাম তাতে চোটে ঠিকরে উঠে ধমকে দুইএক ফুটুরফাটুর কোল্লে ইন্টারপুটর ভয়ে ব্যস্ত হয়ে সব কায ফেলে 'বাদী নীরদ চন্দ্র' বোলে হাক দিলেন। উকীল সোণারচাঁদ সবে গোলেমালে পাস্ হয়ে তাঁর গুরুজী উকীলদের আখড়ায় ৭০ আনা হিস্তোর জুনিয়ার পাটনার (খামাধর বখরাদার) হয়েচেন, সোণারচাঁদ বাবু আইনেতে দ্বিতীয় মিত্তিরজা খুড়, তাঁর পেটে অফেরম্মা গজগজ করচে, বিদ্যা পাছে বেরিয়ে যায় এই ভয়ে তিনি মাল্কাঁচা মেরে তার উপর চাঁদনৌচকের ফিরৎ প্যান্-ট্যান্-টেলুন্ জুড়েচেন, মাথায় ৫০ সালের বন্যার আমলের নাম, মাত্র শাদা বাঁধা পাগড়ী এঁটেচেন, আর গায়ে একটা বাসি-ধোপের চাপকান ঝুলিয়ে সামাইদারের বেশে হাজির আচেন। সোণারচাঁদ উকীল আসরে নেবে কুঁতিয়েকাঁতিয়ে ওপনিং ইস্পিচ্ (কিচরিমিচ) করবার চেষ্টা কল্লেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তা ভেঙ্গে ছরকুটে যাওয়াতে কামিংহাম উকীল মুখভেংচে বিক্রপ করায় কোর্টমুদ্র লোক হেসে গড়াল। অনেক কষ্টে কাগচের রিপোর্টাররা এই হিস্প্রিচের অর্থ মোটে এই সিদ্ধান্ত কল্লে যে, চাঁদ উকীলের মক্কেল, সহরের মধ্যে প্রসিক্ত ধনীমানী-জ্ঞানীমহাত্মা, অনেক দিবসাবধি তাঁর রাড়ীতে, বাইরে, অন্দরে, বাক্লে, লক্ষ্মীর কোটম, শেষে পকেট থেকে, জিনীসের নিকেশ

নাই চুরি যাচ্ছে, এতে লাকটাকার ওপর মালামাল হারিয়েচে, কিন্তু কল্পে দিয়ে হারায় আর কে নেয়, তিনি বিস্তর সাবধানে আর বিস্তর পাহারাতেও ধরতে পারেন না, শেষে তাঁর শুভাদৃষ্টক্রমে ঘড়ী আর নোট হাতেহাতে ধরা পড়ল, এতে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে, আর কোর্টও অবশ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন যে, পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আর সে দিন পর্যন্ত তাঁর ক্লায়েন্টের বাড়ীতে যত চুরি হয়েছে বাদসাই চাটুযো আর হেমাঙ্গ বসাক তার মূল কারণ। এই পাষণ্ডদের অল্প জুটত না, একজন সত্যসত্য ভিক্ষা করত, নীরদ বাবু তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেন, এ সেওয়ায় মাসহারা, বক্সিস্, আর তারা যখন যা চাইত তাদের দিয়ে তার মতন পুরস্কার পেলেন। কলিভে লোকের ভাল করতে নেই, এজন্যে তিনি অরসাপ্কে (worship) অননুয় করেন যে, এমন বেইমানদের পুলিশালানের লক্ষ্য হয়। সোণারচাঁদ উকীল এই কিচমিচ্ কোরে হাঁপছেহে জিরতে লাগলেন, কানিংহাম উকীল তা শুনে মেজেফটারের মুখপানে চেয়ে চাঁদ উকীলকে ঠাট্টা বট্‌কেরা কোরে সারলেন, পরে আপনার মক্কেলকে রক্ষা করার জন্যে এই কয় আপত্তি কল্লেন;—

১ দফা—কোর্টের জুরিসডিক্‌শন (এলেকা সরহদ্দ) নাই।

২ "—(misnomer) (নামের ফের্)

৩ "—ঘড়ী রাখা চুরি না হয়ে bonafide (অহিত ভেবে নয়) কার্য স্বীকার করেন।

মেজেফটার। ‘আপনার আপত্তিগুলি ভাল কোরে বুঝিয়ে দিন।’

কানিং। ‘প্রথমতঃ’ আমার মক্কেলের বাস ২৪ পরগনার এলেকার মধ্যে, উত্তর-সরকুলর্ রোডের পূর্বধারে, চার্খো আর পরোয়ানায় কলকেতার উক্ত রাস্তার মধ্যে মানিকতলা যে সাকিন দেওয়া হয়েছে তা ভুল, এই রোডের পূর্বধার ২৭ পরগনার আর পশ্চিম ধার কলকেতার সরহদ্দ, আমার মক্কেল রাস্তার পূর্ব ধারে থাকেন, ঘড়ী রাখা সেই খানেই হয়েছিল, অতএব এ মকদ্দমা কখন কলকেতার পুলিশে আসতে পারে না, এই আপত্তিতে আপনার কোন ক্ষমতা নাই, তথাপি (চাঁদ

উকীলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) বাদীর উকীল এই চেষ্টা মিচিল নিয়ে অন্য আদালতে ফের খাটুনি না করেন তাঁকে সতর্ক করবার জন্যে আমি অন্য আপত্তি খুলে বলছি। আমার দ্বিতীয় আপত্তির মর্ম এই যে, সব জাতির মধ্যে সম্মান কোরে alias (ওরফে) নাম রাখার ব্যবহার আছে, তা বোলে একজনের যথার্থ নাম থাকতে তাকে বাদসাই চাটুষ্যে বোলে আদালতের পরোয়ানায় হাজির করান নিতান্ত বেল-কমি ও বেঅকু'ব, (এখানে 'আমার ক্লাএন্ট আমাকে ঐ নাম বলাতে আমি তাই লিখি' সোণারচাঁদের উত্তর) তুমি না অনুসন্ধান কোরে ক্লাএন্টের মুখে একবার যা শুনবে তাই লিখে বসবে? তোমরা আইনের মর্ম নেজ তুলে একবার দেখ না, কেন উকীলগিরি কোরে বেড়াও, যত নির্দোষ উকীলদের হতে আদালতের অকারণ দুর্নাম আর মক্কেলদের সর্বনাশ হয়, (কোর্টের প্রতি) যদিও আমার দ্বিতীয় আপত্তিতে বাদীর প্রার্থনায় আদালতের রেকর্ড সংশুদ্ধি হয়ে মিচিল শুনানি হতে পারে তথাপি প্রথম আপত্তিতে আমি আদালতের ক্ষমতা বন্ধ করলেম। আমার তৃতীয় আপত্তিতে আমি স্বীকার করি যে, আমার মক্কেল, দ্বিরদ না বিরোদচক্ষ বাবুকে মাতা-লের হেঁজ হয়ে ঢলাঢলি করতে দেখে তাঁর হিতের জন্য ঘণ্টীটী তাঁর পকেট থেকে নিয়ে আপনার বাবুকে যত্ন কোরে তুলে রাখেন, চক্ষ বাবু নেশার চোটে নিশ্চয় তা হারিয়ে ফেলতেন, এ বিষয় সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করান সহজ, আর আমার এই আপত্তি পিনেলকোডের মর্ম্মানুযায়ী, তা এ আদালতে ভেঙ্গে বলবার আবশ্যক করে না। ফলে, আমার ক্লাএন্ট নির্দোষী, মান্য, গণ্য, পুণ্যবান লোক, তিনি ফিরেচক্ষের ধার ধারেন না, আর তোয়াক্কা রাখেন না, তবে চক্ষ বাবুর সঙ্গে তাঁর প্রণয় ছিল তাতে তিনি চক্ষ বাবুকে পদেপদে কত বিপদ হতে বাঁচিয়েছেন, আর কৌশলে, পরামর্শে ও বলে, তাঁর পদেপদে কত উপকার কোরেচেন, তাতে, চক্ষ বাবু যে রকম ভদ্রলোক তার মত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কল্লেন। খেলের সঙ্গে মিত্রতা করার এই ফল! আমার ক্লাএন্ট অকারণ এই অন্যায় দায়ে থেকে চিরসঞ্চিত সম্ভ্রম, ও চিরপরিচিত কুলমর্যাদা, একেবারে

বিসজ্জ্বল দিলেন, সে সকল উদ্ধার জন্য তিনি দ্বিরদ না ধীরদ চক্ষের উপর ২০০০০টাকার ছরমুতের দাবী দিবেন।’

মেজেষ্টার। (সারজনকে ধমকে) তুমি আদালতের লোক হয়ে পুলিশের এলেকা কত দূর জান না? আজ অব্দি আমি তোমাকে সসপেক্ষ কল্লেম। (সোণারটাদের প্রতি) বাবু, তোমরা আইন আদালত কিছু বোঝ না, তুমি প্রধান আদালতের উকীল হয়ে আদালতের সামান্য সেরেস্তা জান না? কি আশ্চর্য্য! কোন্ মুখ এসব উকীলদের পাস্ করে? তোমার চেয়েত জেলাকোটের মোক্তররা ভাল। আমি এ মামলা ২৪ পরগণায় চালান করতে পারি, মামলার আগাগোড়া গলদ, এতে তোমাদের অভিরুচি হয় মিচিল নিয়মিত নেজামৎ আদালতে রুজু কর, আমি দাবীব সত্যাসত্য ও আইনের মর্ম বিষয়ে কিছু বলতে চাই না, উপস্থিত কেস্ এ পুলিশের হৃদর মধ্যে ঘটে নাই, তাতে এ বিষয়ে আমার এক্তার না থাকা প্রযুক্ত এ মামলা ডিসমিস্ কল্লেম’ বোলে দাড়িগোঁফ নেড়ে মেজেষ্টার সোণারটাদ উকীলকে হাঁকিয়ে দিলেন। বাদসাইকুড়ে ড্যাং ড্যাং কোরে নাচতেনাচতে হাসতেহাসতে নীরদ বাবুকে ঠেস্ কোরে ‘ধর্ম আছে বাবা ধর্ম আছে, আমার মনে পাপ নেই, যার পাপ ছিল তাকেই ভুলতে হলো’ বোলে ‘দুও’ দিয়ে বেরিয়ে যান, এই সময় সোণারটাদ উকীল, কানিংহাম উকীলকে ধোরে নীরদ চক্ষকে বুঝিয়ে বললেন যে, বাদসাবাবু যা ভেবে ঘড়ী রাখুন, যে কালে তা পাওয়া গেল, আর নীরদ বাবুকে অধিক লজ্জা পেতে হলো না, কেননা সাফীর দ্বারা মাতলামি কাণ্ড আদালতের মাঝে প্রমাণ হলে বাবুর মাথা হেঁট হতো, অতএব এ স্থলে এ ছেঁড়ালেঠা মিটিয়ে ফেলাই ভাল। কানিংহাম উকীল উত্তর কল্লেম, ‘আমার ক্লাএন্ট বাস্তবিক এ বিষয়ে দোষী নন, তিনি বাবুর হিতের জন্য ঘড়ী তুলে রেখেছিলেন, পিনালকোটের মর্ম্মানুযায়ী এতে কেন দোষ কি দণ্ড অর্শায় না, (বাদসার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া) আমার ক্লাএন্ট এ বিষয় নেচাতে স্বীকৃত ছিলেন না, সুধু আমার অনুরোধে তিনি এই করারে সম্মত হতে পারেন যে, নীরদ বাবু তাঁকে নগদ ২০০০টাকা আর আমার খরচা দিবেন।’ এ স্থলে সোণারটাদ

উকীল মধ্যস্থ হয়ে উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে বাদসার খরচা দিয়ে রফা কোরে দিলেন ।

হেমাঙ্গের মকদমা ডাক হলো, হেমাঙ্গ শোকাকুল চিত্তে অধঃদৃষ্টে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ হতাশ হন নাই, কেন ? তা আমরা এখন অনুভব করতে পারি না । যদিও সোণারচাঁদের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে, তথাচ তাঁর ওপর হেমের কোন ভরসা নাই, কেননা উকীলের ধর্ম্য আত্মপরিবেচনা না কোরে ক্লাইন্টের প্রতি দেখা । কয়েদীর নবীন বয়স ও অতুল রূপ দেখে আদালত লোকে পুরে গেল, লোক চোকিদারের ধাক্কা খেয়ে, তার হল্লা না মেনে, গিলগিল কোরে কোটে ঢুকচে, কেউ বলাবলি করচে ‘এ ছোকরা কখন চোর নয়, এ কেবল বড়মানুষের কুচক্র’ কেউ ‘বলা যায় না, পিনাকোড্ আজকাল বড় শক্ত আইন লিচ্চে’ বোলে আইনের ক্ষমতা ব্যাখ্যা কল্লেন, তা শুনে একজন হাপসী-মাখাইগোচ বাবু, ‘ছুট আমি লিখে দিতে পারি ও ছোকরার কাঁচকলাও হবে না, মুখেরতো টেক্স নেই, একটা কতা বল্লেই হলো, কিন্তু বাবা তোমাদের পেনেলকোটের জ্ঞান টন্টমে’ বোলে বিপক্ষদের হেসে উড়িয়ে দিলেন । সোণারচাঁদ উকীল এমন সময় মেজিস্ট্রেটের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে সকল লোক তাঁর কিচিরমিচির শোণুবার জন্যে ব্যগ্র হলো, উকীল চাঁদ-বাবু দাবীর বিবরণ পাঠ কোরে নবরঙ্গের ডাঁদে মেজেষ্টারকে বল্লেন, যে, ‘কয়েদী’ বাদীর বদান্যে প্রতিপালিত, ঐ নরাধমের অবস্থা এমন হীন ছিল যে, সে, রাস্তায় চৌকো কোরে ভিক্ষায় জীবনোপায় কোরত (কয়েদীকে দেখে শ্রোতাদের বিষ্ময়) নীরদ বাবু তার যত্ননা ঘুচিয়ে তাকে এমন উচ্চ পদে তুলে ছিলেন, এমন কি তিনি তাকে তাবৎ অনুগত লোকের অপেক্ষা ভালবাসতেন, (এখানে শ্রোতাদের মধ্যে ‘ও সব মিথ্যা’ উক্তি) যে, তাতে যে সে এমন কৃতজ্ঞ হবে এ বড় আশ্চর্য্য ! (শ্রোতাদের মধ্যে ‘এ নিতান্ত অসম্ভব, এ আগাগোড়া মিথ্যা’) (মেজিস্ট্রেটের প্রতি) খোদাওয়ান্দ ! শ্রোতাদের কথায় কাণ পাতবেন না, আমি প্রার্থনা করি তাঁদের দূর কোরে দেবার হুকুম হয় ।

মেজেস্টার। ‘তুমি নির্বোধ, তোমার আর কি বলতে আছে তা শাস্ত্রাশেষ কর।’

(এখানে উকীল বাবুকে টিসিয়ে শ্রোতাদের ব্যঙ্গ)

সোণারচাঁদ। ‘ধর্ম্মাবতার, এবড় বেজায়, শ্রোতার! আমাকে টিসিয়ে কত রঙ্গ করছে, আপনি এতে কিছু বলবেন না?’

মেজেস্টার। (হাসতেহাসতে) ‘নাহতে গেলেই লজ্জাটি ভুলে যেতে হয়, এ কর্ম্মের এই ফল, তবু তুমি বিলেতের শ্রোতাদের দেখ নাই, এখন যা বলবার তা বল’ বোলে সারজনকে বোলে শ্রোতাদের হাস্যকৌতুক থামালেন।

সোণারচাঁদ। ‘কিছু দিন হলো এক দিন কয়েদীর বাক্স থেকে বাদীর চিহ্নিত টাকা বেরয়, নোটখানও সেই ডেক্স থেকে বেরিয়েচে। বাবুর পরিচিত লোকের মধ্যে কেউ কয়েদীর মতন দরিদ্র নয়, এতে বেবাক চুরি কয়েদীরই কর্ম্ম, (শ্রোতার! ‘তবে গরিব হলেই বুঝি চোর?’) এজন্যে আমার প্রার্থনা যে এমন গুরুতর অপরাধীকে অতিরিক্ত দণ্ড দেওয়া কর্তব্য।’ এই বোলে সোণারচাঁদ উকীল, সারজনের এজাহারের দ্বারা প্রমাণ করালেন যে, হেমাঙ্গের ডেক্স থেকে নোট বেরিয়ে ছিল।

মেজেস্টার। (হেমাঙ্গের প্রতি) ‘তোমার কোন সাক্ষী কি কিছু বক্তব্য আছে?’

হেম। (বিনম্র) ‘আমি চুরি করি নাই, নীরদ বাবু আমার বিস্তর উপকার কোরেচেন, এজন্যে পুনঃপুনঃ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, ভয়সা করি যেন আমার দণ্ড ভোগে তিনি চুরি হতে নিষ্কৃতি পান, আর ধর্ম্মের জয় হোক, কিন্তু পৃথিবীতে সব বিষয়ে ধর্ম্ম নাই, এখন হজুর আমাকে উচিতমত সাজা দিন।’

এ কথা শুনে শ্রোতাদের সকলের দয়া হলো, আদালত নিস্তক, শ্রোতার! মেজেস্টারের রায় শোনবার জন্যে কাণ পেতে আছে, মেজেস্টার রায় দিবার জন্য মুখ খোলেন, আবার অগ্নি তা বন্ধ করেন, শ্রোতার! সব আঁচাআঁচি করতে লাগল যে, তাঁর সুরায় বেরবে, এমন সময় মেজেস্টার করুণ স্বরে হেমাঙ্গকে বললেন, ‘কয়েদি, দেখ তোমার চুরি প্রমাণ হয়েছে,

ভূমি আপন নির্দোষ প্রমাণ করাতে পারলে না। এতে তোমায় রক্ষা করার আমার ক্ষমতা নাই, ফলে, তোমার এই প্রথম চুরি বোলে তোমাকে ১৫ দিন কঠিন পরিশ্রম কোরে কারাবাসের দণ্ড দিলাম।’

এই রায় শুনে শ্রোতার বিস্ময় হলো, সারজন হেমাঙ্গের হাত বেঁধে তাঁকে জেলে নিয়ে গেল, শ্রোতার ‘আহা! কি হলো’ বোলে চোলে গেল, রঙ্গস্থল তিমিরময় বোধ হলো। এ স্থলে ব্যক্তব্য এই যে, চোর্যাস্ত্রি বিষয়ে রাজনীতির সার পিনালকোডের অভিপ্রায় এমন যে, যদি মাণকে শাস্তের অস্তাবর বস্তু কুমনে গ্রহণ করে, কি হরণ মানসে তা এমন স্থানে লুকিয়ে রাখে যে শাস্তে, তা খুঁজে পাবে না, এরূপ অনুষ্ঠানকে চুরি বলা যায়। আবার, মাণকেতে শাস্তেতে প্রণয় আছে, মাণকে, শাস্তের দ্রব্য শাস্তের অবর্তমানে কি তার বিনা সম্মতিতে যদি সরায়, কিম্বা সে কেনি মাতামেলের বস্তু চুরি করে, এমন স্থলে মাণকে ধরা পড়লে সে যদি বলে, যে ‘আমি ভাল ভেবে ঐ বস্তু রেখে ছিলাম’ তাহা হলে মাণকের এ কাযটি চুরি বোলে গণ্য হবে না। দণ্ডবিধি আশ্রয়ে, মিথ্যা ও চাতুর্যের সহায়ে অপরোধ রূপান্তর হতে পারে, কি হয়ত তাহা কোনকোন স্থলে কেটে যেতে পারে। আমরা এস্থলে হেমাঙ্গের দোষগুণ বিষয়ে কিছু বলি না, ফলে, তাঁর আর বাদসার কর্মের এই প্রভেদ, যে, বাদসা হেমাঙ্গের মতন দোষী হয়ে কথার ফেরে পরিত্রাণ পেলেন, হেমাঙ্গ সেই ঘটনায় লিপ্ত থেকে নিজ বাক্য-দোষে রাজদণ্ড ভোগ কল্লেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

কাণাড়ে ।

মধুমাস । বেল, জুঁই টগর, মল্লিকা, ফুল কুটেচে, গন্ধবহু আনন্দে মেতে তাদের সৌগন্ধ নিয়ে তাহা যেখানেসেখানে

(৪)

ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, বারফটকা বাবুরা চুলটি ফিরিয়ে, ইষ্টিক্ হাতে কোরে পাণ চিবাতেচিবাতে সন্ধ্যার সময় একটু আয়েসের জন্যে শ্রীপাঠ মন্দিরে চোলেছেন। সেকলে কি বোকা কুটিওলারা বাড়ীতে এসে ছেলেদের ইংরেজের রাজ্য যাবার যত আখাড়ে গল্প কছেন! সহরে গাড়ীর ভিড় খামলো, ধুলার ঢেউ ক্রমে কম পড়ল, দুইএক বাবুর বৈঠকখানায় আগির্গ, পিয়ানো, হারমনিয়ামের কঁাকো-হঁকো-ভাঁ আওয়াজ বেরচ্ছে, কোথায় পাগিয়া, শামা, দোয়েলের বোলে কাণ ঠাণ্ডা করছে, ফিরিওলা মালিরা শোলার ভালে টাপা ও গোলাপ ফুলের তোড়া ঝুঁজে বেচতে বেরিয়েছে, কোথায় সোখীন বাবুদের বাড়ীর নিকটে, ও গণিকার বারান্দার নীচে বেলফুলওলা এই গান করছে,—

(রাগিণী বসন্তবাহার। তাল—আড়াখেমটা।)

আয় লো এ মোহাগিনি! কে মেবে লো ফুল?

নিলে পরে গন্ধ ভরে রবে না আকুল।

এম্মি আমার ফুলের হার

পোরে ভুলে যাবে প্রেমে তার।

ঋষি ঘুচে রসে মোজে হবে অনুকুল।

চাই বেল ফুল,

দৈবাৎ এ বেলফুলওলার সঙ্গে নকলদানাওলার দেখা হওয়াতে দুজনের টুক্বাটকরি লাগাতে তারা দণ্ডবিধি আইন হেঁটে ফেলে খেউড়ের উতরে রাস্তা মাৎ কোরে ভুললে। তা শুনতে দোকানীপসারী, হাটের মেড়া, এ সেওয়ায় খোশ-পোষাগী বাবু ও বিবিরা জড় হলেন। রাস্তার ছোঁড়ারা 'লেগে যা রে গুরো' বোলে ঝকড়া বাঁধিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু নকলদানাওলার খেউড়ের ও কেতাদার নৃত্যের কাছে, বেলফুলওলা পেরে ওঠে না, শেষে রাস্তার ভদ্রলোকেরা সকলে একবাক্য হয়ে 'নকলদানাওলার জিত' এই ডিক্রি পাস্ কল্লেন। এই সময় একজন সখেরজলপানওলা চোলে যায়, সে নকলদানাওলার খোশনাম দেখে ভয়ে মাথা হেঁট কোরে, টিম আওয়াজে 'স' স্থানে 'ছ' কোরে 'চাই ছকের জলপান' বলতে-

বলতে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চোলে গেল, আর বৈষ্ণুকুল-ওলা কাঁদোকাঁদো মুখে 'ভাঙ্গল' বুলবুলীর মতন মান 'খুইয়ে' প্রাণ নিয়ে ভাগলো ।

বাঁবু নীরদচন্দ্র ইয়ারগুলিকে তাড়িয়ে, হাড়ে বাতাস লাগিয়ে সন্কার সময় খিড়কীর বাগানে একটী রমণীর সঙ্গে বেড়াছেন । বাগানটী সাধারণ উদ্যান হতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কেবল ক্ষুদ্র আভাষ মাত্র, তবু তাহা গাছপালায়, ফুলের কেয়ারি, ও পাতা-লতায় ভরা, তার মধ্যে একটী পুষ্কনী আছে । স্থানটী পরিষ্কারপরিপাটী ও বিজন । উদ্যান-বিহারিণী-রমণীর চারুবদন-ভঙ্গিমা দেখলে বোধ হয়, যেন তিনি উদ্ভিগ্না হয়েছেন । তাঁর নয়ন বাম্পাকুল হচ্ছে । বাঁগানে প্রবেশ কোরে অনেকক্ষণ ধোরে উভয়ের বাক্যস্ফুট হয় না, নীরদ চন্দ্র প্রথমে 'যা হয়ে গেছে তার চারা নেই, সে কথাটি কি গেরো দিয়ে রাকতে হয়, তাতে আমার অপরাধ কি? দেখলে কি কাণ্ডই হয়ে গেল? বাড়ীতে যেন ভুতের নেতা হলো, খালি চুরি হলে আমার দুঃখ ছিল না, আবার কিনা সেই সব বেআড়া চিটী, এতে কি আমার বরদাস্ত হয়' বোলে নিস্তক ভঙ্গ কল্লেন ।

রমণী । 'রেখে দাও তোমার চিটী, কথা শুনে গা জ্বলে যায়, ঐ কথা একশবার, যে নছার তা'লিখেচে, সে হতছারে যাগ্, তোমার যেমন বিদ্যে তেন্নি হাবাতেগুণকে জুটিয়ে আমাকে আছা জ্বলালে, ঐত হাটহাবাতের মরতে তোমার কাছে বইত জায়গা নাই ।'

নীরদ । 'রাগ কোরো না, আমার কপালদোষে এত হলো, বহমানুষের কার না ইয়ার আছে? ভাল করতে গিয়ে যে এত মন্দ হবে তা স্বপ্নেও জানতুম না ।'

রমণী । লোকে দেখে শেখে, তুমি ঠেকেও শেখ না, কিছু বিবেচনা নেই, কাণে হাত দিয়ে দেখ কাণে আছে কি নেই, তা না লোকের কথা শুনে, হঠাৎ কিছু দেখে এক কাণ্ড কোরে বস ।'

নীরদ । 'লোকের কতাতো নয়, চিটী দেখলে আর কি বিবেচনা থাকে? তুমিতো আশ্বিনী স্বীকার কোরেচ, যে, তা তোমার নিজের হাতের লেকা, আমাকে ভেবে তা লিকে ছিলে, সুতরাং

সহি আর শিরনীমা তোমার হাতের নয়, এতে আমি'র সন্দেহ হবে না ?

এই বাগবিতণ্ডায় প্রতীয়মান হবে, যে, কামিনীচী নীরদ চন্দ্রের স্ত্রী উজ্জলকামিনী, তিনি স্বামীর এই কথায় নিরুত্তর হইলেন। উভয়ে বাগানে বেড়াছেন, এমন সময় চন্দ্রের আলোকে বাগানের এক দেশে একটা জীবের ছায়া দেখে উজ্জলা ভয়ে 'ও কি' বোলে স্বামিকে জিজ্ঞেস করলেন। নীরদ চন্দ্র কিছুই না দেখতে পেয়ে 'ঠিক কি ?' বোলে জিজ্ঞাসা করাতে উজ্জলা 'তাহিত এই ছিল কি হলো ? দেখ ঠাণ্ডার হয় না, ঠিক একটি মানুষের কি ক্ষতের ছাওয়া গোড়ে ছিল' বোলে স্বামিকে বুঝালেন। নীরদ 'ও কিছু ন' বোলে পুনশ্চ বললেন, যে 'বললে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি পাজীদের ওপর বরাবর চটা ছিন্‌ম, উচিত হৈস তাদের আগে ভাড়ানো, কে জানে এমন বিভ্রান্তি ঘটবে, এর ভেতর সকলেই আছে, কেবল ভেড়াক'র আর আঁচা ভুয়া বোধ হয় নেই।'

উজ্জলা। 'তোমার কথায় যে বললুম হাসীও পায় দুঃখও ধরে, এর মধ্যে আবার সাধ আছে ? কেউ বিশ্বাসী নয়।'

নীরদ। 'সত্যি, কিন্তু যে দুজনের কথা বললুম, তারা অ-বিশ্বাসী নয়।'

উজ্জলা। 'তা হবে কেন ? কেবল আমিই অ-বিশ্বাসী হয়েছি, তোমার এম্মি বুদ্ধি নইলে একজন চুরি কোরে খালাস পেলে, যত ঝাল আমার ওপর বইত না' বোলে মানা হলেন।

নীরদ। 'আর ও কতায় কায় নেই, এখনকার যেমন ঠকানে আইন হয়েছে এতে ভদ্র লোকের অসন্তু ম হয়, এতে জোচো-রের ভাল, এমন অরাজক রাজ্যে বাস করা অধম।'

উজ্জলকামিনী এই সময় পুনশ্চ সেই ছায়া দেখে 'ঐ দেখ, বোলে অঙ্গুলি নির্দেশে স্বামীকে তা দেখাবেন, না ছায়া অমনি যেন উপে গেল, এতে তিনি বিশ্বাস মানুলেন, নীরদকে 'এ অমঙ্গলের লক্ষণ, এ যে কি, তা বোঝা ভার (চারিদিক নিরীক্ষণ কোরে) কোথায়তো কিছু দেখি নে, আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে, চল এখান থেকে যাওয়া যাগ্, কি হতে কি হয়, অদৃষ্টে আরো বা কি আছে' বোলে বাগান থেকে যেতে উদ্যত হইলেন।

নীরদ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে ‘যেও এখন, একটু থাঁক না। এখানে কিসের ভয়? কিসের একটা ছাওয়া দেখে ভয় পেল, মেয়ে মানুষ, একটু সাহস কর’ বোলে পুনশ্চ বাগানে বিহার করিতে লাগলেন। দুজনে আবার নিস্তক, পরে নীরদ চন্দ্র এদিকওদিক চারদিক খুঁজে, কিছুই দেখতে না পেয়ে বললেন, ‘লক্ষ্মীছাড়া অল্লিয়েষণ হতে আমি নাশ্তেনাবাৎ হলুম, কেমন গেরো, পদে-পদে দেকুঁচি, যে, যখন তাদের সঙ্গে মেশামিশি কম পড়ে তখন চুরিও বন্ধ হয়, তবুও কেমন মায়া, তাদের ছেড়েও ছাড়তে পারি নে, এই দেখ, হেয়ার ম্যাদের দিনজুই বাকি আছে, নোট চুরি অবদি এ পয়ালু একটা খড়কেও হারায় নি।’

‘যদি এ বুঝেচ তবু ভাল’ উজ্জ্বলা একথা যেমন বোলেচেন, অগ্নি সেই সময় বাগানের ভেতর, ~~সেই~~ নাড়ার মতন শব্দ হওয়াতে তিনি ভয়ে বাগান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর পালালেন, নীরদচন্দ্রও সন্দিহান হয়ে তাঁর পশ্চাৎ গমন করলেন। নীরদ বাড়ীতে গিয়ে লোকজনকে ডেকে বাগান খুঁজতে লাগলেন। তবু কোরে, গাছে, ঝোঁপে, ও কোণে, অনেক খুঁজেও কিছুই বেরুল না, তাতে লোকজনের কথায় আঁদাড়েপাঁদাড়ে, কাণাড়ে, শাঁখচিল্লী ও যকের গল্লে বিশ্বাস হওয়াতে তিনি ভয়ে খিড়কীর দ্বার ভালকোরে বন্ধ কোরে, আর, বাগানে পাহারা রাখিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

জেল

জেল নামটী কি ভয়ানক? প্রিয় জনের অপঘাত সংবাদে কি রাজবিচারে তিনি সর্বস্বান্ত হলে অনুরাজা যাদুশ শোকা-কুল হয় স্বজনের কারা-দণ্ডেও তাহা তজ্জপ কাতর হয়ে থাকে।

জেলের স্নেহে যেন যত রকম অপমান, যন্ত্রণা, বিবাক্ত জ্বালা, আর কঠিন মৃত্যু, চিত্রিত হয়েছে। মানী লোকের গঞ্জে তথায় বাস অপেক্ষা মরণ ভাল, কেবল সেখানে দুর্জনের অভেদ্য অন্তর শোকাভূর হয় না, ধর্ম্য তাদের ভরান—যমও সহজে ছোঁতে পারে না। জেল-যন্ত্রণা জীবন্ত নরকভোগ। জেলে অবস্থান করা ধর্ম্যভীরু হিঁদুর গঞ্জে অতি কঠোর, তাতে জাতি রক্ষা দুর্লভ। জেলত বিষম কথা, মনে করণ, সুদূর পরবশ হওয়া কি কঠিন ব্রত? মনুষ্য, পালিত শুককে বহুল যত্নে রেখে, উত্তম আহাৰ দিয়েও বন্য শূকরের ন্যায় তার পুষ্টিসাধন করতে পারেন না। গৃহপালিত জীবের সঙ্গে প্রকৃতিস্ব স্বাধীন জীবের অঙ্গসৌক্যের কি তার-তম্য তাহা প্রাকৃত-ইতিবৃত্তবেত্তারা জানেন, পরাধীনত্ব যে কি ভয়ানক তার চমৎকারচমৎকৃত উগমা পাওয়া যায়। বর্তমান কালে ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ন রাজ্যনাশে, পরবশে, খ্রীষ্টান ও পীড়িত হয়েছেন, এমন কি শত্রু-হস্তগত হয়ে অবাবহিত কাল মধ্যে তাঁর কেশকলাপ ধবল হয়ে যায়। লর্ড মেকলের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেমস, রাজ্য হতে গলায়ন কোরে সিয়ার'নেশ নামক স্থানে ধীর ও নাবিকদের দ্বারা ধৃত হলে তাঁর বুকির স্ত্রী ও সাহস লোপ পায় এবং তিনি এই ইতরলোকদের সমীপে কখন ক্রোধ, কখন উন্মাদের ন্যায় বক্তৃতা, কখন যৎ-পরোনাস্তি কাকূক্তি ও অনুনয় করেন।

রাজধানীর কলঙ্করূপ জেল, আজকাল যে রূপ কুৎসিত, ও ভীষণাকার ৮১০ বছর পূর্বে তাহা তদপেক্ষা বিকটদর্শন ছিল। চতুর্দিকের সেওলাগড়া, ফজলবানি, প্রাচীর যেন অঙ্কনে মেপা হয়েচে, তাতে আজন্মকাল কলি পড়ে নাই, সিঁদুর-মাখা দ্বার ও কবাটি, গুলজার নগরের সৌখীন চিত্র। ঘরগুলিতে যদিও কালেভদ্রে কলি ফিরান হয়, কিন্তু তাদের সৈঁতসেঁতেতে, দুর্গঞ্জে, আর সংকীর্ণ আয়তনে, কয়েদীর গঞ্জে তথায় তিষ্ঠন কঠিন। বর্ষাকালে ঘরের ভীতর বৃষ্টি আসায় তাহা বন্দীদের নিতান্ত অসহ্য হয়, এমন-কি, আজ পর্যন্ত বৃষ্টির সময়ে দেওয়ানি জেলে টেঁকা ভার। একএক সময় ঘর পুঙ্খাবিবেশ হয়ে থাকে। দেওয়ানি জেলত ভাল, ফোজদুরি জেলের দুর্দশা দেখে কান্না পায়। কয়েদীদের ঘরের অপেক্ষা লোকের বাড়ীর শাইখানা, আশা-

বল, ও সিঁড়ীর ঘর, ভাল, ঐ গৃহ এমনি ক্ষুদ্র যে, তাতে দুজন মানুষের মাথা ঠুঁজে থাকা ক্লেশকর। কয়েদীরা একএকজন এমনি সঙ্কুল ঘরে একখান দুর্গন্ধ, ত্রিকোণে কম্বলে শুয়ে কাটায়। তাদের যন্ত্রণার সীমা নাই, রাশিরাশি পাতর ভাঙ্গা, চাপরাসীদের ঘন-ঘন ফৈজ্জ, গালি, ও বেত খাওয়া, তার উপর আবার আহা-রের কষ্ট। একএকজন কয়েদীর যত ফেরা পাতর ভাঙ্গা তার আছে, তা যেমন কোরে হোগ্ ভাঙতেই হবে, তাতে একটু জিরুলে, কি গাফিলি করলে, এমন কি একটু আলস্য ভাংলে, কালান্তক চাপরাসীর ছড়ীতে তাদের গিঠ ভেঙ্গে যায়। তাতে হাজার খোশামদ করলে, কাঁদলে, আর পায়ে ধরলেও চাপ-রাসীদের দয়া হয় না, তবে কিছু পয়সা ছাড়লে বা মনে কর তাই হতে পারে। ঘুষে এমন ভয়ানক স্থানেও আরাম পাওয়া যায়, যে কৃতান্তসম দুর্দান্ত চাপরাসী, গর্বিত শাসনকর্তা, ও পামর অধ্যক্ষ, মনের সাধে কয়েদীদের মীড়ন কোরেও ভুট নয়, যারা পাগে ডুবে আছে, পরের কষ্ট যাদের সুখ, সেই নিষ্ঠুর স্বর্ষরেরা রকমসকমে ভুলে যায়।

হেমাঙ্গ বসাক জেলে স্বপাকার পাতরের মাঝে ভুত সেজে হাতড়ী দিয়ে পাতর ভাংছেন, তাঁর সে শরীর নাই—সে লাভণ্য নাই, মনস্তাপে তাঁর রূপ ন্যশ হয়েছে, পাতর ভেঙ্গে হাতে ফোঁকা হয়ে তা হতে রক্ত পড়ছে, গাছাতের বেদনা, কতর জ্বালা, কটকটানি, ও ঝঞ্জনানি, সূর্যের প্রখর কর, পিপাসার তীব্র যাতনা, আর রক্ষকদের উৎকট তাড়নায় তাঁর অন্তর দগ্ধ হচ্ছে। তাঁর ওপর যেন যমদণ্ড পড়ছে। একটা শিয়ালকে দেখলে যেমন সিকারী কুকুরগুল একেবারে তাকে ঝেঁকে ধরে, তেমনি, দৈবাৎ তাঁর হাত কামাই গেলে দারুণ রক্ষকেরা তাঁর উপর বেত্ৰাঘাত, কর্তৃত্ব থাকে। হেমের নয়ন দিয়ে ধারা বেয়ে অশ্রু পোড়ে পাতর পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে, গা দিয়ে রক্ত বেয়ে পড়ছে, প্রাণ কণ্ঠা-গত। তৎকালের জেলে দেশীয় কয়েদীমাত্রেয় দুঃখের অবশেষ ছিল না, যদিও উৎকোচে, পীড়ার ছলে, আর ডাক্তরের শঠ-ফিকিরে (সার্ভীফিকেট) এ কয়েদীরা ঘানিতে যুটে, চাপরাসী, মেট, মজুর, কেরানী, কম্পজিটর, রসুইকর, ছুতর, সেজে পাতর ভাঙ্গা দায় খেলক এড়াতে পারত, কিন্তু সে সকল যোগাড়

করতে অনেক 'কাট খড়' লাগত। ইংরেজ কয়েদীর উপর তত পীড়ন ছিল না,—এখনও নাই, ইংরেজ স্বাধীনতাবাহিনীর স্বাধীন, তাকে জেলের কর্ত্তা পর্য্যন্ত শঙ্কা করেন। হেমাঙ্গ যথায় আছেন তার অনতি অন্তরে একজন সেলার' উন্নতের মতন বিকট মূর্ত্তিতে পাতর হাতে কোঁরে বসিয়া আছে। চাপরাসী ও শাস্ত্রির দল, মায় খোদ কর্ত্তা পর্য্যন্ত ভয় দেখিয়ে, আর মিষ্ট কথায় লোভ দেখিয়ে তাকে থামাবার চেষ্টা কর্চে, কয়েদীর কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। সে একএকবার ঝেঁকে ওঠাতে শাস্ত্রি-ঠাকুর, মায় খোদ হুজুর, ছুটে পালাছেন, সে ঠাণ্ডা হয়ে বসলে তাঁরা আবার সুড়সুড় কোঁরে তার কাছে এসেছেন। মধ্যে মধ্যে সে একএক পাতর ছোঁড়াতে সকলেই পয়ে দিগেন, অনেক-কণ কারু দেখা নাই। এই স্বেচ্ছাচ্যুতির কারণ আর কিছু নয়, এ স্বাধীন কয়েদী পাতর'না ভাঙ্গাতে প্রহরীরা তার প্রতি জুলুম করে, তাতে এ-হাতেজ কয়েদী তাদের কোন ভোয়াক্কি না রেখে তাদের গলিগেড়ে, তেঙচে, লাথী দেখিয়ে, রক্তভূমি স্বরগরম কোঁরে তোলে, প্রহরীরা তাকে আঁততে না পেরে খোদ সাহেবকে খবর দেয়, খোদ সাহেব চোরের অধমভাবে হাজির হয়ে ইংরেজ বাচ্ছাকে থামাবার চেষ্টা করেন। পরে অনেক কারখানায় স্বাধীন গোঁরাতে এই ক্রুরে থামান হয় যে, ভবিষ্যতে তার প্রতি কেউ আর জুলুম করবে না। তখন বাঙ্গালীরা লঘু দোষে কাজীহাউসে যেত, গুলজার নগরের এই অপূর্ব বিচার!

দিবাবসান হলো, রক্ষকেরা 'গদাইনস্কর চালে' কয়েদীদের খোঁপে পুরলে, এ জুরমতিরা দিবাভাগে বন্দীদের অশেষ ক্লেশ দিয়েও তাদের তুরাশা পুরে না, তাদের ইচ্ছা হয় না যে, বন্দীরা রাত্রিতে বিশ্রাম করে। জেলের রাত দিনের অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। রোগী আর কারাবাসীর পক্ষে যামিনী বিষময়ী হন, বন্দীরা তখন নিজনিজ কোঁটরে থেকে দিবসের শ্রম হতে বিরাম পেয়ে কোথায় দুদণ্ড আরাম করবে, না সেই সময়ে আজন্মকালের যত ভাবনা, ও যত যন্ত্রণা মনে পড়ে। দিনের বেলা প্রহরীদের শাসনে, শ্রমে, আর প্রকাশ্য অপমান, এই যন্ত্রণাদির অনেকগুলি গেরো দেওয়া থাকে, রাত

হলে তারা গেরো ছাড়া হয়ে মনকে ঘিরে ফেলে; তাতে কয়ে-
দীরা আরাম কর'ব কি? বন্দীর মধ্যে ঘোর পাপাআঁরা 'হা
রিধাতঃ! আমাদের মরণ হয় না কেন? আমাদের নিস্তার কর,
আমরা এ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হলে আর দুর্কর্ম কর'ব না' বোলে
জন্মের মধ্যে পরমাআর স্মরণ করে। হেমাঙ্গ বসাক আপন
গর্ভে ঢুকে হা-ছতাশে জিয়মান আছেন, পৃথিবী যেন নাই,
কেবল জেলরূপ নরকই আছে মনে কর'ছেন। বন্দীদের যাদের
আত্মীয়বন্ধু আছে, তারা তাদের মনে কোরে স্নেহে দীর্ঘনি-
শ্বাস ছাড়াচ্ছে। কোন দায়মাল আসামীর নবীনা রমণী, স্কু-
মার তনয়, কি বিপুল বৈভব মনে হচ্ছে, যাদের স্থানে সে,
জন্মের মতন বিদায় হয়েছে, তবে তার মনে একটু আশা
আছে যে, সে দ্বীপান্তর হয়ে প্রাণে বাঁচতে পারবে, হত্যা-
কারীর মনে সে আশা না থাকায় তার মতন দুঃখী পৃথিবীতে
নাই, সে জীবনে হতাশ হয়ে, মায়ামোহে ধর্ম্মাধর্ম্ম, জলাঞ্জলি
দিয়ে, এক মনে কেবল ফাঁসীকাঠের ভীত মনে প্রতিক্রা
কর'ছে। গুলজার নগরের এই চিত্রটি করণ ও ভয়ানক রসে
পরিপূর্ণ।

সায়ংকালে জেলে গোরী কয়েদীর মহল ভয়ঙ্কর হয়েও কথ-
ক্ষিৎ স্বচ্ছন্দজনক। তথাকার বন্দীরা দিনের বেলায় এত কড়া-
কড়েও দ্রুপাত করে না, তাতে তারা রাতে নির্জন পেয়ে
নিঃশব্দে গান ধর'ছে, পচাল পাড়া'ছে, আর মেতে কেঁচেভেকে
রং বাজিয়ে জেল মাথায় কর'ছে। জ্যাকের ফণফণানি ধর'ল,
ম্যাকের নৃত্য আরম্ভ হলো, টেমের 'গো ড্যাম, রকম বুলির
থৈ ফুটল, জোন্স, ব্রাউন্স, রঙ্গভূমিতে মাতালের নাট্যা-
ভিনয় কর'তে লাগল, দণ্ডবিধি আইন জেলের ভেতরে কলা
খেলেন। জেল গোরাদের মামারবাড়ী, স্বশুরবাড়ী, আর শ্রীঘর,
বাজালীর পক্ষে তা সেই হরিংবাড়ী, (হয়রাণবাড়ী) নেড়ী-
মারা পেয়াদারও বাজালীর ওপর যত জবরদস্তি। পূর্বে তথায়
গোরারা অনায়াসে সুরাপান কর'ত, যদিও জেলের নিয়মে
তথায় কোন রকম মাদক দ্রব্য লয়ে যাবার হুকুম নাই, অর্থাৎ
জোরে সে নিয়ম একপ্রকার রদ হয়ে ছিল, এখনও জেলে
'আঙ্গুল আড়াল দিয়ে' না হয় কি? গোরার কড়ফড়ানি,

বকুবকানি, নৃত্য ও মন্তব্য, জেলের সেই স্থানের চিত্র হাঙ্গরসে আঁকিত হয়েচে । রক্ষকেরা ভক্ষক হলে না হয় কি ?

ঘোর তিমিরচ্ছন্ন রজনী, চরাচর নিষঙ্গ, গোরাঙ্গেল ক্রমে নিস্তব্ধ হলো, বাইরে বেরুলে অন্ধকারে বোধ হয় যেন রাত গিলতে আসচে, এই সময় ভয়তরাসী লোকের প্রমাদ, তার একেলা থাকা কি বাইরে অসামান্য দায় বিশেষ, পাছে ভুতে মারে, কি চোরে ধরে, এই আশঙ্কায় গোবেচারী ভালমানুষরা প্রাণান্তে এ সময় বিছানাইছাড়া হন না । একে প্রগাঢ় অন্ধকার, তাতে, আকাশ মেঘচ্ছন্ন হয়ে অমানুষ রুষ্টি হচ্ছে, হুস্‌হুস কোরে বাতাস বইচে, আবার গাছের মড়মড় শব্দ, পাতার চর্-চর্ শব্দ, দ্বারজানালায় ঝনঝন, আর মেমের গড়গড়-গড়গড়-গোঁ গর্জনে রজনী ভয়ঙ্কর হয়েচে । হেমাঙ্গ সৈতসৈতে ভাপসা, ঘরে খাটিয়ায় বোসে হাতের ওপর দাড়িটী রেখে 'আকাশ পাতাল' ভাবছেন । জেলে মানুষের সাড়া নাই, কেবল তাঁর ঘরের বাইরে দুজন প্রহরী বোসে গল্প করচে, হেম আপনার ভাবনায় মগ্ন । পাশের ঘরে ঠকঠক ঘা পড়চে, কণ বিলম্বে বোধ হলো যেন খানকত ইট পড়ল, প্রহরীর ভয়ে জড়শড়, এ সব ব্যাপারে হেমের ধ্যান ভাঙাতে তিনি কান পেতে ঐ শব্দাদি শুনতে লাগলেন, কিন্তু ঐ শব্দ একাদিক্রমে না হওয়াতে, আর কিছুই দেখতে না পাওয়াতে, তিনি দ্বারের কাছে কান পেতে প্রহরীদ্বয়ের কথা শুনতে লাগলেন । একজন প্রহরী এই সময় এক ভুতের গল্প কেঁদে বোসেচে, সে তার সঙ্গীকে পশ্চাৎরূপ উপন্যাস শুনাচ্ছে,—

‘দ্যাক্ আসামুদ্দি! মুই পয়লা সোদোরের উকীল রাম-ক্যাশোর বাবুর মুন্সী ছিনু, (পেয়াদার আবার স্বশুরবাড়ী!) বাবু ভাখন ছেরেস্তাদার ছ্যালো, তেনা ভেরায় বএটকে কেতাব দ্যাক্তো, উসি ওয়াজে তেনার গা মে প্যাক, কাদা, ধূপধাগ কর্কে গিরতো, লেকেন ও কিসি কা কাম বাবুতো কেচু মানুম প্যালো না, তেনা চুঁড়েচুঁড়ে হায়রাণ হয়ে গ্যালো, তেনার দিলমে খোড়া খোশ নেই, মোরাসব বোৎ দিগদার হনু, এক রোজ ভাই কামন হলো, না একটা সাঁপ একটা কেতাব মুয়ে কোরে পেলিয়ে গ্যাল, আর এক দিন টাট্টিকা ময়লা

বাবুর মুখে গিরলো' এই বলতে না, বলতে দড়ায় কোরে এক বিষম শব্দে সকলকে স্তব্ধ করলে, মুন্সীরপোর সয়তানের গল্প ঘুরে গেল, আসামুদ্দির দাঁতকবাটি লাগল, সে ভয়ে উর্জস্বরে এমন সব ডাক ছাড়লে, যে তাতে ফৌজদুরি জেলের বেলকুল প্রহরী জড় হলো, তারা মুন্সীজীকে আসামুদ্দির চিৎকারেব বাঁওরা জিজ্ঞেস করাতে মুন্সীর পো সবিস্তারে সয়তানের কথা বর্ণন করলেন, এমন সময় 'আদমি ভাগতা' বেলে জেলের পাঁচীলের সেপাইরা মহা কোলাহল তুললে, চিৎকারে কাণ ফেটে গেল, চারিদিকে লোক লাঠান জেলে খুঁজতে বেরুল, খোদ গব্বার ও ডাক্তর সাহেব, খুঁজতে বেরুলেন, খুঁজে প্রকাশ হলো, 'যু, গোরাকোর মহলের ৬ জন সেলার ঘরের জানুলা ও বাইরের পাঁচীল ভেঙ্গে চম্পট দিয়েচে। 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' এখন 'খোঁজখোঁজ' আর খোঁজ! চোর কি চোকিদারদের জনো বোসে আছে? সাহেবরাত রেগে রক্ষকদের ওপর দেদার লাথী চালিয়ে, মুন্সীজীর পড়পড় কোরে দাড়ি ছিঁড়ে, আর আসামুদ্দিকে লাথীয়ে সোজা কোরে জেলের সতর্কতা স্বরগ্রহণ করলেন। মুন্সীজী 'কিল খেয়ে কিল চুরি' কোরে আসামুদ্দিকে চুপি-চুপি বল্লেন, 'এ সম (সব) সয়তানের খেল।' এই সময়ে জেলে বাস্তবিক সেলারদের পলায়ন ঘটনা হয়ে ছিল, তারা যথার্থতঃ পাঁচীল ভেঙ্গে পলায়ন করে, গরে কিছু দিন বাদে তারা ধরা পড়ে, তাদের মকদ্দমায় জনকত ইংরেজ আদালতের দয়া উদ্রেক করবার চেষ্টা করে, তাদের গঞ্জে দিকপাল কৌসেলি দীর্ঘ রক্ত্রিতা করেন, তিনি এখন বেঞ্চেতে আসন পেয়েচেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

ক্ষুদ্র নবাবের অভ্যর্থনার উদ্দেশে সমারোহ ।

অপরাহ্ন। সূর্য্য টল্‌তেটল্‌তে পশ্চিমদিকে হেলে গোড়েচেন, ক্ষুদ্র নবাবের শুভাগমন উদ্দেশে গুলজার নগরে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য বিবিধ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হচ্ছে, চাঁদপালের ঘাটে, গড়ের মাঠে, গবর্নমেন্ট ভবনে, রাস্তার যেখানেসেখানে একএক স্থানে একএক বিষয়ের তর্বির হচ্ছে। সহরে হলস্থূল গোড়ে গেছে, হাটের দেড়া, আর বাদসাইকুড়েরা হুজুক পেয়ে দৌড়েচে, স্কুলের হলেরা স্কুল থেকে পালিয়ে ঠিকদুপর থেকে গ্রিহাসাগর ঘাটে দাঁড়িয়েচে, বাঙ্গাল মাজীরা এই অদ্ভুত তামাসা দেখবার জন্যে সকালসকাল খেয়া বন্ধ করেছে, জাহাজের সেলার ও সিপসরকাররা বানরের মতন জাহাজের মাঝুলে বোসে আছে, মাঝুলস্থূল চিত্রবিচিত্র হরেক রকম নিশানে সেজেসুজে বাহার দিচ্ছে। চাঁদপালের ঘাটের ওপর রাস্তায়, গাড়ীর ভিড়ে পা বাড়ানভার, বগি, ব্রাউহেম, ফেটিন্ ও কেরাফিতে সাহেব বিবি ও বাবুদের হরেক রকম রূপ—হরেক রকম পোষাগ—হরেক চক্ষে বসাদাঁড়ানতে গুলজার নগরের চিত্র মনোহর হয়েছে। বিবিরা বাহারমেরে হাবভাবে, নয়ন কটাক্ষে নায়কদের মন হরণ কর্‌চেন, এর মধ্যে, কোন মিশের হুদয়েশ, লোকের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর তাঁশাল গণ্ডে কিস্ক কর্‌চেন। গাহারাওয়ারা ৩২ সিংহাসনের পুতুলের মতন অসাড় হয়ে সার গঁথে দাঁড়িয়েচে, সারজন ঘুরেঘুরে তাদের দাঁড়াবার কেতার বৈলক্ষ্য ধোরে বেড়াচেন, আর মধ্যোমধ্যে ঐ কেতাভঙ্গ চোকিদারদের জুতর গ্রাহরে দোরস্ত কর্‌চেন। নগরের নায়েব-কো-মিশবানর ঘোড়ায় চেপে সহরকোতোয়ালের কায কর্‌চেন, আর ঘোড়ায় চেপে হুট্‌হুট্‌ কোরে ভদ্রলোকের মাঝে ঘোড়া ফেপিয়ে ভিড় কমাচেন। নেড়ে

জমাদার খামাদাররা, কএক অবতার হয়ে বাজালীর কাছে প্রভুত্ব ফলাচ্ছেন। ইভন্স বাগানের উত্তরস্থ মাঠে গৌরা কামানদাররা কামান সাজিয়েচে, ইসপুলানেভের ও গবর্নমেন্ট পেলশের নিকটের বাড়ীসকলের ছাদে লোক থৈথৈকরচে, বিবিরী খড়্‌খড়ে খুলে ঝুঁকে দাঁড়িয়েচে। গবর্নমেন্ট পেলশের রাস্তায় সিপায়ের সার-বন্দী বাড়খাড়া হয়েছে, গড়েরমাঠে রাজ্যের লোক ভেঙ্গে পোড়েচে, বোধ হয়, এক জনকে ধাক্কা মাল্লে বিশ জন, সেই ধাক্কার চোটে পোড়ে যায়। হাপসীমাখাইগেচ নবনাগররা ঘাটের নিকট বিবিদের ঘেঁসে দাঁড়িয়েছেন, আর তেঁতুলে বাগদিরা এই হেঁপায় ইংরেজের পালে মিশেছেন, তাঁরা 'সব জানুতা' হয়ে, রাজাউজীর মেরে, নবাবের নাড়ীনকত্রের বিষয় পশ্চাৎ মীমাংসা করছেন,—

আশু। 'আর শুন্‌চিস্‌ নয়! সাপে পয়লা গিয়াদা কাম্‌কোরতো।'

গোমেষ। 'হা-হা-হা! সাপে কোখোন গিয়াদার কাম কোরে? ও তো পয়লা সেলার ছ্যাল, হামিতো মোদের অণ্টেনির কাছে বাৎ শুনেচে।'

আশু। 'ও বাৎ ঠিক, ওতো সেলার ছ্যাল আর মুচী বি ছ্যাল, আর অরু ভাই জুত বেনিয়ে খায়।'

ডিকুচু। 'সে তো বাৎ তামায়্‌ বুটা, মোর ইয়াদ আছে, কি হামি যোখোন লেউলেনের হোশে ফোরম্যান্‌ ছ্যালো তোখোন সাপ্‌ মোর সাথে কাম্‌ কোরতো, ও তোখোন অণ্ড-রটেকার আছে।'

আশু। 'ভুই বোড়ো সিয়ান, লেকেন্‌ লেউলেমের হোশে তোখোন কোন্‌ সাপ্‌ পার্টনার আছে মুইতো শুনবে, বোল।'

ডিকুচু। 'মোর সাথে চ্যল্যাকি? (সক্রোধে) মুইতো পার্টনারের কেয়ার কোরে না।'

এমন সময় কো-মিশনার সেই দিকে এসে ডিকুচের দলের ওপর ঘোড়া ফেললে ডিকুচ ও কেলোভুলো, বেলকুল, ঘোড়ার লাখী আর সাহেবের চাবুক খেয়ে, লজ্জায় 'দে ছুট' ক্ষুদ্র নবাব 'এই আস্‌ট' বোলে থেকথেকে একএকবার গুজব উঠ্‌চে

কোন সেকলে বাবু, ঘাটের নিকটে সাহেব দেখলেই আবদারে ছেলেকে 'এ রে বড়সাহেব' বোলে দেখাচ্ছেন, ছেলে তাতে ভোলে না, একজন খোঁটা কোন জাঁদরেরেলর পরগলা টোপ্ আর ঝাঁপ্গা-দার গোবাগে ভুলে তাঁকে বড়সাহেব ঠাউরে 'এহি লাট্ সাপ্' বোলে, খে.ট্টা-দর্শকদের দেখাচ্ছেন, তাতে ইয়ং-বেঙ্গলদের দল খোঁটাজীকে ঠাট্টাবট্ কেরা কোরে হেসে গড়াচ্ছেন, খোঁটা ভারী পৌঁচাপৌঁচি দেখে সে অঞ্চল থেকে সট্কে পড়লেন। এমন সময় কেল্লার ভেতর ভোপ হলো, ক্ষুদ্র নবাবের পোত ঘাটে ঠেক্‌ন, মাঠেতে কামান্দাররা কামান দেগে নগর তোল্-পাড়্ কল্লে, ভেতো বাঙ্গালীদের সেই ফাঁকা আওয়াজে হুং-কম্প হতে লাগল; বারদেবু'মে মাঠ অন্ধকার কোরে গগন পর্যন্ত আচ্ছন্ন কল্লে। নবাব জাহাজ হতে নাবলেন, কেল্লার লাট্—ছোট হুজুর—মুন্সিফ কোমিশ-অনার—ভারীভারী মন্ত-রাম জাঁদরেরল্—খেড়েখেড়ে সিভিলিয়ন, সকলে অগ্রসর হয়ে নবাব সাহেবকে যথাবিহিত সম্মান কোরে ৪ঘোড়ার গাড়ীতে ভুল্লেন। তাঁকে রিসিহ্ কোরতে এক দল ধানভাজা ভালাসুর (ভলন্টিয়ার্) পোড়ার মুখে সেজে বেরলেন, এঁরা রুসীয়ানদের আগমন ঢেকে আচন, কিন্তু এঁদের হাতে যত হবে তা বুঝতেই পারেন! আর এক দল গড়ের কালা বাদ্য-কর (ব্লন্ ব্রিটানিয়া) গচ্ বাজিয়ে জ্রীযুতের উগলক্ষে মজলাচরণ গাইলে। সাহেবরা টুপী খুলে—বিবির। রুমাল উড়িয়ে, 'হুরে' দিয়ে—সেপাইরা সঙ্গীণ খড়া কোরে—উদো-মাঙ্গা ছোটলোকের দল, আর হরকরা প্রভৃতি মিয়াসাহেবেরা সেলাম ঠুকে রাজানুগততা জাণালে। ইয়ংবেঙ্গল আর ক্ষুলের ছেলেরা নবাবকে কেয়ার কল্লে না। রাজধানীতে ধুমধড়াক্কা লেগে গেল; এত ভিড়ের ভেতর ১৪ আইনেমাজা মন্দা-মাগীরা প্রবেশ কোরেচে, তাদের মধ্যে গোলাপকে দেখে সাহেব হেসেচেন, গোলাপ তাতে আছল্লে আটখানা হয়ে, সকলের নিকটে সেকথার আদিখোতা করচে, কিন্তু তার অহুকের ফেরে সে কথা কেউ বিশ্বাস কর্চে না। বকুলফুল সাহেবের রূপে ফুলে গেছে, আর আদী, বাদী, চাদী, ঝাঁদী, প্রভৃতি জাঁহা-বাজ্ মাগীরা সেইখানে কোমিটি কোরে সিদ্ধান্ত কর্চে

যে, মধাব যেই বাড়ীতে সঁধবে ঐ তাকে তারা তাঁর পায়ে গোড়ে ১৪ আইনের দায় জানাবে।

ভিড়ের ভেতর বোম্মহাদেবের আড়ার কিরং একটা গাঁজাখোর একটিগ বেশী কোবে চড়িয়ে চৌক লাল কোরে এসে এক মাগীকে ধোরে টানাটানি, মাগী ‘আ মলো মিন্বে। ছেড়ে দে,—ওগো দেখ গো’ বোলে ‘সাত হাটের লোক জড়’ কল্লে। বড়বড় মদরা এই বেআদপ দেখে জ্বোলে উঠে মহাদেবের ভক্তকে কড়কাতে লাগল, মহাদেবের ভক্ত মুখের সাপটে সকলকে ‘খ’ কল্লে, মাগীর চিৎকারে রাজ্যের মাগী জড় হলো, তারা ‘ওরে গোড়ারমুখ মিন্বে! তোর কি মোস্তে জায়গা নেই? বড় চুলকুনি ধোরেচে বটে?’ বোলে মিন্বের হাত থেকে মাগীকে ছাড়িয়ে দিলে, মাগী গাল পাড়তেপাড়তে চোলে যায়, গঁজেল তাকে ফের ধোরে ছি বাবা রাগ কোরো না, তোমার জন্যে ভুলো সারারাত কেঁদেছে, ছেলের প্রাণ কত সবে’ বোলে তাকে হড়হড় কোরে টেনে নিয়ে যায়, তাতে ‘কুব্ধেশুব্ধে’ মেয়েরা বেগুরা জিজ্ঞেস করাতে গঁজেল তাদের বোঝালেন, ‘অগো এ আমাদের বড় বো, ইনি আমার কতায় আগ কোরে ছটকে পাইলেচেন।’ একথা শুনে সুবোধ মেয়েরা ‘ঘর করতে গেলে অমন কত হয়, তা বোলে কি সোয়ামীর ওপর রাগ করতে আছে বাছা, সোয়ামী বড় সামিগ্রী—দাঁত থাকতে দাঁতের মযোদা জান না’ বোলে বুঝলেন। মাগী তত জ্বোলে উঠল, আর মুখ নাড়া দিয়ে ‘কড়কড় কোরে বোলে উঠল, ‘ও আমার সাত পুরুষের সোয়ামী—তোদের কল্লামি রেকে দে—আ মর, মিন্বের যত বড় মুক তত বড় কতা—মেশা কোরে ভালমানুষের মেয়েকে টানাটানি।’ এই সময় ১৪ আইনের কোমিটিগুলানিরা এসে মাগীর দিকে যোগ দিলে মহা গণ্ডগোল বেধে গেল, হেজামের সমীমা নাই, দাঙ্গা হবার সূত্র, কুলের ছেলেরা হৈহৈ কোরে ‘নারদনারদ’ বোলে ঝকড়া বাঁধিয়ে দিলে, পৃথিবীর নিস্তার জন্যে ভাগোভাগো তৎকালে সারজন আসাতে সকলের জারিজুরি খামল, সারজন বোম্মহাদেবের চেলাকে আছাকোরে কুৎকে দিয়ে কেঁৎকানির চোটে মায় কোমিটিগুলানীদের সে অঞ্চল থেকে দূর কোরে

দিলেন, তাতে সেই খানেই তাদের ১৪ আইনের উচ্চবাচ্চা খাম্ব। এমন সময় নিশান, ব্রুপসওয়ার, ও ভ্যালাস্তুর, সম্মুখ কোরে ক্ষুদ্র নবাব রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন। তাঁর অন্তর্ধানের জন্যে রাজভবনে কেঁদোকেঁদো শিবিল ও মিলেটরি আমলারা, দুম্বদুম্ব বাবুরা, অগাধ মুখ ফিরিজীরা, সিঁড়িতে আড়ালীর মতন দাঁড়িয়ে আছেন। নবাব গোয়ালে ঢুকলেন, আবার তোপ হলো, আবার ব্যাণ্ড বাজল, আবার বিবিদের ‘হুর-রে’ বুলি উঠল, সাহেবরা টুপী ঘোরালেন, বিবিরা রুমাল উড়ালেন, নবাব সকল লোককে সেলাম ঠুকলেন,—রাস্তার লোকরা হরিবোল বললে। তার পর কি? তার পর সব ফাঁক। যা হয়ে গেল এখন যেন তা ভোজবাজীর মতন ফক্কিকার, এত ধুম, এত উদ্যোগ যেন শেষে ফেঁসে গেল। এখানে গুলজার নগরের চিত্র আর এক রকম হয়ে মেড়া পড়ল, নগর জুড়াল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

কাকাল :—ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার ।

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত সমারোহ যে সময়ে হচ্চে, সেই সময়ে গুলজার নগরের নরকটলায় একটি ক্ষুধাতুর যুবা পথশ্রমে নিব্বল মনে ভিক্ষার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর্চে। তার মাথা চাপড়ালে খুলা উঠে—গায়ে রক্ত না থাকাতে বর্ণ পাঞ্জাশে হয়েচে, —শরীর এম্মি শীর্ণ যে, হাড়গুলো ‘জিজির’ কর্চে। যুবা এই আকারে সমস্ত দিন নগর প্রদক্ষিণ কোরে যেভেথেতে চলিয়া পড়্চে—ভিক্ষার জন্যে লালায়িত, তবু সে এবাড়ীওবাড়ী কোরে বেড়াচ্ছে, তাতে কিছু প্রাপ্তি দূরে থাক্ কোন স্থানে তার ভিরকার মাত্র লাভ হচ্চে। পাঠকরা! আপনারা কেউ শমনের

রাজ্য দেখেছেন? আপনারা কি ঘুমছেন?—একবার মনে ককণ—এক দণ্ড চেয়ে দেখুন, আমাদের পদেপদে যমযন্ত্রণা। যোগে, শোকে, দস্তাবেজে, আমাদের ‘খাক’ করলে। আমাদের কি তাতে বৈরাগ্য ভাব হয়েছে? না আমরা হতাশ হয়ে পরমাশ্রম আরও লজ্জিত? আহা! আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি দাসত্বের খর শানে ছেদিত হয়েছে! আহা! আমার মনে হচ্ছে, আমাদের ‘কোপীন সার’ হবে, আর আমরা এই নির্দোষ যুবাব মতন পদেপদে কষ্ট পেয়ে পথেপথে ভিক্ষা কোরে ত্রুরের কুটিল উপায়ে অবিধেয় বিধি নির্বন্ধে পেটের দায়ে বন্দী হব! যে দেশে জাতিবর্ণের ভেদ, তথায় সুখ কোথায়? সম্প্রতি বিজাতি স্নেহ ভিক্ষুকের উপায় বিধান হয়েছে, কিন্তু দেশীয় অগণনীয় ভিক্ষুকদের উপায় কি? আমি ভিক্ষুকদের দণ্ডবিধি মন্দ বলি না, কিন্তু দেশীয় ভিক্ষুকদের জীবনোপায় কোরে দিয়ে তাদের উপর এই দণ্ডবিধি প্রচলিত করলে ন্যায়বিধি কর্ম করা হয়। একে দেশের লোক স্বভাবতঃ অলসশীল, তাতে ~~ভিক্ষু~~দের অব্যবস্থায় শূদ্রের পক্ষে জীবিকা নির্বাহ করা দুর্ব্বহ, আবার, ভিক্ষুকদের সংখ্যা ভয়ানক বেড়ে যাচ্ছে, এমন কি নগরের স্থানে স্থানে ভিক্ষুকেরা, পুরুষানুক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কোরেছে—এতে নগরের পাণ আর নগরের কলঙ্ক, রাষ্ট্রবার স্থান নাই। এই ঘৃণিত বৃত্তি যাতে নিবারণ হয় তাহা করা উচিত। পাঠকেরা অনেকে মূল রাজ্যের ফ্রিকন্ট্রিটিউমান্—ফ্রি প্রেস—পুয়ের কমিশন্—র্যাগড স্কুল, প্রভৃতির বিবরণ আমার অপেক্ষা বিস্তাররূপে শুনেছেন, আর কেহকেহ সে সমস্ত তথ্য প্রত্যক্ষ দেখেছেন, এ রাজ্যত তার শাখা-রাজ্য, তবে কেন আমরা নরকে ডুবে আছি? বলতে কি, যে, যে, মহারানী—যে রাজমন্ত্রীরা, একদল কনিয়ান্দের উপদ্রবে ব্যস্ত—যাঁরা হিংস্রক, কি গৃহপালিত পশু পালনে ব্যতিব্যস্ত—যাঁরা একটা নুতন চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানে সযত্ন—যাঁরা স্বদেশে ভারতখনাগারের ধন-বায়ে যবনভূপালের আতিথ্য কোরে থাকেন, তাঁরা উড়িয়ায় মহামরকে লক্ষলক্ষ প্রজার অকালমৃত্যু শুনে পুরান ভারতের প্রতি কটাক্ষপাত করেন নাই! হায়! সংক্রামকরোগে পল্লী-গ্রাম প্রজাশূন্য হলো! তার ঔষধ কোথায়?

ভিক্ষুক যুবা টোটো কোরে ঘুরে কিছুই করতে পারে না, তার সমবাসসায়ীরা বরঞ্চ শ্রাঘ্য। তারা কেউ হাপু খেলে—কেউ জলময়, দুঃখ, কি সমস্যামের ‘নিদান’ পীড়া জানিয়ে—কেউ বুজ্জ-রুকি দেখিয়ে—কেউ সাধু, কিম্বা বহুরূপী সং সেজে—কেউবা শাপমন্ডা, ও গাল, দিয়ে—কেউ কপট অন্ধ, বা বোবা, হয়ে—কেহ শীতলা, বা সাকোরি, অথবা সাজিয়া পীরের দোহাই দিয়ে—কেউ জলদোষরোগের চিকিৎসক হয়ে, যে যার একএক কিকির এঁটে উপার্জন কোরে বেড়াচ্ছে। যুবা ভিক্ষা লাভের এ সকল উপায় দেখে ভিক্ষাজীবীর নিতান্ত অনুপায়নয় বোধ করলে, তবু সে কিছুই করতে পারে না—কিছু কৌশলও জানে না। এদিকে গুল্জার নগরে ক্ষুদ্র নবাবের অভ্যর্থনার জন্যে কত বায়, আর কেমন সমারোহ হয়ে গেল, কিন্তু একজন ভিক্ষারীর অন্ন যোটে না! বেলা যায়—ক্ষুধায় প্রাণ যায়, তখন যুবার যন্ত্রণায় দিন-মণি মলিন হয়ে পুণ্যমতি মানবদের প্রতিফল দিবার জন্য পশ্চিমাচলে ছুটলেন, সৃষ্টি তাঁর জ্যোত্স্নাতাবে লোকাচার দেখে মনোমধ্যে পিকার বোধ কোরে মলিন হলো। যুবা ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে কাশী মিত্রের ঘাটের গলিতে ঢুকল। এই গলি আজ পর্যন্ত যে কি ভয়ানক, পাঠকেরা তাহা ভাল জানেন, তখন তাহা কত দূর ভয়ানক ছিল তাঁর স্বরূপবর্ণন করা দুর্লভ। ভাঙ্গা, স্যাণ্ডলাপড়া, কালীমাখা, বাড়ী দ্বারা তাঁর প্রবেশ-পথ এমন বিকটদর্শন ছিল যে, দেখলে বোধ হতো যে, গলি, যেন কালসর্পের ন্যায় মুখ বাদান কোরে গিলতে আসছে। তাতে প্রবেশ কোরে দুএকটা মোড় ফিরলে ক্রমে এম্বি ভয়ঙ্কর স্থান এসে পড়ে যে, দেখলে ভয়ে গা কাঁপে। একে জনশূন্য, তাতে দুভিনটা মোড়ে একটা আলো নাই—ত্রিকেলে ভাঙ্গা, নড়নড়ে, মসিধরা, ভুতুড়ে বাড়ীগুলো পোড়ে ঝাঁ খাঁ করছে, তাতে জনমানবের শব্দ নাই। গলির প্রবেশস্থলে এক সম্ভ্রান্ত্য বিধবা বহুকাল গণ্যযাত্রিনী হয়ে ছিলেন, তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা লোকাস্তুরগত হওয়াতে তাঁর বাড়ীও ‘হাঁ হাঁ’ করছে। এই স্থানে দুচার ঘর মড়ীপোড়া, ও অগ্রদানী, ব্রাহ্মণ বাস করে, চন্দ্ৰমন্ চেহারার জনকত ঘোর নারকী—তার মধ্যে বোনিদী ভিক্ষুক, সাত-ধুনে, জালখোতে, চোরাইমাল খরি-

দার, গিল্টিওলা, বুজরুক, প্রচণ্ড 'মাতাল, আশানবাসী উল্লাস, চাঁকখোর গঁজেল, এক দল গজাযাত্রার বৈরাগী, মড়ার কাঠ বাবসায়ী ও মুর্দরফরাস, ছুড়ীভজ হয়ে অথচ এক পল্লীতে মিলেমিশে আপনাপন হয় জীবিকা নির্বাহ করে। দাহঘাটের মুনসী, তাদের মধ্যে মুরব্বী লোক; রেজিষ্টারির বিশেষ তত্ত্ব-বধান না থাকায় এই ঘাটে যে কত খুনি মুর্দর একাল পর্যন্ত অবাধে পুড়েছে তা ভাবতে গেলে নগররক্ষকদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা হয়! আহা! এই না সোনার রাজ্য! যে সকল দান্ত্রিক ও ঐশ্বর্যমদমত্ত ইংরেজ, ইংরেজ লেখক, শাস্ত্রবিদ, রাজপুত্রীষ কিম্বা প্রজা, যারা কায়মনোবাক্যে দুর্বল বাঙ্গালীকে কষ্ট দিয়েও 'বাঙ্গালী দুঃশীল—কৃতঘ্ন' 'অশিক্ষিত' বোলে বেড়ান এই পরশ্রীকাতর তেজস্বীরা একবার নরকটলার গলি-ঘাঁজিতে এসে দেখুন, আর দেখিয়া বলুন, যে, আমরা মৌল আনা কর দিয়ে তার মতন ফল পাচ্ছি কি না? হায়! আমাদের অধঃগতি বিবেচনা করলে শোকাগ্নে ভাসতে হয়। ইংরেজদের দোষ দিব কি, সকলি আমাদের অদৃষ্টের ফল। কেন বা আমরা বাঙ্গালী হয়ে জন্মে ছিলেম? কেন বা ইংরেজী লেখাপড়া শিখে ছিলেম?—যার দোষে—যে আত্মপক্ষার জন্যে আমরা কুকুরের হেঁজ হয়ে আছি।

যুবা এই গলিতে প্রবেশ কোরে ভানহাতি এক সরু গলিতে ঢুকে তার ভেতর দিয়ে এমন এক জায়গায় পড়লে যে, বের-বার আর পথ পায় না। এখন তথায় হতে বাগবাজারের শেষ ভাগে পড়া যায়। যুবা তথায় হবুজবুর মতন দাঁড়িয়ে পথ ঠাওরালে, তথায় 'কাকশ্য পরিবেদন' কেউ নাই,—ভোম কাণ্ডের কসবী ও ইতর লোক, যারা বসতি করে তারা সন্ধ্যার মধ্যে খেয়ে বাঁপতাড়া বন্ধ কোরে শুয়েচে—অন্য লোকেরও সেই গতি। দ্রুগ বিলম্বে এক পোড়ো বাড়ী থেকে বেআড়া রকম হাসি উঠল, তার মধ্যে স্ত্রীলোকের স্বরও শুনা গেল—গরে সকলি নিস্তব্ধ—একবার 'হরি-হরি বল, হরিবোল'—আর একবার 'আমার আঁচ-লার মানিক ভুই রে বাপ, ও যাদু তোরা কাকালিনী মার কি করিলি' বোলে গজাযাত্রার লোক আর পুতশোকাভরা মাতা কান দিক দিয়ে চোলে গেল। এই সময় একগলি রাস্তা আসতে

যুবা যেতেযেতে এক ভাঙ্গা বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াল—তার বিষম ভয় হয়েছে—‘কোতায় এসে পড়লুম—এ কি দায়—এ যে শ্মশান-নের কাছে, এবার মলুম’ সে মনেমনে বল্চে। ‘শ্মশানের কাছে’ শ্মশান নামটী কেমন? তাতে আবার তখনকার কাশীমিত্রের ভাঙ্গা, দহগড়া, দুর্জয় ঘাট, যুবার সে স্থান দেখেইত ফুৎ-কম্প হচ্ছে—দাঁতে২ ঠেক্চে—বুক ছন্দুড় কর্চে। মধ্যোমধ্যে মড়া-খেগো কুকুর ও ভঁড়ো শিয়াল, তাকে দ্রুপাত না কোরে তার পায়ের ওপর দিয়ে হনুক্শ কোরে ছুটে পালাচ্ছে। কুকুর কোরে কতকগুল খুলা তার মাথায় পড়ল। একে শ্মশানের ভুতের ভয়, তাতে গায়ে ধূল পড়াতে সে তার ভুতের কর্ম মনে কোরে মৃত-কল্পের মতন হলো, তৎকালে একজন মানুষভূত মদের বোঁকে টল্তে২ একটী বোঁতল ঘোরাতেঘোরাতে এই দ্বারের কাছে ‘আজ সব বোঁতাকে এই বোঁ-বোঁ-বোঁদলের চোটে মে-মেরে ফেলব’ বল্তেবল্তে আস্চ। যুবা তার মূর্তি দেখে ভুতের ভয় ভুলে তার ভয়ে তটস্থ হয়ে দ্বারের পাশে লুকুলে। ভাগো২ মাতাল আশ্ফালন কর্তেকর্তে সে স্থান থেকে চোলে গেল, বৃষ্টিও খাম্ল। যুবা তথায় হতে তাড়াতাড়ি যেমন বেরবে এমন সময় তিনজন লোক সেখান দিফে চোলে যায়, তাদের এক জনের স্বর কাণে ঠেকাতে যুবা আন্তেআন্তে তাদের গশ্চাৎগশ্চাৎ যেতে লাগল। তাদের একজন তরুণ, একজন অধিক বয়স্ক, আর একজন বগ্লামার্কগোচ। রাত অন্ধকারে ঘুট্২ কর্চে, ‘কিছু ঠাণ্ড হয় না, কেবল একএকবার শ্মশানের আলো জম্কে উঠাতে অতি নিকটের পদার্থ অল্প ক্ষণের জন্য দেখা যাচ্ছে। যুবা সেই আলোকে দেখ্লে যে, বগ্লামার্কের হাতে একগাছ বৃহৎ বৃষ্টি আছে, এই লোকও বৃহদাকার, শব্দাহের আলোকে যদিও তার আকার স্পষ্ট অনুভব হচ্ছিল না, তথাপি সে যে সাক্ষাৎ ভীম তা সম্পূর্ণ বোধ হচ্ছিল, লাঠিগাছ তার বলের পরিচয় দিচ্ছিল। লোক তিনজন চোলে যায়, যুবাও চোলে যায়, কিন্তু এই লোকেরা অনেকক্ষণ একটি কথাও কয় না, পরে তাদের মধ্যে তরুণটি ‘আচাভূয়াকে একবার ধর’তে গািলে টের পাও-য়াব’ এই বল্বা মাত্র বগ্লামার্ক তাকে সাবধান, কোরে দিলে যে ‘শুভ্রুগাছ কল্পে মুক্লি হবে, বাসাতে (বাতাসে) কাণাছে

আছে'। যুবা এই কথোপকথনে এত কষ্ট পেয়েও কোঁতুকাবিষ্ট হয়ে তাদের পেছনে যেতে লাগল, যেতেযেতে তারা এমন এক স্থানে পৌঁছল যে, সে অঞ্চলে প্রাণী মাত্র নাই, একটা বাড়ী পোড়ে রাস্তায় ইট ও রাবিস স্তুপাকার হয়ে আছে—এ দিকে খানা, ও দিকে কাঁটাবন, সে দিকে জঞ্জালের গাদা, আর এক দিকে এঁদো ডোবা, বাড়ীর চার দিকের এই চিত্র। বাড়ী দেখে শিয়ালকুকুর কাঁদে, দেলঙল হেলে রয়েছে, কড়ীগুল কুলে রয়েছে, পথ নাই, রাবিসের ওপর দিয়ে বাড়ীতে যাওয়ায় প্রাণ শংশয়, এ তিনজন লোক বাড়ীতে ঢুকল, যুবাও তয়তয়ে তথায় সৈঁধল। যুবা বাড়ীতে সৈঁধিয়ে ঐক বিপদ, আমার তো ~~মজা~~ বাই নয়, যার বাড়ী নেই যন্ত্রণা গেলুম, আবার এখানে মরতে এসে কি হয়, সাপের ঘাড়ে পা দিয়ে মরি, কি ঘর চাপা পড়ি দাবতে লাগল। অন্ধকারে কিছুই নজর হয় না, বগুমার্ক হাতড়েহাতড়ে তার সঙ্গীদের এক সিঁড়ী দিয়ে নিয়ে গেল, উঠতেউঠতে তাদের একজন একটা ভাঙ্গা পৈঠাতে পোড়ে গেল, তাতে বাড়ীর ভেতর থেকে 'কে.ও? ওরে চোরচোর, দেখ, ওরে আলো আন্' এক উচ্চৈঃস্বর বেরল, তাতে এ তিনজন লোক কনকাল স্থির হয়ে দাঁড়াল, যুবা তাদের একটু পশ্চাতে আছে, পরে এ অদ্ভুত লোকেরা এ অদ্ভুত অট্টালিকার বারান্ডায় পৌঁছে দুচা-রটে ঘর ছাড়িয়ে আর এক মহলে পোড়ে একটা পথের ঘরে উপস্থিত হলো। বাড়ীতে উইচিংড়ীর শব্দ ভিন্ন অন্য জীবের সাড়া নাই, বোধ হয় না যে, সেই ভয় বাড়ীতে চামচিকাও নিরুদ্বেগে থাকতে পারে, দেয়ালগুল ভূসার মতন কাল, আবার তা হতে-এল্লি বোটকা গন্ধ বেরুচ্ছে যে, সেখানে এক দণ্ড তিষ্ঠন দুষ্কর। এ তিনজন ব্যক্তি উক্ত পথের ঘরে দাঁড়িয়েছে, যুবাও তার এক কোণে দাঁড়াল। অনেক কণের পর সেই ভয়-বাটিতে একটী পুরুষ এক বোতল মদ হাতে কোরে স্বগত এই উক্তি করলে,—

“এত দিনের পর আমার মানস পূর্ণ হলো, এত দিনের পর আমার বিস্তর সাধনার বিদ্যাবুদ্ধি স্বার্থক হলো? লোকে আমাকে যেমন অনাদর কর্ত—ঠাট্টামস্করা কর্ত, এ ছাড়া কত-না-কত

কষ্ট দিয়ে আপনারা আমোদী হতো, এখন এই নেকা বোকা—
 বাপের তাজাপুত্র,—চোর আর ধূর্তশিরোমণি, অঘটন ঘটালে।
 আমার হাড়ে ভেঙ্কী হয়, নায়িকাসিদ্ধারা, উকীল, আর গণকরা,
 আমার কাছে শঠতা শিখুক, আমি মনে করলে এ দেশ ছার-
 খার করতে পারি, জালজালিয়াতে, চুরিতে, কি ভগ্নামতে আমার
 দ্বিতীয় নাই। লোকের উপাসনা করতে, লোকের পদারত হতে,
 আমার সমান কে আছে? হাহাহা! আমি নাটক অভিনয় কলে
 যোগীদের ধ্যান ভঙ্গ করতে পারি, এখন আমার মনের মতন
 সব হয়েছে, যে টাকা হাত কোরিছি তাতে কিছুকাল নবাবি
 কোরে কাটাতে পারব, একটু যা সন্দেহ, মেয়েটা কেন ফিকিরে
 আমার ফাঁদে পা দেয় না, তুচ্ছইনা! ভাবনা কি? বুড় বেটা
 আমার হাতে আছে, বেটাকে আরো কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে
 ফুসলেফাসলে বেটার বঁটীকে চাতরে ফেলব, তখন পাকা
 আঁবটী কিছু দিন মনের সাথে ভোগ কোরে, আর ফিকিরে
 বুড় বেটার সর্বস্ব হাত কোরে, এ অঞ্চল থেকে চম্পট দিয়ে আর
 কোন দাঁওয়ে ফিরব। বাবা টাকায় কি না হয়? এই সময়
 একটু মদ খাই, ছুঁড়ীটার সমুখে খাবার যো নাই, তা হলে তিনি
 অগ্নি মুখ সৈঁটকাবেন, তা এখন আমার কেমন অভ্যাস হয়েছে
 মদ না খেলে এক দণ্ড থাকতে পারি না, সর্বদাই মন ছুঁ করে।
 এ কি আমার কুরীতির প্রতিফল, না বন্ধুবিচ্ছেদে এমন ঘটচে?
 হাহাহা! যারা আমাকে বন্ধু বোলে জানুত আমি তাদের বন্ধুর
 উচিত কায কোরিচি। এখন একটু চালা যাগ, (বোতল খুলিয়া
 সুরা পান) বাবা কি ঝাঁজ, যেন যেতেযেতে গলা থেকে পেট
 পর্যন্ত পুড়ে যায়, তবু এতে মজা আছে, মদ না থাকলে, চোরের,
 দেনদারের, জোচ্চোরের, লম্পট আর বাতিচারিণীদের, দশা কি
 হতো? হিহিহি! কতকগুল লোক ধর্মধর্ম কোরে বাতিবাস্ত,
 তাঁরা মদ ছুঁলে গজাস্ত্রান করেন, অথচ ভাঙুরের শিশিতে মদ
 ছাড়া প্রায় ওষুধ নাই, তখন ধর্ম্মাভিমানীদের 'ঔষধার্থে সুরা-
 পানের' ব্যবস্থায় হিত্ত্ব হাস্যাস্পদ হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যত
 ধর্ম্ম আছে তা আমার ছাপা নাই, লোকের বিচার দেখে—
 লোকের ধর্ম্ম দেখে, হাসিও পায় আর একএকবার দুঃখও ধরে,
 সকলে ধর্ম্মের ছালা বেঁধেচেন, কেবল আমি আপনাদের কাছে ধরা

পোড়ে লোকের কাছে পরম সাধু হয়ে আছি। হে অধর্ম ! তোমার দোহাই, যেন আমায় শেষ মজিও না। এখন বোতল শেষ কোরে বড় বেটাকে নেড়েচেড়ে দেখি, বেটা ভারী ভ্রূণশু আর ধনপিশাচ, কিন্তু আমার কাছে ওস্তাদি খাটবে না।” (সুরা পান করিয়া বোতল নিক্ষেপ করা)

মদ্যপায়ী পুরুষ উল্লিখিত উক্তি কোবে পাশের এক ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে ‘মশয়, আপনার মেয়েকে এত সাধাসাধনা কল্লেম, এত দিলেম, তবুও তাঁর মন পাই নে, যা হবার হয়েছে, আমার এই শেষ আসা’ এই কথা বললেন। তাতে গৃহান্তস্তরের লোক আগত ব্যক্তিকে মিষ্টিভাষে বলতে লাগলেন ‘ও বাপু, একি উতলা হবার কর্ম ? সবুরে মেওয়া ফলে’ আজ তুমি একবার দেখ আর আমায় আর ~~দাঁড়া~~ টাকা দাও।’ গৃহস্থিত ব্যক্তির কথায় বোধ হলো সে বুদ্ধ, সে কোথাকার মতন কথা কচ্ছিল। অভ্যাগত লোক একথায় জ্বোলে উঠে, ‘আমি বারবার কতবার টাকা দেব, আশ্বি যে আমার সর্ব্বশ্ব ভুট কল্লেন, এইতো আশ্বাকে হাজার টাকা দিয়েছি, আবার টাকাটাকা বলাতে বুদ্ধ ‘আরে রেখে দাও তোমার টাকা, আমার মেয়ের জন্যে ইন্দির-চন্দ্র তপিস্যে কর্চে, ‘হাজার টাকা’ সরোষে এই উত্তর করলে। আগত লোক তাতে ‘এই নাও তোমার টাকা, তুমি বেটা যক, তোমার এ টাকা ভোগ হবে না’ বোলে ঝনাৎ কোরে টাকা ফেলে দিয়ে পাশের আর এক ঘরে ঢুকলেন।

লোকটি ঘরে সৈঁধিয়ে ‘একি তুমি যে ভেবে সারা হলে, এই দেখ আমি তোমার বাবাকে পাঁচশ টাকা দিয়ে এলেম, আমার টাকার অভাব কি ? তাতে তুমি রাজী হলে দুজনে তা সুখে ভোগ কোর’ বলাতে একটি তরুণী ‘কেন মশয়, এত টাকা নষ্ট কর্চেন ? বাবার যা আছে তা ভোগ করে কে ? আমার সুকের কপাল নয়, তা আশ্বি কেন আনাগোনা করেন ? আমি বাবা বই জানি নি, তা তাঁর কেমন টাকার ওপর নোব, আমি এত বুজিয়েও তিনি মজাল টাকার মায়া ছাড়বেন না’ বলিত বচনে উত্তর কল্লেন।

নায়ক। বুঝ্লেম নারীর অন্তর বহু কঠিন, আমি এত খোঁসা-মোদ কোরেও তোমায় পাই না, সত্যি কোরে বল তুমি কেন

বিয়ে করতে রাজী নও? আমায় দেখে তোমার পছন্দ হয় না বটে, আমার দোষের মধ্যে আমি কুৎসিত, আমার রূপ নাই বটে কিন্তু গুণ আছে, পুরুষের গুণই রূপ ।’

যুবতী। আমি আপনার কাছে কিছু দ্রুচ্চি নি, সত্যিই বল্চি আমি এখন বিয়ে করব না, তবে বাবা টাকা গেলে ভুলে যান, আমি তাঁর কথা কাটাতে না পেরে, আপনার সঙ্গে কথা কই, তাতে আপাকে বারেবারে নজ্জা দেওয়া কি আপনার উচিত?

নায়ক। আমি আসাতে তোমার কি অলাভ হচ্ছে, আমি যদি মন্দ লোক হতাম তা হলে তোমাকে জোর কোরে নিয়ে যেতে পারতাম।

যুবতী। কার সাদি প্রাণেশ্বরে আমার ওপর জোর করে, মনে করবেন না আমাদের কেউ রক্ষক নেই, আমায় অপমানের কথা কবেন না, ভাল চানতো মানেমানে বিদেয় হোন, কোন্ আক্কেলে আমার কাছে আসেন।

নায়ক। আমিও কিছু মন্দ কথা বলি নাই, তাতে তোমার রাগ কেন? আমি তোমার সঙ্গে অব্যবহার করি নাই, কোরবও না।

যুবতী। আপনি এই হীরের কণ্ঠি কোতায় গেলেন? বাবা বোললেন যে, তিনি এ ছড়া নীরদ চক্রে বেচে ছিলেন।

নায়ক। নীরদ চক্রে মতন কি আর কার এমন হীরের কণ্ঠি নেই? তোমার বাবা পাগল, কোন্ কালে কি কণ্ঠি বেচে ছিলেন বোলে সেই ছড়া কি এই? ভূমি এই কথায় আমার ওপর সন্দ কোরে গেছ, তোমার সঙ্গে কি তাঁড়া তাঁড়ি, ভূমি আমার প্রাণের বাড়ী, হাজার দূরছাই কর, তোমায় এক দণ্ড না দেখলে থাকতে পারি না, তোমার গায়ে হাত দিয়ে বল্চি যে, এই হার আমার। (চোলে গোড়ো গায়ে হস্ত প্রদান)

‘কি তোমার এত বড় আশ্পদা আমার গায়ে হাত দাও’ যুবতী সরোবে এই বোলে কাঁদতে২ ঘর থেকে বেরবার উপক্রম করেন, তাতে নায়ক তাঁর গায়ে ধোরে, বিস্তর মিনতি কোরে ‘আমার ঘাট হয়েছে, আমায় মাগ কর, ভূমি যদি আমার কথা রাখ, তবে আমি সব ভেঙ্গে বলি, দিকি কর, যে, আমি যদি

তোমার যোগ্য হই, তবে আমি বিয়ে করব' বোলে যুবতীকে আশ্বাস দিয়ে তাঁকে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন, যুবতী শান্ত হন না, নায়ক তাতে আপনাকে অনেক তিরস্কার কোরে সকা-তরে যুবতীকে পুনঃপুনঃ মিনতি করাতে যুবতী রহস্য গুনিতে কৌতুকাবিত্তা হয়ে তাঁর নিকটে এই মাত্র অঙ্গীকার করলেন, 'যে আমি উপযুক্ত পাত্র হলে, আর সব কথা ভেঙ্গে বোললে বাবাকে ছুটু করবার জন্যে আগ্নার কতায় আমি রাজী হব' নায়ক শুনে 'আমি যা বলছি তা যেন কখন প্রকাশ না হয়' বোলে যুবতীকে বচনবদ্ধা কোরে গচ্ছা অদ্ভুত আখ্যান প্রকাশ করলেন,—

‘নব মালিকে ! এই হার ~~বীজ~~ চন্দ্রের বটে, তাঁর কাছে অনেকগুল বেলল্লা, গোমুখা, লোক যুই ছিল, তাতে ক্রমে মদে, রাঁড়ে, বদ্ খরচে, তাঁর বিষয় যাবার সূত্র হচ্ছিল। আমি তাঁর ভাল বই মন্দ করি নাই, তিনি যখন যা হুকুম কোরেচেন আমি কষ্ট সহ্যে, এমন কি, একএক সময় না খেয়ে সে সমস্ত কর্ম কোরে দিয়েছি, তাতে লাভের মধ্যে তাঁর ইয়া-রদের কাছে অগম্যান পেয়েছি। বাবু আমার দুঃখে খুশী হতেন। ছেলে বেলায় আমি কিছু দুঃস্থ ছিলাম, অন্য ছেলের জিনীস ভুলিয়ে নেওয়া, আর তাদের নাগে মিছামিছি ঠক লাগান আমার অভ্যাস ছিল, তার দরুণ, আর আমার কদর্যা চেছা-রাতে কেঁদে, বাবা আমাকে ছুচোখের বিষ দেখতেন, আর দূরছাই বই বলতেন না। তিনি আমাকে বিনা দোষে কতবার কত যে ভৎসনা কোরেচেন, কত মেরেচেন, তা বলতে পারি না। এক দিন গোটাকত ব্যাদ্ড়া ছেলে আমার নামে মিছামিছি চুরির বদ্নাম দিয়ে চৌকিদারকে নিয়ে আসে, বাবা কোন তদারক না কোরে তাদের কথায় বিশ্বাস কোরে আমাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, আমি সেই তরুে এক চোঁচা দৌড় দিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই। পালিয়ে গিয়ে এদেরওদের কোরে ভিক্ষা কোরে কাল কাটাই, পরে বিরূপ বাবুর অনুগ্রহে খাইদাই আর অর্নেমেন্টাল সেমিনরি স্কুলে গড়ি, সেখানে বিরূপ বাবুর সুপারিসের জোরে আমি বাংলা লিখে একটি বিশেষ পুরস্কার পাই, আমার লেখার চেয়ে আর

এক জন ছোকরার লেখা ভাল হয়ে ছিল, উচিতমতে সেই পুরস্কার পেত। ছেলেবেলা বাপের এই ব্যবহার—ছোঁড়াদের আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া—স্কুলের এই বিচার, আর নীরদ চন্দ্রের এই ধর্ম দেখে আমার রাগ বর্দাস্ত না হওয়াতে আমি প্রতিজ্ঞা কল্লেম, যে, নীরদের সর্বনাশ কোরব, কি তাঁর ইয়ারদের তাড়াব। পরমেশ্বর আমায় কুৎসিত কোরেচেন এতেও তাঁর আশ্চর্য্য কৌশল দেখা যাচ্ছে, আমি গাঙ্গী, তাঁর মহিমা কি বুঝব! নীরদের ইয়ারদের মধ্যে হেমাঙ্গ আর বাদ-সাইকুড়ে তাঁর অধিক প্রিয় ছিল। আমি একে সুন্দর লোককে দুচক্ষে দেখতে পারি না, তাতে হয় সেই রূপেব জনো নীরদের চোখে লেগে সকলের চেয়ে প্রিয় হলো, বাদসা আমার সঙ্গে বিশেষ খুনসুড়ী কোরত। হম, নীরদের বৈঠকখানায় শুভ। ছেলে বেলা অবদি আমার ফিচেল বুদ্ধি, আমি বুদ্ধির জোরে মোম পাকিয়ে নীরদের আলমারিবাঙ্কর কলের নালীর ছাঁচ ভুলে সেই ছাঁচের গর্তে সীসে ঢেলে তা থেকে আবার লোহার চাবী বানাতেম, সে সব চাবী কলে ঠিক লাগত। আমার শরীর খাট, তাতে আমি ঝরকা গোলে বাড়ীর ভেতর পর্য্যন্ত যেতেম—সময় বুঝে এমন সাবধানে ঘরে ঢুকতেম যে কেউ টের পেত না। মোমের দরুণ চাবী ছাড়া আমি বাজার থেকে অনেক চাবী আর ছুতরের, কামারের, আর চোরের যন্ত্র সংগ্রহ কোরে ছিলেম, মোমের চাবী তয়ের করা আমি এক দাঁতের ডাক্তারের কাছে শিখে ছিলেম, এ সকলেতে কোরে আমি নীরদের সর্বনাশ করতে লাগলেন। এক দিন হেমের ডেস্ক থেকে টাকা বেরুল, আর এক দিন নীরদের স্ত্রীর গহনা হারাল, নীরদ এতেও হেমকে অবিশ্বাস করেন না। আমি এক দিন নীরদের বাড়ীর বাগানের গাছ বেয়ে তাঁর শোবার ঘরে সঁধিয়ে তাঁর স্ত্রীর একখান লেখা কাগজ নিয়ে আসি, আর, আর এক দিন সেই ঘরে একখান বোয়ের ভেতর একখান চিঠি রেখে আসি। আমি লেখা জাল করতে পারি, তাতে আমি ঐ ঠীতে নীরদের স্ত্রীর নামে শিরনামা দিয়ে হেমের নামে সই করি। হেমেতে আমাতে এক দিন নীরদের কাছে থেকে যেমন উঠে আসব, আমি অগ্নি হেমের গায়ের পাশ দিয়ে

একখান চিঠী নীরদের কাছে বেমানুম ফেলে দিলেম, চিঠীতে নীরদের স্ত্রীর লেখা কবিতা ছিল, আমি তাতে তাঁর নাম সেই কোরে হেমের নামে শিরনামা লিখে ছিলাম। নীরদ অবশ্য ঐ চিঠী দুখান দেখেচেন নইলে তিনি হেমকে এত কষ্ট দিতেন না।' হেথায় নায়ক মদ্যভরে প্রমত্ত হয়ে নবমালিকার সঙ্গে হাস্যকৌতুক করলে নবমালিকা 'অমন কল্লে এখনি চোলে যাব' সরোষে বলতে রসিক রসিকতা ছেড়ে মন খুলে পুনশ্চ বললেন, 'আমার ফিকিরে হেম আর বাদসার কাছ থেকে জিনিস বেরুল, তাতে হেম বিনা দোষে কয়েদ হয়, আর বাদসা ফিকির কোরে বেকসুর খালাস পায়, কিন্তু আমি ডাংডাং কোরে বেড়াচ্ছি, সৃষ্টির এমন বিচার নইলে তোমার বাপ এত সিয়ান হয়ে বড় বয়েসে চোখ ইমান কিনবেন কেন, এখন ভাল মানুষের কাল নেই—সেই অব্দি নীরদের ইয়াররা দূর হয়েচে, তাতে আমি তাঁকে গ্রহ থেকে মুক্ত কোরেছি, এখন বুঝে চলেনত বিষয় বজায় থাকে। কিন্তু এখনও আমার সকলের ওপর, আর, সকলের চেয়ে হেমের ওপর বিষম রাগ যায় নাই, বাগে গেলে তাকে খুন করি।'

এই কথা না শেষ হতেহতে সেই পথের ঘরে দড়াম কোরে শব্দ হলো, বড় 'ওরে মাল্লেরে, কাট্লেরে' চিৎকার কোরে উঠল, নায়ক দীপ হাতে কোরে সেখানে উপস্থিত, আর সেই তিন জন আগন্তুলোকের মধ্যে সেই অমুর অবতার, হস্তস্থিত এক ক্ষুদ্র লাঠানের আলো বার কোরে 'এই লাও তদের ছাবাল' বোলে মুমূষু যুবাকে দেখিয়ে দিলে। আর সেই দণ্ডে সেই অধিক বয়স্ক গুপ্তচর, দীপধারী নায়কের হাতে ধোরে যুবাকে কোলে তুলে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে বললে 'বিধাতা আমাদের ভাগ্যে কি এত যন্ত্রণা লিখে ছিলেন।' এ দিকে ঘরের বড় পুঁজীপাটা ছেড়ে লাঠি ধোরে এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে—নবমালিকা জল এনে মুচ্ছিত যুবীর মুখে জল সেচন করছেন আর বাতাস দিচ্ছেন,—দীপধারী নায়ক চিৎকার কোরে হাতের দীপ ফেলে যেন কেউটে সাপ দেখে ভয়ে কাঁপছেন—তাঁর নিকটে গুপ্তচরদের মধ্যে তরুণ, যুগায়মান অরুণ-লোচনে ওষ্ঠ প্রকম্পিত কোরে সেই নায়ককে দেখে ক্রোধে ফুলছেন—বীর পুরুষ রজ-ভূমির এই রঙ্গ দেখে খিলখিল কোরে হাসচে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

পরিণাম

‘যত হাসি তত কান্না’ কথাটি রামস্বামী (রাম স্মরণ) বোলে গেছে, রামস্বামী মিছেরাম স্মরণ মাসতুত ভাই, আমি তাঁর সবেমাত্র শিষ্য, তাতে গুরুশিষ্যের সুরাদ বোলে বাবুরা যেন আমায় নিতান্ত মিথ্যাসন্দী না ঠাওরান। আমি গত পরিচ্ছেদে ভিকারী সুবার দুখে কেঁদে শেষে অমুরের খিল-খিল হাসিতে তাহাঁ পর্যাপ্ত করিছি, কিন্তু তার শেষটা বাকী রয়েছে, এতে ভয় হয়, পাছে পাঠক মশয়রা আমার ‘বজ্র আঁটুনিতে’ ‘কক্ষা গেরো’ বার করেন, কি তাঁরা ‘সাত কাণ্ড রামায়ণ পোড়ে সীতে কার ‘বোনাই’ বোলে বসেন।

একজন মাতাল ‘মোট্রো’ ফোট্রোর’ গল্প বলতেবলতে রাস্তায় চোলে যায়, হাটের মেড়ার আঁর ‘দুএকটা বিছুগোচ ছেলে তাকে ঘিরেছে। মাতালের মন, সে গল্প বলতে বলতে গল্পের আগাগোড়া ভুলে বলতে লাগল, ‘দেখ একবার কল্পতে দেরপোদীতে পীরিত বেঁধেচে।’ একথায় রাস্তার সালিসরা ‘মোট্রোফোট্রোর কথা কি হলো’ জিজ্ঞেস করাতে মাতাল খেঁকী কুকুরের মতন তেড়ে এসে তাদের বলতে লাগল ‘আ-রে ও কথা নয়—তোর-রা বুজতেই পারিস নি, একবার কল্পতে দেরপোদীতে পীরিত বেঁধে ছেল, এ ওকে না দেকলে থাকতে পারে না, ও তাকে না দেকলে থাকতে পারে না, এখন দুজনের নিকে কোন্তে সাদ গেচে। কুস্তী তাতে রাজী, হাঁ বাবু-বা, বুড়ী মাগীর পুরোন রস মোনে পোড়েচে। কুস্তী যদি রাজী, তো বেটার বেটারাও রাজী, কল্প বেটার আস্থা বেড়েচে, এমন সময় একটা ঝড় এসে তাদের সবগুণকে ভাসিয়ে নে গেল।’ মাতালের এই গল্প শুনে রাস্তার মজলিসি লোকেরা হেসে থুন, একটা ভ্যাবাগজারাম ছেলে ‘ঝড়ে ভো ভেসে গেল, তার পর কি হলো’ বোলে মাতালকে গীড়াগীড়ি করতে লাগল, মাতাল

ভাতে চোটে উঠে 'তার পর তোর হৃষ্টির মাতা হলো' বোলে ছেলের আঁকুল গুড়ুম্ কোরে চোলে গেল। মাতালত গল্পের চুড়ান্ত কোরে, ঝড়ে ভাসিয়ে লোক হাসিয়ে গেল, আমারও বা তাই হয়! আপনারা বস্তু হচ্ছেন, আমারও গল্পের শেষ ঘুনিয়ে এসেচে।

কুখ্যাত কাতর, গুপ্তচরের কথায় কোতুলক্রান্ত—অবশেষে দৈবধীননিবন্ধন মুচ্ছায় ধরাশায়ী যুবা গল্পের নায়ক হেমাঙ্গ বসাক। তিনি জেল হতে মুক্ত হয়ে পেটের দায়ে পর্যটন করছিলেন। নবমালিকার গুপ্তচর্য্য তাঁর সংজ্ঞা লাভ হলে, আর মিষ্টান্ন দ্বারা তাঁকে সুস্থ করালে হেম, অধিবয়স্ক গুপ্তচরকে দেখে তাঁর গলা জড়িয়ে 'খুঁ মশয়, আমাদের অদেখে কি এই ছেল' বোলে কাদতে লাগলেন, ভাতে লাগান-ধারী বীর ফের খিলখিল কোরে হেসে বলে 'আমি ভ্যাথুনি সম্ভজে ঠ্যাওরে দিল, এই লাও তদের ছাওয়াল, ও তোর স্যাই ব্যানামা ভেয়ের পুং, হাপসীমাদোব কারে লা চ্যানে, অরা স্যাই বোকনাগেইরীর ঘোরে খ্যাক্তো'। সেই বীর স্বয়ংই হাপসীমাধাই, সে লম্বায় চার হাত কেন্দো জোয়ান, তার প্রকাণ্ড শরীর, প্রচণ্ড স্বভাব ও নিঃশঙ্ক অন্তর। তার চোকছুট জবা ফুলের মতন লাল—নাকটা এক খাবায় ধরে না—গালে টাপদাড়ি ঝুলচে—হাতের গুলিগুণ ডাবের মতন বড় আর তা ভাঁটার মতন শক্ত—বুকের ছাতি যেন দুপাশে ছুই, পাঁহাড়, তাদের মাঝে যেন একটা খাল গোড়েচে, পাছুটা বোধ হয় যেন এক বাঁওয়ে আঁকড়ে পাওয়া যায় না—হাতের আঙ্গুলগুল যেন একেকটা কলা—শরীর যেন বজ্রুব মতন নিটুটশক্ত, একুনে সে একটি মুষ্ক জোয়ান। হাপসীর মাথায় কেতাদার পাগ বাঁধা, ব্রাউন হলুদের একটি গিরান গায়ে, কোমরে রুমাল বাঁধা, আর এক জোড়া বহৎ বুট জুতা পায়ে। হাপসী, লোকের দৃষ্থে কাতর নয়, সে শোভিতাপ অগ্রাহ্য করে, বিশেষ, সে স্বকর্য্য উদ্ধার কোরে খুশী হয়েছে, সে সময়ে-সময়ে সংকীর্ণ ইতরতাবা ব্যবহার করে। রক্তশূন্য গুপ্তচরদের সমাগমের কারণ এই যে, নীরদ চন্দ্র বাদসাকে সমস্ত চুরির মূল্যধার জেনে তার নিগূঢ় তত্ত্ব জনা হাপসীর উপর তার

দিয়ে ছিলেন। হাপসী চোরবদমাইসের সর্দার, গুলজার নগরের চোরদের যত ছদ্ম আছে সে তাদের কৰ্ত্তা, তার পাল্লায় কাফরী, সারেঙ, পাঠান, হাপসী, খোঁটা, ও বাজালী চোর বিস্তর আছে। সে নীরদের কার্যোদ্ধার জন্যে নগরের চারদিকে চর রেখে সজ্জান কোরে বেড়াচ্ছে, তাতে সে এক দিন বুদ্ধর কাছে চোরাই মাল বিক্রয় করতে এসে তথায় চোরের সমাগম তের পায়, বুদ্ধর এই ব্যবসা। হাপসী তদবধি চোরের পেছনে ঘোরে, এ দিন সে নীরদ আর হেমের খুড়র সঙ্গে কাণাড়ে হয়ে আছে। একজন লোকের মিথ্যাপবাদে হেমের খুড়র কর্ম্ম যায়, লোকের আবাবহারে নিরুপায় হয়ে, তিনি তাঁর জাতার অব্বেষণ করছিলেন, তাতে হাপসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি জাতার—শেখদশার গতি আর জাত-ফস্তুরের দুর্গতি শুনে লোকের ওপর চোটে, আর হাপসীর ফোসলানিতে, তিনি তার দলভুক্ত হয়েচেন। গুলজারদের মধ্যে তরুণটি স্বয়ং নীরদজ্ঞ, আর চোরের অগ্রগণ্য, ধূর্তশিরোমণি, প্রেমাভিলাষী নায়ক আচাভুয়া ডাঁশ। তার ফন্দী—তার চাতুরী কত দূর আশ্চর্য্য? তার হৃদয়ই বা কি কঠিন? তার শঠতায় কত লোক কি মনস্তাপই পেলেন? ফলতঃ অধর্ম্মের ফল আছে। ‘সাত দিন চোরের এক দিন সেধের’—আচার এত সাবধানে—বিষমার্কের অপেক্ষা কৌশলেও সে হাতেহাতে ধরা পোড়ল। যদিও তার স্থিতি উপায়ে নীরদের সুবুদ্ধি লাভ হয়েছে, কিন্তু সার বিবেচনায় এত লোককে অব্যায় কষ্ট দিয়ে এক জনের ভাল কবা সুবুদ্ধি নয়, বিশেষ, আচা নির্লোভ নয়, সে নিজ অসৎপ্রবৃত্তি ও সঙ্কিতক্রোধ শান্তির জন্য এত দুষ্কৃতি কোরে তা চাকবার জন্যে নবমালিকার নিকটে সে নীরদের হিতকারী বোলে পরিচয় দিয়েছে।

এখন একটী গুরুতর সমস্যা আছে, আচাভুয়াকে দেখে হেমের খুড় দুঃখিত হলেন কেন? যিনি হেমের খুড় তিনি আচারও খুড়, আর আচা হেমের জ্যেষ্ঠ সহোদর। হেমের পূর্ব পরিচয়ে প্রকাশ আছে যে, তাঁর মাতার আক্ষেপোক্তি তে তাঁর বেঁধ হয়ে ছিল যে, তাঁর ভাই ছিল, তাঁর মাতা সে বিষয় গুল রাখেন। হেম আচার গৃহনির্বাসের পরে জন্মে

ছিলেন, সুতরাং তাঁরা পরস্পর ভ্রাতৃ সম্বন্ধ জানেন না, বিশেষতঃ তাঁদের পিতা ঋণের জ্বালায় স্বনাম 'মনসারাম' বোলে পরিবর্তন করায় হেম যদিও আচার কৌতুক নিবারণার্থে তাঁকে পিতামাতার অনেক সন্ধান বোলেচেন তথাপি আচা তাঁর জ্ঞাতিত্ববিমুঢ় ছিলেন। তার অপর কারণ এই যে, হেম দৈবনির্ভর্য্যে তাঁদের পরিবারের মধ্যে সুরূপ ছিলেন, আর আচার অবিদ্যামানে তাঁর জন্ম হওয়াতে আচা তাঁকে জানত না।

হেথায়, নীরদ চন্দ্র রৌষপরবশে তর্জন গর্জন, চক্ষু ঘূর্ণায়মান, ও দন্ত কড়মড় কোরে আচাভুয়ার বাহ্যাকর্ষণ করতঃ তাকে মুষ্টিঘাত করতে উদ্যত। আচার খুড় তাঁকে অশেষ মিনতি কোরে ক্ষান্ত করলেন, পরে তাঁর দ্বারা আচার সঙ্গে হেমের সুবাদ প্রকাশ হলে হেম, নীরদের স্মৃতি তার নিস্তার প্রার্থনা করলেন। নীরদ হেমকে পূর্বে যেমন স্নেহ করতেন, তাতে তাঁর অকারণ যন্ত্রণায় তিনি সন্তাপিত হয়ে হেমের অনুরোধে আচাকে ছেড়ে দিলেন। আচা দণ্ডভয়ে কিছু টাকা ভিন্ন সমুদয় দ্রব্য প্রত্যর্পণ করলে, তাতে হেমের অনুরোধে নীরদ চন্দ্র তাকে কিছু দিতে সম্মত হলেন, আচা তা না নিয়ে চোলে গেল। এদিকে নীরদ চন্দ্র হেমকে নবমালিকার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা কোরে বুদ্ধকে অনুরোধ করাতে বুদ্ধ দুহিতাকে হেমের হস্তে সম্প্রদান করতে সম্মত হলেন, দৈবনির্ভর্য্যে বুদ্ধও তাঁতি ছিলেন, নবমালিকার মনোহর রূপ—মৃদু মধুর বাক্য, সুশীল প্রকৃতি—করণ হৃদয়—আর নিষ্কলঙ্ক চরিতে হেম যদিও ভুলে গেলেন, তথাপি, আচার নিকটে তাঁর অঙ্গীকার স্মরণ কোরে তাঁকে আচাকে বিবাহ করতে বললেন, তাতে নবমালিকা লজ্জাবনতবদনে 'আমি তাঁর কাছে কেবল এই স্বীকার কোরিচি যে, তিনি যদি উপযুক্ত পাত্র হন তবে বে কোরি, তা তিনি যেমনি উপযুক্ত পাত্র তা আপনারা তো জানেন, আমি তাঁকে মনের সহিত যেনা কোরি' উত্তর করাতে সকলে তাঁ'র কথা শুনে আনন্দিত হলেন। পরে নীরদ চন্দ্র নবমালিকাকে নিজালয়ে লয়ে গিয়ে মহা সমারোহে তাঁর সঙ্গে হেমের বিবাহ দেওয়ালেন। ঐ বিবাহতে তাঁতিগোছ কায়স্থের, আর কায়স্থগোছ তাঁতির একজাই হয়ে ছিল।

আঁচা যে টাকা ও অলঙ্কার নবমালিকার পিতাকে দিয়ে ছিল, নীরদ তার কিছুই ফিরে নিলেন না, বরঞ্চ নবমালিকাকে প্রচুর অলঙ্কারে ভূষিতা করে তাঁদের অবস্থানের জন্যে এক-খান বাড়ী কিনে দিলেন। নীরদ আঁচাকে ছেড়ে দিয়ে কিছু দিন পরে তার ভয়েই হউক কি পৃথিবীর প্রতারণা দেখেই হোক, অথবা প্রাণের সখেই হোক, বাড়ীঘর মায় মুড়ী খেঁরা গাছটা বিক্রি করে ব্রহ্মপ্রদেশে বাস করলেন। এর মধ্যে নবমালিকার পিতার পরলোক হলে হেম তাঁর সঞ্চিত ধন নিয়ে নীরদ চক্রের অনুরোধে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বরমায় বাস করেছেন। সে দিন আমার কাছে একখান ডাকের চিঠি এসে ছিল, তাতে হেম লিখেছেন যে—‘সংগ্রামের স্ত্রীচরণাশীর্ষাদে এ সেবকের মায় রামপাণীটির সমস্ত মঙ্গল হয় বিশেষ।’ হেম খুড়কে কাছে রাখতে বিস্তর যত্ন পেয়ে ছিলেন, তাতে কুম্ভাণ্ড খুড়রাজী হলেন না।

এদিকে হাগসীমাখাই চুরি, ডাকাতি, খুনেতে, গুলজার নগর কাঁপিয়ে দিয়ে, আঁচাভুয়া আর আঁচাভুয়ায় হরির খুড়কে হস্তগত করে এ লক্ষ্মীছাড়া নগর ছেড়ে অপার পারাবারে বোম্বটেগিরি করে বেড়াচ্ছে। এই বার্তা শুনে তাঁদের সঙ্গে কম্পিট্ কোর্তে বাদসাইকুড়ে আর চৈতন্যাকঙ্কা পরস্পর বৈরতাব ভাগ কোরে তথায় গিয়েছেন। ভেড়াকান্ত নাগ, কিছু দিন হলো খেতে না পেয়ে শিঙয়ে ফুঁকেছেন, বকনাণীয়ারা সে বছর কার্তিকের ঝড়ে ঘর চাপা পোড়েচে, আর আদি কর্তী-ভজা সত্যার সঙ্গে বনিবনাও না হওয়াতে ছটুমগোসাই দল-ধলমুদ্রা রিকর্মেশন জন্যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়া-ছেন। কেবল সোনারচাঁদ উকীল তাঁদের সঙ্গে ভাসেন নাই, তিনি লোক হাসিয়ে উকীল গিরি কোরে লোকের সর্বনাশ করছেন। গুলজার নগরের চিত্র হেথায় মেড়া পড়ল, আমি এইখান থেকে গয়ে আকার দিলেম, আমাকে আর কখন খরতে পারেন তখন গাল গল্প করব।

